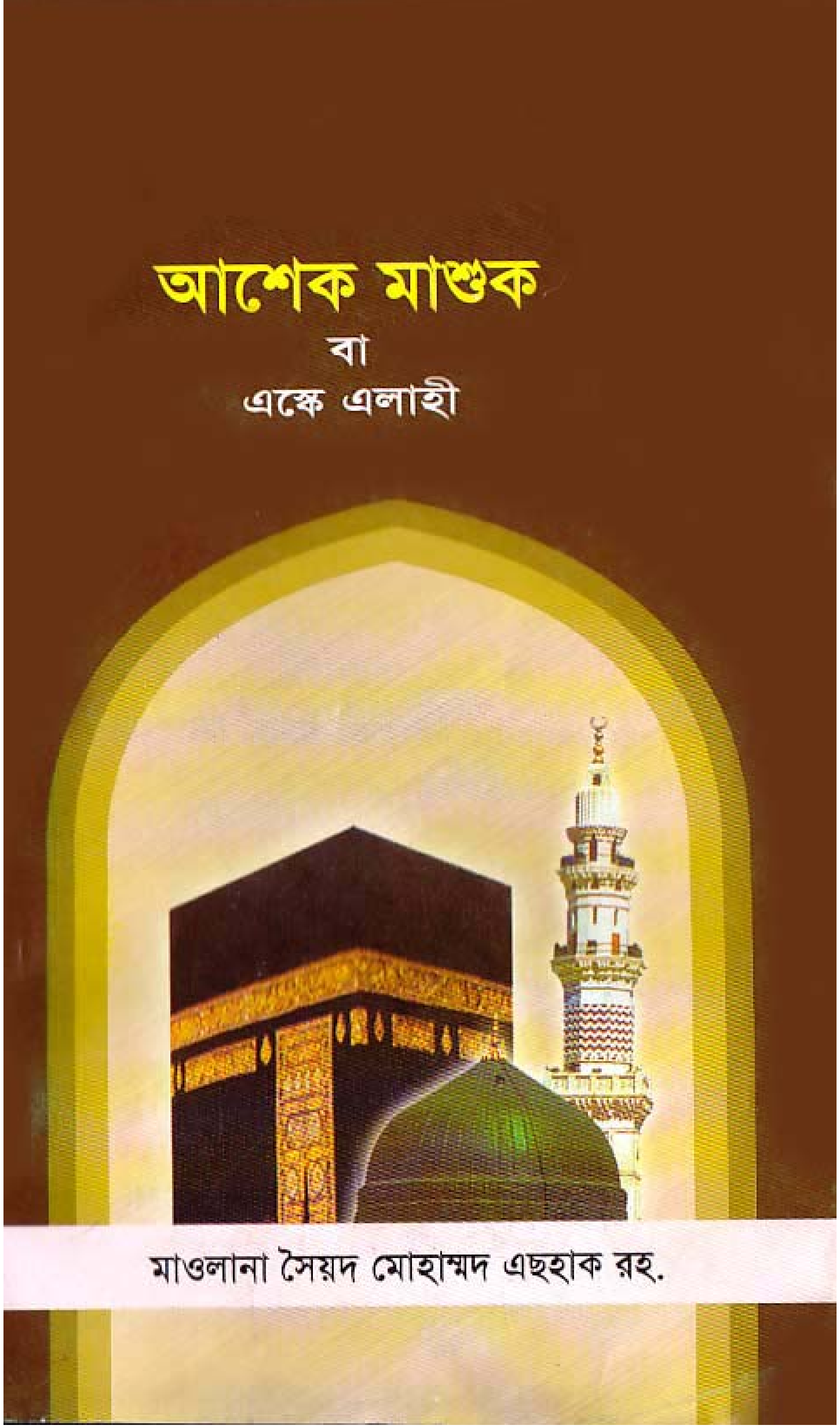


Ashek Mashuk
Ba
Eshke Elahi

আশেকে মাসুক
বা
এস্কে এলাহী

আশেক মাশুক

বা

এস্কে এলাহী

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছ্হাক (রহঃ)
(মরহুম পীর সাহেব, চরমোনাই, বরিশাল)

আল-এছহাক পাবলিকেশন্স
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ৭১২৩৯২৪, ০১৭১৫-৪৪১৫৫৭

ভূমিকা

সরল ভাষায় লিখিত শ্রদ্ধেয় মরহুম ওয়ালেদ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ এছহাক সাহেব (র)-এর সাতাশ খানা কিতাব হেদায়েতের অনন্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের জানা মতে বহু লোক তাঁর কিতাব অধ্যয়ন করে সত্যের পথ ধরেছে। সকল গ্রন্থে তিনি তাঁর যে কোন বক্তব্যকে উদাহরণ বিশিষ্ট ও বোধগম্য যুক্তি ভিত্তিক করে তুলে ধরেছেন যার ফলে হৃদয়ের গোপন প্রশ্নসমূহের সমাধান হয়ে বর্ণিত বক্তব্যের প্রতি আস্থা সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেহেতু তাঁর গোটা জেন্দেগী ছিল খুলুছিয়াত ও নিষ্ঠাপূর্ণ, তাই তাঁর লিখা থেকেও নিষ্ঠার পরিস্ফুটন ঘটবে-এটাই স্বাভাবিক। এই কারণেই পাঠকদের কাছে তাঁর গ্রন্থসমূহ বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। ফলে, এ পর্যন্ত তাঁর কোন কোন কিতাব ষোল সতেরো বার পর্যন্ত ছাপাতে হয়েছে।

বক্ষমান গ্রন্থে আল্লাহর এ বন্ধু এল্‌মে মারেফতের তথ্য নয় বরং বাস্তবতাকে রওশন করে দিয়েছেন। ফলে, অনুসন্ধানী পাঠক মহল মারেফতের স্বাদ পেয়ে যৌক্তিকতার বিশ্লেষণ ছাড়াই উহাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা অধিক! তাই বলি-মহান মালিকের সাথে সম্পর্ক জোড়ার জন্য গ্রন্থখানি আশ্চর্যকর সহায়ক। লেখক কঠোর শরীয়ত পন্থী ও মারেফতের কামেল বিধায় সত্যনিষ্ঠ মারেফতই বইয়ের নির্যাস। আমি বিশ্বাস করি সকল পাঠকই এ বই অধ্যয়নের পর বর্ণিত বক্তব্যের সাথে একমত হতে বাধ্য হবেন। মূল্য সংকোচন নীতিতে দৃঢ়তা থাকায় ছাপার মান উন্নতকরণ, সাদা কাগজ ও উন্নত কভার দিয়েও পূর্বের মূল্যই রাখা হয়েছে। আশা করি পাঠকগণ এ বিষয়কে বিবেচনার দৃষ্টিতে দেখবেন। আল্লাহ আমাদের এ রুহানিয়াত সম্বলিত গ্রন্থ হতে ফায়দামান্দ হবার তৌফিক দিন। আমীন!

প্রকাশকদের পক্ষে-
সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউস

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

هو الحق المبين

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

আশেক মাশুক
বা
এস্কে এলাহী

হে আশেকে মাওলা, মোমেন ভাই ভগ্নিগণ! দেলের সহিত ইয়াক্বীন করুন, জানে প্রাণে ও মুখে বলুন– আল্লাহ্ ছাড়া আমার কেহ মাবুদ নাই, আল্লাহ্ ছাড়া আমার কোন মাকছুদ নাই, আল্লাহ্ ছাড়া আমার কেহ মাশুক নাই, আল্লাহ্ ছাড়া আমার কোন মাহবুব নাই। আশেক যখন মাশুক পায়, প্রাণ খুলিয়া কথা কয়। তাই বলি আপনিও বলুন :

আয় মেরে মাওলা! রাখ্ মুঝকো হর লায়লো নাহার,
এস্কমেঁ আপনে মুঝকো বে–ছবরো বে-তাবো হাম বে-ক্বারার।
আয় মেরে আল্লাহ! রাখ মুঝ্‌কো হর লায়লো নাহার,
এস্কমেঁ আপনে বে–ছবরো বে তাবো হাম বে-ক্বারার।
আয় মেরে মাবুদ! রাখ্ মুঝকো হর লায়লো নাহার,
এস্কমেঁ আপ্‌নে বে–ছবরো বে–তাবো হাম বে–ক্বারার।
আয় মেরে মাহবুব! রাখ্ মুঝ্‌কো হর লায়লো নাহার,
এস্কমেঁ আপ্‌নে বে-ছবরো বে-তাবো হাম বে-ক্বারার।
আয় মেরে মাশুক! রাখ্ মুঝ্‌কো হর লায়লো নাহার,
এস্কমেঁ আপনে বে-ছবরো বে-তাবো হাম বে-ক্বারার।

অর্থাৎ হে আমার মাওলা! হে আমার আল্লাহ্। হে আমার মাবুদ। হে আমার মাহবুব! হে আমার মাশুক! আপনি আমাকে আপনার এস্কে রাত-দিন মস্ত, মাতোয়ারা, বে-ক্বারার ও অস্থির করিয়া রাখুন।

✪

এস্ক মানী অতিশয় ভালবাসা বা খুব বেশী মহব্বত করা, যাহাকে অতিশয় ভালবাসে তাঁহাকে বলে মাশুক, আর যে ব্যক্তি অতিশয় ভালবাসে তাঁহাকে বলে আশেক। এস্ক দুই প্রকার - এস্কে হাক্বীক্বী বা আসল এস্ক এবং এস্কে মাজাযী অর্থাৎ নকল এস্ক। মাওলায়ে পাকের উপর বান্দা যে আশেক হয়, অর্থাৎ আল্লাহ্ পাককে যে খুব বেশী মহব্বত করা হয়, সেই মহব্বতকে বলে এস্কে হাক্বীক্বী বা আসল এস্ক। আর মানুষ একে অপরের রূপে মুগ্ধ হইলে যে অতিরিক্ত ভালবাসা জন্মে তাহাকে বলে এস্কে মাজাযী বা নকল এস্ক। যেমন জুলায়খা আশেক ইউছুফ (আঃ)-এর উপর, মাজনুন আশেক লায়লার প্রতি এবং শিরী মাশুক ফরহাদ আশেক।

✪

হযরত মাওলানা আবদুল আউয়াল ছাহেব শাজরাতোৎ তাইয়্যেবা নামক কেতাবের ২০ পৃষ্ঠায় আমার দাদা পীরের নাম মোহাদ্দেস, ফক্বীহ, শায়খে তরীকত ও কুতুবে আলম (মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহে)-এইরূপ চারটি লক্বব বা ছেফাতের সাথে লিখিয়াছেন। ঐ শাজরানামার মধ্যে প্রায় পাঁচ শত আউলিয়ায়ে কেরামদের নাম মোবারক লিখা আছে, কিন্তু, অন্য কাহারও নামের সাথে মোহাদ্দেস, ফক্বীহ ইত্যাদি ছেফাত লিখেন নাই। ঐ কুতুবে আলম ছাহেবের এক লক্ষ্য হাদীস হেফ্জ ছিল। তিনি হাদীসসমূহ হইতে মাছয়ালা মাছায়েল বাহির করিতে পারিতেন। তিনি বলিয়াছেন-

اگر بروصلت لیلی بر غبت خاطود واری

به مجنوں فرد باید شواز خویش وهم از خویشاں

উচ্চারণ ঃ আগার বর ওছলাতে লাইলা বারগবত খাতেরে দারী

বামজনুঁ ফরদ্ বাইয়াদ শো আজ খেশো হাম আজ খেশাঁ।

অর্থাৎ- হে আশেকে মাওলা! তুমি যদি সত্য সত্যই আল্লাহ্ পাকের প্রেমে মত্ত হইয়া তাঁহার দীদার লাভের আশা রাখ এবং তাঁহার মিলন সুখে সুখী হইবার জন্য তোমার বাসনা থাকে, তবে মাজনু যেরূপ লায়লীর প্রেমে বিভোর হইয়া আত্মীয়-স্বজন এগানা-বেগানা সব ছাড়িয়া এক মনে এক ধ্যানে লায়লীর অন্বেষণে একা একা বনে বনে ঘুরিয়াছেন এবং তাহার সাথে

মিলন আশায় নিজেকে ভুলিয়া মাজনুন অর্থাৎ পাগল বেশে জীবন ক্ষয় করিয়াছে তুমিও সেইরূপ ঐ খালেক, মালেক, মাহবুবে হাক্বীক্বী, মাবুদে বরহক আল্লাহ তায়ালার এস্কে মত্ত হইয়া ফানাফিল্লার সাগরে ডুব দাও। অর্থাৎ সবকিছু ত্যাগ করতঃ নিজেকে ভুলিয়া শুধু তাঁহারই জেকেরে তাঁহারই ফেকেরে জীবন কাটাও এবং বলঃ

مادر دوجهاں غیر خدابار نداریم

جز یادخدا هیچ دگر کار نداریم

উচ্চারণ ঃ মা দর দো জাহাঁ গায়রে খোদা ইয়ার নাদারেম

জুঝ ইয়াদে খোদা হেচে দিগার কার নাদারেম।

অর্থাৎ- আল্লাহ্ ছাড়া দুনিয়া ও আখেরাতে আমার অপর কোন মাহবুব নাই। তাঁহার ইয়াদ ছাড়া আমার আর অন্য কোন কাজ নাই। এরূপভাবে জীবনকে জীবনদাতার হাতে সোপর্দ করিতে হইবে। মাশুককে বাধ্য রাখিতে হইলে তাঁহার মর্জিমত চলা আশেকের জন্য একান্ত দরকার। আল্লাহ্ পাকের মত এত বড় মাবুদের সাথে প্রেম বজায় রাখা এত সহজ নহে। যেখানে এক লক্ষ্য চব্বিশ হাজার (অজ্ঞাত সংখ্যক) পয়গম্বর আল্লাহ পাকের মহব্বতে হামেশা হয়রান পেরেশান থাকিতেন। আউলিয়া আবদাল, গওছ-কুতুব যে কোন প্রিয় ব্যক্তি ঐ মাবুদের মর্জি রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন কিনা সে জন্য ভয়ে অস্থির ছিলেন। মাহবুবে হাক্বীক্বী আল্লাহ পাকের মর্জি রক্ষা করিবার জন্য দুনিয়ার যে কোন প্রিয় বান্ধব বেজার হউক না কেন সে জন্য কোন পরওয়া করিতে পারিবেন না। যেমন আপনি আল্লাহ পাকের ভয় ও মহব্বতের খাতিরে নিজ বিবিকে পর্দায় রাখিয়াছেন। এখন সব বেজার হইলেও সর্বদা কেবল ঐ মাশুকে হাক্বীক্বী মাওলায়ে করীমের মত ও মর্জি জোগাইয়া চলিতে হইবে।

অর্থাৎ- হে মাওলা পাকের আশেক মোমেন দোস্তগণ! খুব বুঝিয়া লউন যে, মানুষ যখন অতি সুন্দরী মনঃপুত কোন রমণীকে বিবাহ করিয়া ঘরে নিয়া আসে তখন ঐ প্রাণাধিক মাহবুবাহ নব বধূ জেওর ও জিনাত, সাজ গাজ ইত্যাদির নিমিত্ত পোষাক-বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি যখন যাহা তলব করে, স্বামী তাহার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ও তাহার প্রাণ ভরা ভালবাসা পাইবার আশায় শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও নীরবে এবং নিরাপত্তিতে ঐ সমুদয়

জিনিস যোগাড় করিয়া দেয় এবং প্রাণ ভরিয়া ক্ষণস্থায়ী মাশুকের হাসিমুখ দর্শন করিয়া অতীব আনন্দ পায়। অন্যথায় তাহার ঐ প্রাণের মাশুক নেহায়েত বেজার হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরায় আর সে প্রাণ খুলিয়া আপন আশেক স্বামী বেচারাকে ভালবাসে না। সেইরূপ আহকামুল হাকেমীন রাব্বুল আলামীন আল্লাহ পাক হইতেছেন মাহবুবে হাক্বীক্বী-আসল মাশুক এবং তাহার আদেশ নিষেধ, হুকুম-আহকাম অর্থাৎ শরীয়তে মুহাম্মদী মানিয়া চলা হইল ঐ জিনাত জেওর ও অলঙ্কারাদির মেছাল।

অতএব আপনি যদি মাওলায়ে পাকের আশেক হইয়া তাহার সন্তুষ্টি ও দীদার লাভের আশা রাখেন, তবে আপনার রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত তরীকার পুরা তাবেদারী করা ও শরীয়তে কামেল হইবার চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য বা ফরজ। কারণ মাশুক যাহা আশেকের কাছে পাইতে চায়, আশেকের হইয়া তাঁহার মারেফত হাসিল করিতে হইলে অগ্রে তাঁহার শরীয়ত পালন করা ফরজ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভাই, খুব ইয়াক্বীন করুন এবং বুঝিয়া লউন যে, সুন্দরভাবে জেওর পোষাক ও অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করিয়া মাশুকের কাছে গেলে তিনি নিশ্চয়ই অতি আগ্রহের সাথে অগ্রসর হইয়া আপন আশেককে আগাইয়া নিয়া যায়। শায়ের বলেনঃ

شریعت رامقدم دار اکنوں
معرفت ازشریعت نیست بروں

উচ্চারণ ঃ শরীয়ত্‌রা মোকাদ্দম দার আকনু
মারেফত আয শরীয়ত নেস্তে বেরুঁ।

অর্থাৎ -মারেফত শরীয়ত ছাড়া অন্য কোন বস্তু নহে এবং শরীয়ত ও মারেফত মূলে এক জিনিস। কিন্তু শরীয়তকে অগ্রে পালন করিয়া পরে মারেফত হাসিল করিতে হইবে। অবশ্য মারেফত যেরূপ শরীয়ত ছাড়া হাসিল হয় না তদ্রুপ শরীয়তও মারেফত ভিন্ন কামেল বা পূর্ণ হয় না। মোটকথা এই যে, আল্লাহ পাক আমাদের আসল মাশুক, শরীয়ত তাঁহার জেওর-অলঙ্কার। অতএব আমরা শরীয়ত পালন করিতে থাকিলেই তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার মারেফত আমাদের হাসিল হইবে। ফলে আমরা আসল মাশুক পাইতে পারিব ও আল্লাহ পাকের দীদার লাভের মজা পাইতে থাকিব। তাই বলি ভাই, প্রাণপণে সুন্নাতের পায়রবী

করুন, জীবন দিয়াও শরীয়তের হুকুম আদায় করুন, নচেৎ মাশুক পাইবেন না। মাশুক ছাড়া বাঁচিয়া কি লাভ ভাই? বিনা প্রিয়জন, নন্দন কানন কণ্টক প্রায়। অর্থাৎ মাশুক বিনে বেহেশতেও শান্তি নাই। সতী নারীর প্রতি বিনে গতি নাই। আমাদের আল্লাহ ছাড়া উপায় নাই।

সতীর জীবন মরণ বাসা পতি চরণ ভাই,
জনম জনম সেই খানেতে থাকতে যেন পাই।
এস ভাই! এ জীবন আল্লাহর ধ্যানে কাটাই।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ

এক ঘন্টা কাল আল্লাহ পাকের ধ্যানে মগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিলে ৬০ বৎসরের নফল বন্দেগীর সওয়াব পাওয়া যায়। ছোবহানাল্লাহ! কুলবকে দুনিয়ার সকল রকমের খেয়াল হইতে খালি করিয়া বলুন, ওগো জীবন দাতা মাওলা! আপনিই আমাদের মাকছুদ। আপনিই আমাদের মাহবুব। আমরা আপনার আশেক। আমরা যখন মাতৃগর্ভে তিনটি পর্দার নীচে অন্ধকার কূপের ভিতরে ছিলাম, তখন আপনিই আমাদের প্রতি সদয় হইয়া অতিশয় মহব্বতের সাথে আপন এস্ক দিয়া পয়দা করিয়াছেন এ দুনিয়াতে। আমরা যদি পয়দা না হইতাম তবে আপনি কিরূপে জাহের হইতেন? কে আপনার রূপ দেখিত? কে আপনার গুণ গাহিত? কে আপনাকে খোদা বলিত?

خداوند ازهستی ساده بودیم
زبیم نیستی آزاده بودیم ۔

উচ্চারণ ঃ খোদা অন্দা যে হাস্তি ছাদা বুদেম
যেবিমে নেস্তি আযাদা বুদেম।

نخست ازنیست ماراهست کودی
به قید آب وگل پابست کردی

উচ্চারণ ঃ নাখাস্ত আজ নেস্তি মারা হাস্ত কারদি
বকয়দে আবো গেল পা বস্ত্ কারদি।

হে খোদা! আমরা তো প্রথমে কিছুই ছিলাম না, তখন তো আমাদের মরণেরও ভয় ছিল না। আপনিই আমাদিগকে প্রথম থেকে তৈয়ার করিয়া

পানি-মাটির তৈরী একটি পিঞ্জিরার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা অতি দুর্বল ছিলাম, আপনি সবল করিয়াছেন। অজ্ঞান ছিলাম, জ্ঞান দিয়াছেন। কোরআন মজীদ পাঠাইয়া আমাদিগকে আপনার আদেশ, নিষেধসমূহ জানাইয়া দিয়াছেন। হেদায়েতের নূর দান করিয়াছেন, সুপথ দেখাইয়াছেন। আপনি তো আমাদের থেকে হেদায়েতের নূর গোপন রাখেন নাই। কিন্তু আমরা আপনাকে পাইবার নিমিত্ত চেষ্টার ত্রুটি করিয়া হয়রান পেরেশান হইয়া পড়িয়াছি। এখন আপনি মেহেরবানী করিয়া আমাদিগকে আপনার দীদার লাভের জন্য চেষ্টার তওফীক দান করুন। আমাদের প্রতি রহমত নাযিল করুন, যেন আপনাকে আমরা পাইতে পারি। হে আমাদের মাওলা। দুনিয়ায় ফেরেবে পড়িয়া আমরা আপনার থেকে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। অতএব আমাদের দেল থেকে দুনিয়ার সকল প্রকার খেয়াল দূর করিয়া একমাত্র আপনারই খেয়াল আমাদের দেলে ভরিয়া দিন।

ওগো আমার মাওলা! ওগো আমার মাশুক! যখন কুল্ল আলম নিস্ত নাবুদ ছিল, পৃথিবী, আকাশ যখন কিছুই ছিলনা, তখনও আপনি নিজে নিজে প্রকাশিত ছিলেন, একাই জাহের ছিলেন, আমি ও আপনি এইরূপ দুই কথা তখন ছিল না। অর্থাৎ তখন এইরূপকেহই দাবীদার ছিল না যে, আমি আপনার আশেক আর আপনি আমার মাশুক। তখন শুধু আপনরূপে আপনিই ছিলেন আশেক, নিজরূপে নিজেই জাহের ছিলেন ও খুবীর দাবী নিজেই করিতেন, নিজেই শুনিতেন। এস্কের খেলা নিজের সাথে নিজেই খেলিতেন। অর্থাৎ অতি খুবছুরাত মাশুকও ছিলেন আপনি আর নিজরূপে আশেকও ছিলেন আপনি। তখন এমন কেহই ছিল না যে, আপনার সেই অপূর্ব খুবী দর্শন করে। কিন্তু দস্তর এই যে, সুন্দর কখনও গোপন থাকিতে পারে না। যেমন আরেফ বিল্লাহ আল্লামা জামী রহমাতুল্লাহি আলাইহে বলিয়াছেন ঃ

نکو رو تاب مستوری ندارد
چودر بندی سر از روزن برارد ۔

উচ্চারণ ঃ নেকো রোতাবে মছতুরি নাদারাদ
চুদার বন্দি ছার আজ রওজন বরারাদ।

অর্থাৎ অতিশয় খুব ছুরাত সুন্দরী পর্দার আড়ালে লুকাইয়া থাকিতে অক্ষম, তুমি তাঁহাকে পর্দায় রাখার জন্য দরওয়াজা বন্ধ করিলেও তিনি

জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া রূপ দেখাইবেন।

তাই হে মাশুকে হাক্কীক্বী মাওলা! আপনিও আর একা থাকিতে না পারিয়া আমাদিগকে নিজ হইতে পয়দা করিয়া নিজরূপ দেখাইয়া যখন আশেক বানাইয়াছেন, এখন কেন গোপন থাকিবেন? দয়া করিয়া দেখা দেন, আর তো প্রাণে মানে না গো।

رَبِّ أَرِنِىْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ ওগো আমার মাওলা, আমাকে দেখা দাওগো, তোমাকে আমার দেখিতে মনে লয়গো। আমাদের হইতে আর কতকাল গোপন থাকিবেন? রূপ দেখাইতে বানাইয়াছেন, তবে কেন লুকাইয়াছেন? যখন আমরা নাবালেগ ও অবোধ ছিলাম, তখন আপন এস্ক ও মহব্বতের জোশে আপনি আমাদিগকে লালন পালন না করিলে আমরা কিছুতেই বাঁচিতে পারিতাম না। সেই সময় আপন কুদরাতী কোলে রাখিয়া আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন। যখন বালেগ হইয়াছি, বুঝদার হইয়াছি, তখন আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় যেন লুকাইয়া গেলেন। কতগুলি আদেশ ও নিষেধের ভার আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া কেন লুকাইলেন গো। ওগো মাশুক মাওলা গো! কোন পথে যাইব গো, কি দিলে পুনঃ আপনাকে পাইব গো?

اگر جاں طلبی جاں بتو بخشم
از جاں چه عزیزست بگوآں بتو بخشم ۔

উচ্চারণ ঃ আগার জাঁ তলব জাঁ বতু বখশাম।
আয জাঁ চে আজিজাস্ত বোগো আঁ-বতু বখশাম।

অর্থাৎ- যদি জান নিতে চান তবে জান দিতে রাজী আছি, নিয়া যান। জানের চেয়ে প্রিয় আমার কি আছে? বলুন, তাহা দিয়াও আপনাকে পাইতে ভালবাসি, তাহাও নিয়া যান। আপনার মদদ ছাড়া আপনাকে পাওয়া যাইবে না গো। দয়া করিয়া দয়ার সাগর এইবার দেখা দেন গো।

زمن جستن وراه نمودن زتو
بجاں آمدن جاں فزودن زتو

উচ্চারণ ঃ যেমান জুস্তান ও রাহ নমুদান যেতু
বজাঁ আমোদান জাঁ ফজুদান যেতু।

আপনাকে পাইবার পথ খুঁজিব আমরা, কিন্তু জীবন গেলেও কভু পাইব না।

খুঁজি কত বনে বনে, পাই না খুঁজি পাহাড় অঞ্চলে, সাগর প্রান্তরে, পাইব কি তাহারে? ওগো প্রাণ গেলরে, তাকে বুঝি পাই নারে, জালওয়া দেখান কোহেতুরে, রহম করুন মোদের পরে। পাহাড়ে পাইল যারে, মোরা কেন পাইব না তারে? বিরহ বেদনা আর সহে না প্রাণে, একবার দেখা দাওগো মোরে।

যাও পাখী বল তাঁরে সে যেন ভুলে না মোরে।
এ জীবনের মত প্রাণ সঁপেছি তার করে।

تیر فرقت سے دل غمزدہ اتنا چور ہے
زخنہ رخنہ ہے کہ گویا خانہ زنبور ہے

উচ্চারণ ঃ তিরে ফোরকত ছে দেলে গমজাদাহ এতনা চুর হায়
রোখনা রোখনা হায় কে গোয়া খানায়ে জামবুর হায়।

জুদাইর তীরের আঘাতে চিন্তিত দেল আমার এত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে, যেন বল্লার বাসার ন্যায় ছিদ্র হইয়া গিয়াছে।

اگر انجانب معشوق نباشد کششے
طالب عاشق بے جادہ بجائے نہ رشد ۔

উচ্চারণ ঃ আগার আয় জানেবে মাশুক নাবাশেদ কাশিশে
তালেবে আশেক বেচারাহ বজায়ে না রছদ।

ওগো আমাদের মাশুক! আপনি বেশ জানেন যে, ঐ ইশ্বায় মাশুক আপন আশেককে ধরা না দিলে আশেক বেচারা আজীবন কোশেশ করিলেও মাকছুদ হাছেল করিতে পারে না। অতএব হে আমাদের মাবুদ! আপনি মাশুক, আপনি মেহেরবাণী করিয়া আমাদিগকে আপন আশেক আওলিয়াগণের দপ্তরে দাখেল করিয়া নেন। আর আমাদেরে দেখা দেন।

ما در دوجہاں غیر خدا یار نداریم
جز یاد خدا ہیچ دگر کار نداریم

উচ্চারণ ঃ মা দর দো জাহাঁ গায়রে খোদা ইয়ার নাদারেম

জুয ইয়াদে খোদা হেচ্ দিগার কার নাদারেম।

আপনি ছাড়া দো-জাহানে আমাদের কোন মাবুদ নাই, মাকছুদ নাই, মাহবুব নাই, মাশুক নাই। আউয়ালে আপনি, আখেরে আপনি, বাতেনে আপনি, আপনি বিনে কিছুই নাই। আপনি ছাড়া আমাদের অন্য কোন ইয়ার নাই, জেকের নাই, ফেকের নাই।

یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشم
باشد کہ او نگاہ کند آگاہ نباشم

উচ্চারণ ঃ এক চশমে জাদান গাফেল আযা শাহ নাবাশাম
বাশদ কে উ নেগাহ কুনাদ আগাহ নাবাশাম।

আমরা আমাদের নফছের সাথে একবার করিলাম যে, আপনাকে আমরা এক পলকও ভুলিয়া থাকিলে আর রহমত পাইব না, কপাল পোড়া, ভাগ্যহারা হইয়া যাইব। হায় হায়! আর তো উপায় থাকিবে না। আপনি বলিয়াছেন— وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ *

তোমরা গাফেলদের দলভুক্ত হইও না। তাই বলি মাওলা গো! আপনি আমাদিগকে ঐ গাফেলদের দলভুক্ত করিয়া রাখিবেন না, আমরা যেন আপনাকে ভুলিয়া মুহূর্তকালও থাকিতে না পারি এবং আপনিও আমাদের মুষ্টিমেয় আশেককে কখনও ভুলিবেন না।

طاعت وتوفیق طاعت هم زتو
ایں امانت واجابت هم زتو

উচ্চারণ ঃ তাআতো তওফিকে তাআত হাম যেতু
ঈঁ আমানত ওয়া এজাবত হাম যেতু।

মাওলা গো! আমরা আপনারই বান্দা, আপনারই আশেক, আপনি তাওফিক না দিলে আমরা আপনাকে স্মরণ রাখিতে পারি না, আপনার জেকের করিতে পারি না। আপনি আমাদেরকে আপনার ফরমাঁবরদারীর তাওফিক দিন, আর নিজ আশেকরূপে কবুল করিয়া নেন। বিরহ-বেদনা আর প্রাণে সহে না। বিচ্ছেদ অনলে, জুদাইর আগুনে জ্বলিতে আর পারি না গো! মিলন কখন পাইব গো! কখন মিলন হইবে গো! বলিয়া দাও, বলিয়া

দাও হে গো! কি দিয়া আর বুঝাইব গো! খুঁজিয়াতো আর পাই না গো! এশ্‌কের আগুনে কলিজা মোদের জ্বলিয়া যায় গো।

مشق آں شعلہ است کوچوں بر فروخت

ہرچہ جز معشوق باقی جملہ سوخت

উচ্চারণ ঃ এক্কে আঁ শোলাস্ত কো চুঁবর ফরোখ্‌ত
হরচে জুয মাশুক বাকি জুমলা ছোখ্‌ত।

এমন আগুন! যখনই যাহার ভিতরে উহা জ্বলিয়া উঠে মাশুক ছাড়া অন্য সবকিছু জ্বালাইয়া তখনই ছারখার করিয়া দেয়। ওগো আমাদের মাশুক! ওহে আমাদের মাওলা, আর আমাদের জ্বা গাইবেন না, এখন দীদার দানে প্রাণ শীতল করুন।

ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی

اب تو آجا اب تو خلوت ہوگئی

উচ্চারণ ঃ হার তামান্না দিলছে রোখছত হোগেয়ি
আব তু আজা আব তো খালওয়াত হোগেয়ি।

ওহে আমাদের মাশুক আল্লাহ্‌! বুঝেছি, যাবতীয় খেয়াল, সকল রকমের ধ্যান হইতে আমাদের দেল খালি না দেখিলে আপনি দেখা দিবেন না। অন্য খেয়াল যেই দেলে থাকে, সেই দেলে আপনি শামাই হইবেন না। আপনারই তরফ থেকে শায়ের বলিয়াছেন–

من نگنجم در زمین وآسماں

لیك گنجم در قلوب مومناں

উচ্চারণ ঃ মান না গোঞ্জম দর জমিনো আছমাঁ
লেকে গোঞ্জাম দর কুলুবে মোমেনাঁ।

আমি এতবড় আলীশান খোদা, আমি জমিনেও শামাই হই না আর আমি আছমানেও শামাই হই না, শুধুমাত্র মোমেন দেলের মধ্যে শামাই হই। কিন্তু, তাহাও যখন একেবারে খালি থাকে।

ہر تمنا دل سے رخصت ہوگئی

اب تو آجا اب تو خلوت ہوگئی

উচ্চারণ ঃ হার তামান্না দিলছে রোখছাত্‌ হোগেয়ি
আব তু আজা আব তো খালওয়াত হোগেয়ি।

তবে আসুন গো আমাদের মাশুক! আসুন এখন আমাদের দেল খালি আছে, কেবল আপনারই আরজু বাকী আছে, অন্য সমস্ত আশা দেল থেকে রোখছত হইয়াছে, বিদায় নিয়াছে। এখন আসুন গো ওহে আমার মাশুক! নিরালা নির্জনে বসি প্রেম আলাপ করুন গো।

عزم دیدار تو دارم جاں برلب آمده

باز گوئی بر آید چیست فرمان شما ۔

উচ্চারণ ঃ আয্‌মে দীদারে তু দারাম জান বর্‌লব আমদাহ্‌
বাজ গোয়ী বর আইয়াদ চিসতে ফরমানে শুমা।

ওগো আমাদের মাশুক! আপনার দীদার লাভের আশায় আশায় আমাদের জান ওষ্ঠাগত প্রায়। দেখা দিয়া জীবন বাঁচাইয়া রাখুন, নচেৎ প্রাণ বাহির হইয়া যায়, বাহির হইয়া যায়। এখন কি আদেশ করুন হে মাওলা! প্রাণ মোদের বহির্গত হইবে, না দেহে ফিরিয়া যাইবে।

میں نے تجھے دل دیا ہے تونے مجھے کیا دیا

تیز چھری لیکے مجھے پارہ پارہ کر دیا ۔

উচ্চারণ ঃ মাঁইনে তুঝে দিল দিয়া হ্যায় তুনে মুঝে কেয়া দিয়া
তেজ ছুরি লেকে মুঝে পারা পারা কার দিয়া।

ওগো আমার মাশুক আল্লাহ! আমি তো আপনাকে দেল দিয়াছি, আপনি আমাকে কি দিয়াছেন? জুদাই বা বিচ্ছেদের তীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা আমাকে টুকরা টুকরা করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ– হে মাওলায়ে করীম! আমি তো আপনার মর্জি মোয়াফেক আপনাকে বসাইবার জন্য আমার দেলটিকে অন্য সমস্ত খেয়াল হইতে খালি করিয়া রাখিয়াছি। তবুও তো আপনার মিলন, আপনার দীদার, আপনার দর্শন পাইতেছি না। বরং আপনি এখনও বিচ্ছেদের তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরিকা দ্বারা আমার কলিজাকে কাটিয়া খান খান ও টুকরা টুকরা করিয়া দিতেছেন।

اگر آں ترک شیرازی بدست آرد دل مارا

بخال هندوش بخشم سمرقند وبخارا را ۔

উচ্চারণ ঃ আগার আঁতুরকে সিরাজী বদাস্ত আরাদ দেলে মারা
বখালে হিন্দোশ ববশাম ছামরকান্দ ও বোখারা রা।

হায় আফছুছ! আমার মাশুক মাওলায়ে পাক যদি মেহেরবাণীপূর্বক আমার অন্তরে স্থান লইতেন, তবে আমি তাহার কুদরাতী মুখের কুদরাতী তিলকের বিনিময়ে সমরকন্দ ও বোখারা উভয় রাজ্য তাহাকে দান করিতাম। অর্থাৎ উভয় দুনিয়া ছাড়িয়া কেবল তাহারই রূপ দর্শনে মত্ত থাকিতাম।

আশা নদীর তীরে বসে আশায় জনম গেল রে,
আমার মাওলারে! তোমারে আমি পাইলাম না রে।
পাব পাব পাইব বলে আশায় জীবন গেল রে,
আমার মাবুদরে! তোমারে আমি পাইলাম না রে।

فراق دوستاں دبدن مثالش باشد از دوزخ

معاذالله غلط گفتم که دوزخ زاں نشاں باشد

উচ্চারণ ঃ ফেরাকে দোছ্তাঁ দিদান মেছালাশ বাশদ আজ দোযখ
মায়াযাল্লাহ গলত গোফতাম কে দোযখ যাঁ নিশাঁ বাসাদ।

ওগো মাওলা! তোমার বিচ্ছেদের আগুণ যেন দোযখের আগুন, নাউজুবিল্লাহ, আমি ভুল বলিয়াছি, তোমার মত সুন্দর মাশুকের জুদাইর অগ্নি সম কোন অগ্নি নাই। দোযখের আগুন উহার একটি নমুনা মাত্র। তাই বলি, আর দূরে রাখিয়া আমারে জ্বালাইও না গো, কত আর জ্বালাইবা সহিতে না পারি গো।

দেখা দাও, দেখা দাও গো, ওগো আমার প্রাণপতি।
তোমা বিনে নাইরে গতি,
দেখা দাও, দেখা দাওগো
জীবনে না পাইলে দেখা, মরিলে কি পাইব তাহা,
কখনও নয়, কখনও নয়।

هر که امروز نه بیند اثر قدرت دوست

غالب است که فردا نه بیند دیدارش ۔

উচ্চারণ ঃ হর কে এমরোজ না বিনাদ আছুরে কুদরাতে দোস্ত
গালেব আস্ত কে ফরদা না বিনাদ দীদারাশ।

এ জীবনে দোস্তের কুদরাতী রূপ যে দেখিতে না পারে, খুব সম্ভব কাল কেয়ামতেও সে দীদার লাভে বঞ্চিত থাকিবে। হায় হায় এখন কি উপায় করি, মাবুদের দর্শন বুঝি পাই না, মাওলার সাথে দেখা বুঝি হয় না রে।

یابم اورا یا نیابم جستجوئے میکنم

حاصل آید یانیاید آرزوئے میکنم

উচ্চারণ ঃ ইয়াবাম উরা ইয়া নায়াবাম জুস্তজুয়ে মিকুনাম
হাছেল আয়াদ ইয়া নাইয়া ইয়াদ আরজুয়ে মিকুনাম।

চিন্তা কর মন, চিন্তা কি? পাই বা না পাই, তাহাকে তালাশ করিতেই থাকিব। হাছেল হউক বা না হউক, আরজুতো করিতেই থাকিব। না পাই তালাশ করিতে করিতে মরিয়া যাইব।

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بروم

راحت جاں طلبم وز پئے جاناں بروم

উচ্চারণ ঃ খোররম আ রোজ কাজিঁ মাঞ্জেলে বিরাঁ বেরওয়াম।
রাহাতে জাঁ তলবাম অজপায়ে জানাঁ বেরওয়াম।

ঐ দিন খুশীর দিন, কত আনন্দের দিন, যেইদিন এই নাপাক দুনিয়া ছাড়িয়া যাইব, মরিয়া যাইব। জীবনের শান্তি চাহিব, আর মাশুকের তালাশে যাইব। মাওলার খোঁজে চল আমরা আকাশে যাইব, লামোকামে যাইব তবুও কি পাইব না? হে মন হয়রান হইও না, ঐ শোন শায়ের কি বলেন—

لا مکاں پر گھر بنایا یار نے

در بدرهم کو پھرایا یارنے

উচ্চারণ ঃ লা মাকান পর ঘর বানায়া ইয়ারনে
দর বদর হামকো ফেরায়া ইয়ারনে।

আমাদের ইয়ার আমাদের দোস্ত, আমাদের মাওলা লামাকানের উপর

ঘর বানাইয়াছেন। আর আমাদেরকে দীদার দানের আশা দিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরাইতেছেন।

ওহে দয়াল মাবুদ গো! মোদের আর ঘুরাইবেন না গো। ঐ লামাকানে ডাকিয়া নিয়া মোদেরকে দেখা দেন গো। আমরা এতিম হইয়া দিশা হারাইব চারিদিকে ঘুরিতেছি। কোন দিকে গেলে আপনাকে পাইব তা আমরা দিশা পাই না, ঠিক করিতে পারি না গো মাওলা!

هرسو دود آن کس که ازدر خویش براند
وآنرا که بخواند بدر کس نداوند.

উচ্চারণ ঃ হরছো দাওয়াদ আযকাছ কে আযদরে খেশ বেরানাদ
ও আঁরা কে বখানাদ বদরে কাছ নাদাওয়ানাদ।

ওগো আমার মা'বুদ ওগো আমার মাহবুব! আপনার রহমতের দ্বার হইতে যাহাকে তাড়াইয়া দেন, সে ব্যক্তিই হয়রান পেরেশান হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে। কোন পথ পায় না। আর যাহাকে আপনি রহমত করিয়া কাছে ডাকিয়া নেন, সে ব্যক্তি আর অন্য কাহারো কাছে যায় না; কেবল আপনারই এস্কে, আপনারই মহব্বতের সাগরে ডুবিয়া থাকে, অন্য কোন দিকে চায় না, অন্য কোথাও যায় না।

غرقه دریا بجز دریا ندید
غیر در هست بروی نا پدید

উচ্চারণ ঃ গরকায়ে দরয়া বুদা বুজুযে দরইয়া নাদিদ
গায়রে দরইয়া হাছতে বরওয়ায় না পেদিদ।

যিনি আপনার মহব্বতের সাগরে ডুবিয়াছেন তিনি আপনার এস্ক ও মহব্বতের দরিয়া ছাড়া আর কিছুই দেখেন না। আপনি ছাড়া তাঁহার কাছে অন্য সবকিছু ফানা ও লয় হইয়া যায়। সেইরূপ আমাকেও আপনার মহব্বতের সাগরে ডুবাইয়া রাখুন। মা'বুদ! আমরা আপনার নূরের সাগরে ডুবিতে চাই। আপনার জামাল দেখিতে চাই।

هر گھڑی دینے کو تو تیار ہے
جونہ مانگے اس سے تو بیزار ہے

উচ্চারণ ঃ হর ঘাড় দেনেকো তু তৈয়্যার হায়

জু না মাঙ্গে উহছে তু বেজার হায়।

আপনি নূর দেখাইবার জন্য তৈয়ার আছেন। যে দেখিতে না চায় তাহার উপর আপনি বেজার আছেন। আমরাও আপনার জামাল দেখিবার জন্য একেবারে পাগল, তবে আমাদের থেকে কেন উহা লুকাইয়া রাখিয়াছেন? আলমে- আরওয়াহে যখন ছিলাম তখন আমাদিগকে নূরের জামালের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। এখন কেন লুকাইলেন, দয়া করিয়া দেখা দেন গো মাওলা!

کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو
بس نام کا وہ گل ہے جس گل میں بو نہ ہو.

উচ্চারণ ঃ কিছ কাম কা উও দিল হায়া জিছ দিল মেঁ তু না হো
বছ নাম কা উও গুল হায় জিছ গুল মেঁ বো না হো।

হে মাওলায়ে করীম! ঐ দেল কোন্ কাজে লাগে? ঐ দেল দ্বারা কি লাভ হয়? যেই দেলের মধ্যে আপনি না থাকেন। যে দেলে আপনার জেকের, আপনার ফেকের, আপনার ধ্যান, আপনার খেয়াল, আপনার দর্দ নাই সে দেলতো মরা। মরা দেল দিয়া কোন কাজ হয় না। যেই ফুলে খোশবু নাই সেই ফুলতো শুধু নামের ফুল, কামের ফুল নয়।

অতএব হে মাওলায়ে পাক! আপনি দয়া করিয়া আমাদেরে দেখা দেন। আসুন, আমাদের দেলের মধ্যে বসুন। আমাদের দেল ঠান্ডা করুন, তাজা করুন, জীবিত করুন।

آفاقها گردیده ام مهر بتان ور زیده ام
بسیار خوبان دیده ام لیکن تو چیزے دیگری

উচ্চারণ ঃ আফাকহা গরদিদাআম মেহরে বুতাঁ ওর ঝিদা আম
বেছইয়ার খোবাঁ দিদাআম লেকিন্ তু চিজে দিগারী

দুনিয়ার চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়াছি এবং বহু খুবছুরাত মাশুক আর তাঁহাদের মেহেরবাণীও দেখিয়াছি কিন্তু আপনার ন্যায় কোথাও কাউকে দেখি নাই। আপনি সেই সবের মত নন। আপনি অন্যরূপ মাশুক। আপনার তুলনা কোথাও নাই। তাই বলি, হে দয়াল মাশুক! আপনি আমাদের কবুল করুন।

عشق کی راہ میں جو ہوا اولیا اکثر شہید

خنجر تسلیم سے یا رب مجھے بھی کر شہید ۔

উচ্চারণ ঃ এস্ক কি রাহমে জু হুয়া আউলিয়া আকছার শহীদ
খঞ্জরে তাছলীম ছে ইয়া রব মুঝে ভী কর শহীদ।

আপনার অলিগণ, আপনার আশেকগণ যেইরূপ আপনার এস্কের পথে শহীদ হইয়া গিয়াছেন সেইরূপ তাছলীমের ছুরিকা দ্বারা আমাকেও শহীদ করুন। অর্থাৎ আপনার আশেকীনদের মধ্যে আমাকেও কবুল করিয়া নিন।

মাবুদ আপনার এস্কের খঞ্জরে শহীদ হইতে পারিলে মোদের জনম সার্থক হইত। কারণ –

کشتگان خنجر تسلیم را

هر زماں از غیب جان دیگرست

উচ্চারণ ঃ কোস্তেগানে খঁঞ্জরে তছলিম রা
হর যঁমা আয গাইব জানে দিগারহস্ত্

نمیرد هر کرا جانش تو باشی

خوشا جانے که جانانش تو باشی

উচ্চারণ ঃ নামিরাদ হরকেরা জানাশ তু বাশি
খোশা জানে কে জানানাশ তু বাশি।

হে মাওলায়ে করীম! আপনার মঞ্জুরীর তলওয়ারের শহীদানদের জন্য তো মুহূর্তে মুহূর্তে আপনার গুপ্ত ভান্ডার হইতে এক একটি নতুন নতুন জান আসে। অর্থাৎ যাহারা আপনার এস্কের পাগল হইয়া এই নশ্বর দুনিয়া ছাড়িয়া গিয়াছেন তাঁহারা মরেন নাই। এবং আপনার গোপন ভেদের অনুসন্ধান পাইয়া চির অমর হইয়া, আপনার মহাপ্রিয় মাহবুব হইয়া আপনার নূরের মধ্যে ডুবিয়া আপনার অপূর্ব রূপ দর্শন করিতেছেন। সেইরূপ আমিও হইতে চাই, আমিও পাইতে চাই। ওগো দয়াল মাবুদ! দয়া করিয়া আমাকেও উহার একটি অংশ দান করুন।

هر گھڑی تو دینے کو تیار ہے

جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے

উচ্চারণ ঃ হর ঘড়ি তু দেনেকো তৈয়্যার হায়
জু না মাঙ্গে উচ্ছে তু বেজার হ্যায়।

আপনি তো সর্বদাই দিতে প্রস্তুত। যে না চায় তাহার প্রতি আপনি বেজার থাকেন। আমরা তো আপনার নূর দেখিতে চাই, তবে আমাদের কেন দেখা দিবেন না মাবুদ?

اگرچہ ہے نہیں اس بارگاہ میں جائے نا پاکاں

ہنکا مت درسے اپنے اس سگ ناپاک باردار کو

উচ্চারণ ঃ আগারচে হায় নেহি ইছ বারেগাহ্ মে জায়ে নাপাকাঁ
হাঁকা মত দারছে আপনি ইছ ছাগে নাপাকে বারদার কো।

ওগো আমাদের মাওলা! যদিও আপনার ঐ আলিশান পাক-পবিত্র দরবারে নাপাকদের জন্য জায়গা নাও থাকে, তবুও এই গুনাহ্গার নাপাক কুকুরটিকে আপনার রহমতের দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিবেন না। মাবুদ গো! আপনার বান্দা আপনি তাড়াইয়া দিলে আমি আর কোথায় যাইব? আমার আর অন্য কোথাও যাইবার পথ নাই।

چوں خواهنده محروم گشت از درے

چه غم که شناسد درديگرے

উচ্চারণ ঃ চু খাহেন্দা মাহরুম গাস্ত আয দরে
চেগম কে শেনাছাদ দরে দিগারে।

হে মাওলায়ে করীম! ভিখারী যদি এক দ্বারে গিয়া ভিক্ষা না পায়, নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়, তবে তাহার কি? যদি তাহার জানা থাকে যে, অন্য দ্বারে গেলে নিশ্চয়ই ভিক্ষা পাইব। আমার তো অপর কোন দরজা নাই, অন্য আর কোন পথ নাই।

به نومیدی بگر دیدمے

ازیں راه که راه دیگر دیدمے

উচ্চারণ ঃ বা না উম্মিদ আগার দিদামে
আজিঁ রাহ কে রাহে দিগার দিদামে

খোদা গো! আপনার এই দরবার হইতে নিরাশ হইয়া ঐ সময় ফিরিয়া

যাইতে পারিতাম, যদি অন্য কোন পথ দেখিতাম।

گرفتم که راهم دریں کوئ نیست
ولے هیچ راهی دیگر روی نیست۔

উচ্চারণ ঃ গেরেপ্তাম কে রাহাম দঁরী কোয়ে নেছত।
ওলে হেছ্ রাহে দিগার রোয়ে নেছত।

মাওলা গো! আমি মানিয়া লইলাম যে, আমার মত পাপী-তাপী নাপাক গুনাহগারের স্থান আপনার পাক দরবারে নাই। কিন্তু আমার জন্য কোথাও যাইবার উপায় নাই। ওগো আমার মাওলা! ওগো আমার মাশুক! আপনার দীদার না পাইলে আমার প্রাণ কিরূপে বাঁচিবে?

تواں از کسے دل به پر داختن
که داند بے ایں راه تواں ساختن

উচ্চারণ ঃ তাওয়াঁ আয কাছে দেল বপর দাখতান,
কে দেনাদ কে বে-ই রাহ্ তাওয়াঁ ছাখতান।

ঐ ব্যক্তিকে দেলের থেকে ভুলিতে পারা যায়, যেই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া অপরের সাথে দোস্তি করা যায়।

دریغست رواز کسے تافتن
که دیگر نشاید چنوں یافتن

উচ্চারণ ঃ দরিগাছত রো আয কাছে তাফতান,
কে দিগার নাসাইয়াদ চুনুঁইয়াফতান।

যাহার মত আর পাওয়া যাইবে না, যাহাকে ছাড়িয়া থাকা যাইবে না, সে ভালবাসে বা না বাসে তার থেকে মুখ ফিরান বড়ই আফছোছ ও পরিতাপের বিষয়।

ترا بنده ازمن به افتد بسے
مراچوں تو دیگر نیفتد کسی

উচ্চারণ ঃ তোরা বান্দা আয মান বেহ্ উফতাদ বছে,
মরা চুঁ তু দিগার নায়ুফতাদ কাছে।

ওগো মাওলায়ে করীম! আপনার ত আমার চেয়ে অনেক ভাল গোলাম আছে। কিন্তু আপনার মত ভাল, আপনার মত সুন্দর মাওলা আমার জন্য কেহ নাই — لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া আর কেহ আল্লাহ নাই। অন্য কোন মাবুদ নাই, অপর কেহ মাওলা নাই, আর কেহ মাশুক নাই। তাই আপনার বিচ্ছেদ আর প্রাণে সহ্য হয় না।

মাবুদ গো! আপনার জুদাইর আগুন জাহান্নামের আগুনের চেয়েও বেশী কঠিন। দয়া করিয়া এইবার দেখা দেন গো মাওলা, আপনাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ যেন যায় না গো?

نَارُ الْفُرْقَةِ اَشَدُّ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ۔

বৃক্ষাদি তরু লতায় পাতায় পাতায় রেখা,
রেখা নয়, রেখা নয় তোমার দয়ার নামটি লেখা।
রেখা দেখে তোমায় দেখতে ইচ্ছা করে,
রেখার মত কেন দেখা দাও না আমারে?

عجب در دیست اندر دل اگر گویم زباں سوزد
اگر در دل نہاں دارم زبان واستخوان سوزد

উচ্চারণ ঃ আজব দর দেছত আন্দর দেল আগার গোইয়াম জোবা ছোজাদ
আগার দর দিল নেহাঁ দারাম জোবানো উছতোখাঁ ছোজাদ।

খোদা গো! আমার দেলে এমন আশ্চর্য এক ব্যথা আছে। যদি বলি জবান জ্বলে। গোপন যদি রাখি দেলে, জবান ও উস্তখাঁ জ্বলে। অর্থাৎ হে মাওলা, আমার দেলের মধ্যে এমন এক বিস্ময়কর ব্যথা জন্মিয়াছে যে, যদি বলি তবে মুখ পোড়ে, আর যদি না বলি তবে মুখ পোড়ে হাড্ডিও পোড়ে। সে আর অন্য কিছু নয়, উহা আপনার এশ্কের ব্যথা। দীদার দানে আমার ব্যথা ঘুচাইয়া দেন গো মাওলা, ব্যথা ঘুচাইয়া দেন।

تو طبیبم ومنت بیمارم
درد دل ازتوچه پنهاں دارم

উচ্চারণ ঃ তু তবিবাম ও মানাত বিমারাম
দরদে দিল আয তু চে পনহাঁ দারাম।

খোদা গো! আপনি আমার তবীব, চিকিৎসক। আর আমি আপনার বীমারী, রোগী। তাই আমার মনের দুঃখ আপনার কাছে না বলিয়া আর কার কাছে বলিব? আমি শুধু আপনার কাছে বলি, আপনি সময় সময় আমার কাছে আসুন। আপনাকে দেখিয়া আমার পরাণ জুড়াক।

نمی خواستم تندرستی خویش

که دیگر نیاید طبیبم به شیش

উচ্চারণ ঃ নামী খাছতাম তন্দুরুস্তিয়ে খেশ,

কে দিগার নায়অইয়াদ তাবিবাম ব - পেশ।

আমি রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে চাই না। আমি চাই আমার তবীবের দর্শন লাভ করিতে। আমার রোগ ঘুচিয়া গেলে তো আমার তবীর মাশুক আমার কাছে আর আসিবেন না। তাহাকে আর দেখিতে পাইবন না। আহা!

میل من سوئے وصال وقصد اوسوئے فراق

ترك كام خود گرفتم تابر آيد كام دوست

উচ্চারণ ঃ মাইলে মান ছোয়ে বেছালো কছদেউ ছোয়ে ফেরাক

তরকে কামে খোদ গেরেপ্তাম তা বর আইয়াদ কামে দোস্ত।

আফছুছ! আমি চাই দোস্তের মিলন, আর দোস্তের ইচ্ছা জুদাই। তাই আমার মাকছুদ আমি তরক করিলাম। দোস্তের আশাই পূর্ণ হউক। অর্থাৎ হে মাওলা! আপনি যাহাতে খুশী আমিও তাহাতে খুশী! তবে-

ذكرك للمشتاق خير شراب

وكل شراب دونه كسراب

উচ্চারণ ঃ জেকরোকা লিল মোস্তাকে খায়রো শারাবি,

ও কুল্লো শারাবিন দুনাহু কাছারাবি।

ওহে মাওলায়ে করীম! মাহবুবের নাম জেকের করা আশেকের নিকট শরাবের মত মজা। কিন্তু মাশুক বিহনে আশেকের কাছে সমস্ত শরাব যেন ছারাব অর্থাৎ মরিচিকার ন্যায়। মরুভূমিতে সূর্যের তাপে দূর থেকে ভ্রম বা মিছা পানি দেখিয়া পিপাসিত ব্যক্তি দৌড়াইলে যেইরূপ পিপাসা মিটে না, সেরূপ মাশুকের দীদার ভিন্ন কোন শরাব পানে আশেকের প্রাণ ঠান্ডা হয় না।

যাও পাখী বল তারে, সে যেন ভুলে না মোরে-

এ জনমের মত প্রাণ সপেছি তার তরে।

نخواهم خوبی دنیا نخواهم راحت عقبی

اگر خواهم تراخواهم نخواهم باغ رضوان را

উচ্চারণ ঃ নাখাহাম খুবিয়ে দুনয়া নাখাহাম রাহাতে ওকবা

আগার খাহাম তোরা খাহাম না খাহাম বাগে রেদওঁয়ারা।

দুনিয়ার খুবী চাই না মাওলা! আখেরাতের সুখ চাই না, যদি তোমাকে পাই, বেহেশতের বাগানও চাই না।

خلاف طریقت بود کاولیا

تمنا کنند از خدا اجز خدا

উচ্চারণ ঃ খেলাফে তরিকত বুয়াদ কাওলিয়া,

তামান্না কুনাদে আজ খোদা জুয খোদা।

ও খোদা! আপনার কাছে আপনার দীদার ছাড়া অন্যকিছু চাওয়া আপনার দোস্তগণের তরিকার খেলাপ হয়। অর্থাৎ আওলিয়াগণ শুধু আপনার দীদার চায় আর কিছু চায় না। অতএব আমাকেও সেইরূপ দীদার লাভের আশায় ভুলাইয়া রাখুন।

یا الہی مجھ سے مجھ کو دور کر

تاکہ دیکھوں مجھ میں تجھ کو اک نظر

উচ্চারণ ঃ ইয়া এলাহী মুঝছে মুঝকো দুর কর,

তাকে দেখুঁ মুঝমে তুঝকো এক নজর।

হে এলাহী! হে মাবুদ! আমা হইতে আমাকে দুর করুন। আমা হইতে আমাকে মিটাইয়া দেন, বিলীন করিয়া দেন; আমিত্ব লোপ করিয়া দেন। অর্থাৎ, আপনার মধ্যে আমাকে ফানা করিয়া দেন, লয় করিয়া দেন, যেন আমি আর থাকি না, আমাকে আর দেখি না, যখন আমি আর থাকিব না, আমাকে আর দেখিব না, তখন আপনার দ্বারা আমাকে এক নজর দেখিয়াই লউন। আপনি বলিয়াছেন وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا আমার সাথে মিলিয়া যাও মিলনের মত অর্থাৎ নিজেকে ভুলিয়া সমস্ত ছাড়িয়া আমার সূরে

মিলিয়া যাও। যেমন–

زلیخا از زلیخائی رمیده

از ان صورت بمعنی آرمیده

উচ্চারণ ঃ জোলায়খা আজ জোলায়খাই রমিদা,
আজাঁ ছুরত বামানি আরামিদা।

জুলায়খা নিজকে নিজে ভুলিয়া জাহেরা এস্ক ছাড়িয়া এস্কে হাক্কীক্বী বা আসল এস্কের মধ্যে গরম হইয়াছিলেন। তাই বলি মাবুদ গো! আপনি আমাদের আপন নূরের সাথে মিলিয়া থাকার তৌফিক দান করুন।

زنه کو شیدنے خود در خروشیم

بده توفیق کوشش تابکوشیم ۔

উচ্চারণ ঃ যে নাকোশিদানে খোদ দর খুরোশেম,
বেদেহে তৌফিকে কোশেশ তা বোকোশেম।

মাওলা গো! আমরা তো আপনার নূরের সাথে মিলিয়া থাকার জন্য কোশেশ না করার দরুন আপনার রহমতের নূর থেকে দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। আপনি দয়া করিয়া আমাদের তৌফিক দেন যেন আমরা সব ছাড়িয়া নিজেকে ভুলিয়া আপনার নূরের সাথে মিশিয়া যাইতে পারি।

আশেক মাশুক যখন হবে মিলনে
এ দুনিয়া ফান হবে তখনে।
সুখ শান্তি সবই হবে মিলনে,
মাশুক ছাড়া সুখ নাই জীবনে।
মাশুকের খুবী যত দেখিলাম,
হায়বাতেরও মাঠে জীবন কাটাইলাম।
আন্থুদা না হইলাম আমি জীবনে,
খোঁজে খোঁজে জীবন দিলাম তোমারে।
রসূল আমার ফরমাইয়াছেন হাদীছে,
যখন আমার সাথে মিল হয় কলবে।
জীবরাঈল ফেরেস্তা আরও নবীগণ,
তারাইতে না পারে তখন কোন জন।

আল্লাহ পাকের সাথে যখন মিলন হয়,
আছমান - জমিন সবই তখন ফানা হয়।
যত রকম আগুন আছে জগতে,
পাথর সকল না জ্বলিবে তাহাতে।
মাওলা পাকে নূর যখন ছাড়িল,
কোহেতুর জ্বলে ভস্ম হইল।
মুছা পয়গম্বর দেখে বেহুশ হয়,ঃ
বেহুশ হইয়া জমিনেতে পড়ে রয়।
বহু সময় পরে যখন চেতন হয়,
শতবারও তওবা করে হায়রে হায়!
যে পরিমাণ নূর ধরবে কলবে,
সে পরিমাণ নূর পড়বে আকাশে।
আছমান জমিন মেছমার হবে কলবের কিছু হবে না,
ঃখালি নূর থাকবে তখন আর ত কিছু থাকবে না।
ফানা ফিল্লার মাঠে মোরা যাইয়া,
রাব্বে-আরেনী বলব প্রাণ খুলিয়া।
লান তারানী বলেছেন– দেখতে পাইব না,
মোরা বলি ওগো খোদা না দেখে ত পারব না।
জীবন দেছ মাওলা তুমি জীবন নিয়ে যাও
একটি বার তবুও তুমি নূর দেখায়ে লও,
বলছেন খোদা দয়া করে, নজর কর ছিনার পরে,
ছিনা হইল কোহেতুর, তথায় দেখ তোমার নূর।
ছিনাকে বানাইতে পারলে কোহেতুর,
মুছার (আঃ) মত হইতে পারবে নূরে নূর।
সত্তর হাজার নূরের পর্দা শুনিলাম,
যখনেতে তোমার সাথে মিলিলাম।
যখন আপনার নূর আমার কলবেতে লাগিল,
সত্তর হাজার পর্দা তখন ফানা হইয়া গেল।
মিলন যখন হবে তখন মোকানতো আর থাকবে না,
লামোকানের মাঠে যাইব মোকান সেথায় পাইব না।

নূরের বাগান খুলে দিবেন নূর ছাড়া আর দেখব না।
নূর কোঠায় লুকাইব কেউতো আমায় দেখবে না।
পানির সাথে চিনি যেরূপ মিশে যায়,
মাওলার মধ্যে বান্দা সেরূপ ফানা হয়।
তুমি যখন মাওলার হও, মাওলা তখন তোমার হয়,
মাওলার সাথে মিশে গেলে নূরে নূর হইয়া যায়।
তোমার মাল, তোমার জান, তোমার অজুদ খান,
মাওলার নামে কোরবান কর সবে শত জান।
লয় করে দেছেন যিনি, বাকা বিল্লাহ হচ্ছেন তিনি,
নূরের কামরা পাইছেন তিনি, লয় হইতে পারছেন যিনি।
আল্লাহ যখন কাজী হবেন হাশরে,
মোমেনকে ডাকিয়া বলবেন তখনে।
এখন তোমরা দেখে লওগো পরান খুলিয়া,
পর্দা থাকবেনাতো তোমাদেরও লাগিয়া।
শয়নে স্বপনে আমি দেখি গো তোমাকে,
তোমাকে ছাড়িয়া আমি না থাকি কখনো।
নূরের কামরায় ছিলাম আমি,
নূর নিয়ে খেলতাম আমি লাওহে মাহফুজে,
বাবা আদম খাইলেন গন্দম শয়তান দিল ধোকা।
আছমান সকল ভেদ করিয়া, পাঠালেন এই জঙ্গলে।
পাপে না ছাড়িল আমার বাবাকে,
তিনশত বৎসর কান্দাইলেন ময়দানে।
তখন হইতে হুকুম হইল কান্দ জারে জার,
শত গুনাহ্ করে কান্দা আরাফাত মাঝার,
মোরশেদ যখন পাইলাম আমি,
প্রাণ কুলে বললাম আমি অতি সকাতরে।

মাশুক আমার কোথায় আছেন, কোথায় বসে থাকেন। অতি গোপনেতে। আমার মোর্শেদ বলেন তখন, চুপ করিয়া থাক এখন, সময় মত বলব আমি অতি গোপনেতে। আমার হুজুর বলেন পরে, নজর কর ক্বলবেতে ধ্যানের সাথে। দুনিয়ার সব ফানা কর, খালি কর ক্বলবকে, যখন

খালি ক্বলব হবে পড়িবে নূর ক্বলবেতে। ঐ নূরেতে হবে রওশন দোন জাহানে। কবর, হাশর, পোলছেরাত হবে অন্ধকার, কলব হইতে নূর ছুটে করবে পরিষ্কার।

হে মাওলা পাকের খাঁটি প্রেমিকগণ। এই প্রেমের বহিখানা লিখিবার কারণ এই যে, আমি খুব খেয়াল করিয়া, চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, দুনিয়াতে এখনও এরূপ বহু লোক আছেন, যাহারা আল্লাহকে বাস্তবিক ভয় করেন এবং আল্লাহ পাকের মহব্বতও তাঁহাদের দেলে আছে। দেল চায় যে, মাওলার প্রেমে মত্ত হইয়া জীবন কাটাই। কিন্তু কতক লোকতো দুনিয়ার নানা কাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকার দরুন খোদাওয়ান্দে করীমের ধ্যানে বসিবার জন্য অবসর পান না এবং কতক আওয়াম ভাইয়েরা এলেম না থাকার দরুন মাওলাকে নিয়া নির্জনে বসিয়া কিরূপ প্রেম আলাপন করিবেন তাহা বুঝেন না। মোর্শেদে কামেলের শিক্ষা অনুযায়ী খেয়ালের সহিত এক ঘন্টা সময় বসিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, ৬০ বৎসরের নফল বন্দেগীর ছওয়াব হয়–তাহাও তাহারা হাছেল করিতে পারে না।

অতএব আমি খাকছার এই কেতাবের প্রথম ভাগে আমাদের মাশুকে হাকীকী অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সাথে প্রেম আলাপনের বিষয় বর্ণনা করতঃ তাহার সময়, সুযোগ ও কৌশল বাতাইয়া দিয়া আমার দ্বীনি ভাই বোনদিগকে সেদিকে আহ্বান করিতেছি বা ডাকিতেছি। দোস্তগণ! আমরা দুনিয়ার কাজ কর্মগুলিও না করিয়া পারি না। তথাপিও মাশুক আমাদিগকে পয়দা করিয়া বেশুমার নেয়ামত দ্বারা পালিতেছেন। অতএব তাঁহার জেকের না করিলে আমাদের কোন উপায় নাই। কোরআন মজিদে আল্লাহ পাক আদেশ করিয়াছেন– وَلَاتَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ হে আমার বান্দা সকল, এক মুহূর্তকালের জন্যও তোমরা আমাকে ভুলিয়া থাকিও না। তিনি আরও বলিয়াছেন– وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ

মওত আসা পর্যন্ত তুমি তোমার মাবুদের এবাদত কর। এখন আমাদের উপায় কি? খুব খেয়াল করুন। অতবড় আলিশান মাবুদের হুকুম অমান্য করারও সাধ্য নাই। অতএব এই কেতাবে লিখিত আশেকে ছাদেক আওলিয়াদের কেচ্ছা পড়িয়া তাহাদের অবস্থা জানিয়া দেলকে নরম করিয়া পূর্বোল্লিখিত মতে সময় সময় দু এক ঘন্টাকাল নির্জনে শুধু মাওলার ধ্যানে

বসিবেন এবং যখন যে কোন কাজই করেন না কেন, মাহ্বুদের খেয়াল দেলের মধ্যে ভরিয়া রাখিবেন। কখনও ভুলিবেন না। তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের আওলিয়াদের মধ্যে দাখেল হইতে পারিবেন এবং উক্ত পবিত্র আয়াত দুইটির হুকুমও আপনার তামীল করা হইবে। হযরত শায়েখ সাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহে ফরমাইয়াছেন—

چوهر ساعت از توبجانیے رود دل

به تنهائی اندر صفائی نه بینی

উচ্চারণ ঃ চু হর ছায়াত আজ তু বজায়ে রওয়াদ দিল
বে তনহায়ী আন্দার ছফাই বা বিনি।

তুমি যদি আল্লাহ পাকের এবাদত-বন্দেগী, জেকের-আজকার করিতে থাক, তখন যদি তোমার দেল পলকে পলকে দুনিয়ার কোন খেয়ালের দিকে চলিয়া যায় তবে এরূপ অবস্থায় এক নির্জনে হুজরায় বসিয়া মোরাকাবা করিলে কখনও তোমার দেল ছাফ হইবে না এবং খোদা তায়ালার নূর তুমি দেখিতে পাইবে না।

وارث مال وجاهست وزرع وتجارت

چو دل باخداست خدوت نشینی

উচ্চারণ ঃ ওয়ারেছে মাল ও জাহাস্ত ও জারা ও তেজারত
চু দেল বাখোদাস্ত খালওয়াত নাশিনি।

আর যদি তোমার মাল দৌলত মর্তবা, সম্মানও থাকে এবং কৃষিকর্ম, তেজারত বাণিজ্য ও করিতে হয় এসত্ত্বেও যদি সর্বদা খোদার খেয়াল তোমার দেলে লাগা থাকে, তবে তুমি মনে করিতে পার যে, আমি মাওলাকে নিয়াই নির্জনে একা হুজুরায় বসা আছি। অর্থাৎ তুমি আল্লাহর অলি, আল্লাহর দোস্ত তোমার দেলে আল্লাহর নূর আছে। শায়ের কি উত্তম বলিয়াছেন—

نمی گویم که از دنیا جدا باش

بهر کارے که باشی باخداباش

উচ্চারণ ঃ নামি গোইঁয়াম কে আজ দুনয়া জুদা বাশ,
বহার কারে কে বাশি বাখোদা বাশ।

তোমাকে দুনিয়ার কাজকর্ম ত্যাগ করিতে বলি না, বরং বলি যে, তুমি যখন যে কাজেই থাক খোদার সাথে থাক। অর্থাৎ খোদাকে হাজের-নাজের জানিয়া তাঁহার হুকুম মত সব কাজ কর এবং মাওলাকে কখনও ভুলিও না।

چیست دنیا ازخد اغافل بودن

نے قماش ونقره فرزند وزن

উচ্চারণ ঃ চিছতে দুনিয়া আজ খোদা গাফেল বুদান,
না কামাশ ও নোকরা ও ফারজান্দ ও জন।

ভাই! যে জিনিস খোদার জেকের হইতে ভুলাইয়া রাখে, সে জিনিসকে বলে দুনিয়া। কিন্তু স্ত্রী-পুত্র, ধন-দৌলত, স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি দুনিয়া নহে। কাজেই আপনি যদি সকল কাজের ভিতর দিয়া খোদাকে সাথে রাখিতে পারেন, তাহা হইলে আপনি পাকা অলী, দুনিয়া ত্যাগী দোস্ত।

একটি জরুরী কথা

ভাই! মোমেনগণ! খবরদার, হুশিয়ার! আল্লাহ পাকের আশেকগণ যখন আল্লাহ পাকের মহব্বতের জোশে বেহুশ হইয়া বে-এখতিয়ার হইয়া অনিচ্ছায় চিৎকার দেয়, হাতে তালি দেয়, লম্ফ দেয়, গড়া-গড়ি দৌড়াদৌড়ি ইত্যাদি করে, তাহাদিগকে কেহ মন্দ বলিবে না। একথা সকলেই বুঝেন যে, পানিতে পড়িলে হাত পা নাড়া চাড়া না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না। তাই মাওলানা শায়েখ সাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন ঃ

مکن غیب درویش حیران ومست

که غرق ست ازاں می زند پاودست

উচ্চারণ ঃ মাকুন আয়বে দরবেশে হয়রান ও মস্তত,
কে গরকাস্ত আজাঁ মি জানাদ পাওদস্ত।

দরবেশ লোক যাহারা আল্লাহ পাকের মহব্বতে হয়রান পেরেশান ও উন্মত্ত উদাসীন, তাহাদেরকে কেহ আয়েব ধরিও না, মন্দ বলিও না ও তাহাদিগকে ঠাট্টাও করিও না। কেননা তাঁহারা আল্লাহ তায়ালার মহব্বতের সাগরে গরক হইয়াছেন বা ডুবিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহারা হাত পা নাড়াচাড়া করেন।

که بینی شتربر حدائیے عرب

که چویش برقص اندر ارد طرب

উচ্চারণ ঃ কে বিনি শোতার বর হেদায়ে আরব,
কে চুবাস বরকচ আন্দার আরাদ তরব।

দেখুন! আরবের উটগুলি উট চালকের গজল শুনিয়া খুশিতে মত্ত হইয়া নাচিতে নাচিতে ভারি ভারি বোঝা নিয়া খুব তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়।

شتر ا چو شور طرب در سرست

اگر آدمی را نبا شدخرست

উচ্চারণ ঃ শোতর রা চু শোরে তরব দর ছারাস্ত
আগার আদমিরা নাবাশদ খরাস্ত।

এখন খুব বুঝিয়া লউন যে, হায়ওয়ান - জানোয়ার উটের মস্তিকে যদি এস্কের খেয়াল থাকে আর গজলের খোশ আওয়াজ শুনিয়া খুশিতে মত্ত হইয়া নাচিতে পারে, আর মানুষ আশরাফুল মাকলুকত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা হইয়া যদি এস্কে এলাহীর খবর না রাখে তবে সে মানুষ উটের চেয়েও নিকৃষ্ট বরং একেবারে গাধা। অতএব হুশিয়ার ঐ আল্লাহর এস্কের পাগল অলীকে নিন্দা করিয়া নিজের বোকামী জাহের করিয়া গাধা সাজিও না ভাই। আল্লাহ পাক হাদীছে কুদ্‌সীতে বলিয়াছেন-

مَنْ عَدَالِي وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ *

যে ব্যক্তি আমার কোন অলী-আওলিয়ার সাথে শত্রুতা করে, নিশ্চয়ই আমি তাকে আমার সাথে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিতেছি। অর্থাৎ সে ব্যক্তি আমার মহাশত্রু। নাউজুবিল্লাহ। হে মোমেন ভাই, সাবধান! আল্লাহর দোস্তের প্রতি বদগুমান করিয়া তাহাদিগকে মন্দ বলিয়া আল্লাহ পাকের সাথে যুদ্ধ করিতে যাইও না। একেবারে ছারখার হইয়া যাইবা, সর্বনাশা হইবা।

একটি এস্কের কবিতা

এস্কের আগুন জ্বলে উঠে অন্তরে যাহার,
মাশুক ভিন্ন সকল পুড়ে করে ছারখার।
এস্কের আগুণ জ্বলে উঠলে টের না পায় কোন জন,
যার কুলবে লাগে উহা পুড়ে তাহার মন ও তন।
ছটফট করে পুড়ে যাহার কুল বদন,
হাস্য করে জগৎবাসী নাদান মানবগণ।
ও ভাই! চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে,
কভু আসি বিষে দংশেনি যারে?
যতদিন ভবে না হবে না হবে,
তোমার অবস্থা আমার সম
ঈষৎ হাসিবে বুঝে না বুঝিবে,
শুনে না শুনিবে যাতনা মম।

ছাহেবান! পূর্বেই বলিয়াছি, শরীয়ত ও মারেফত এক জিনিস। শরীয়ত ছাড়া মারেফত হয় না এবং মারেফত ভিন্ন শরীয়ত কামেল হয় না শায়েরে বলিয়াছেন-

علم باطن همچوں مسکه علم ظاهر همچوں شیر

کے بود بے شیر مسکه کے بود بے پیر پیر ۔

উচ্চারণ ঃ এলমে বাতেন হামচু মছকা এল্‌মে জাহের হামচুশীর
কায়বুয়াদ বে শিরে মছকা কায় বুয়াদ বে পীর পীর।

শরীয়তের এলেম দুধের মত আর মারেফতের এলেম মাখনের মত। অতএব দুধ ছাড়া মাখন তৈয়ার হয় না এবং পীর ছাড়াও পীর হওয়া যায় না। অর্থাৎ পীরের কাছে না গিয়া মারেফত না শিখিয়া শরীয়তকে পুরাপুরি আদায় করিতে পারা যায় না। এইজন্য জাহেরী শরীয়তের এলেম শিক্ষা করা ফরজ। ইহা প্রথমে আদায় করিয়া পরে বাতেনী এলেম অর্থাৎ মারেফত শিক্ষা করিবেন।

আরও বুঝিয়া লউন যে, গোলামের জন্য মাওলার হুকুম পালন করা একান্ত কর্তব্য। তাহা পালন করিলে মজুরী পায়। পালন না করিলে শাস্তি

পায়। এইভাবে আশেক মাশুকের মন যোগাইয়া চলিলে সে মাশুকের খুব পেয়ারা হইতে পারে। তদ্রুপ বান্দার জন্য মাবুদের আদেশ-নিষেধসমূহ মানিয়া চলা যে ফরজ, তাহা আদায় করিলে যে ছওয়াব পায় ও মাবুদের গোস্তা থেকে বাঁচিয়া থাকিতে পারে এবং ইহার ফল পরকালে কবর, হাশর ও দোযখের আজাব হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরম সুখময় বেহেস্তে যাইতে পারিবে। অতএব আপনি যদি মাওলার উপর আশেক হয়ে আপন মাশুক মাবুদের মন যোগাইয়া চলেন, অর্থাৎ তাহার শরীয়তের কাজগুলি সুন্দররূপে আদায় করেন, তবে আপনিও মাওলায়ে পাকের কাছে অতিশয় প্রিয় হইয়া অতি উচ্চ বা বুলন্দ মর্তবা হাছেল করিতে পারিবেন।

ফানা ফিশ্‌শায়েখের বয়ান

এখন যদি মাওলায়ে পাকের আশেকে ছাদেক অর্থাৎ খাঁটি আশেক হইতে ইচ্ছা রাখেন, তবে তাহার জন্য কামেল পীর ধরা এবং ফানাফিশ শায়েখ হওয়া একান্ত আবশ্যক। মাওলানা রুমী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি বলেন–

قال رابگزار مرد حال شو

پیش مرد کاملے پامال شو

উচ্চারণ ঃ কালরা বোগজার মরদে হাল শো
পেশে মরদে কামেলে পামাল শো।

দাবী দাওয়া ও বাজে কথা ছাড়িয়া দিয়া নিজেদের ভিতরে হাল পয়দা কর এবং নিজেকে কামেলের কাছে পায়মাল অর্থাৎ ফানা করিয়া দাও। পীরে কামেল যাহা বলিবেন, তাহাই করিবেন এবং পীর সাহেবের চালচলন দেখিয়া তাহার উপর আমল করিবেন। যথা পীর সাহেবের ন্যায় খাছ পর্দা করিবেন, মালের যাকাত দিবেন, পাঞ্জেগানা ও জুমার নামাজ রীতিমত আদায় করিবেন। তিনি এশ্‌রাক, আউয়াবীন এবং তাহাজ্জুদ ইত্যাদি পড়েন তাহা আপনিও পড়িবেন। তিনি অজুর সময় মেছওয়াক করেন, দেস্তার বাঁধিয়া নামাজ পড়েন, কল্লিদার নেছুফছাক লম্বা জামা এবং হামেশা মাথায় টুপী ব্যবহার করেন, পায়খানা প্রসাবে কুলুখ এস্তেমাল করেন ইত্যাদি আপনিও আমল করিতে থাকিবেন। নামাজের অজুতে মেছওয়াক করিলে এক রাকাতে ৭০ রাকাতের ছওয়াব পাইবেন এবং দেস্তার বাঁধিয়া নামাজ

পড়িলেও এক এক রাকাতে ৭০ রাকাতের ছওয়াব হয়।✪ ছোবহানাল্লাহ! পীর সাহেবের মত হামেশা জেকের-আজকার ও কোরআন শরীফ তেলাওয়াত প্রভৃতি নেক কাজে মশগুল থাকিবেন এবং পীর সাহেব কেবলা যখন যে আদেশ করিবেন তাহাতে কোন প্রকার কিলোকাল না করিয়া অর্থাৎ নিরাপত্তিতে তাহা করিতে তাকিবেন। হাফেজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফরমাইয়াছেন–

بمی سجاده رنگیں کن گرت پیر مغاں گوید

که سالك بے خبر نبود زراه ورسم منزلها .

উচ্চারণ ঃ বমায় ছাজ্জাদা রঙ্গীন কুন গরাত পীরে মোগাঁ গোঁইয়াদ
কে ছালেক বে খবর নাবুয়াদ জে রাহ ও রছমে মনজেলহা।

কামেল পীরের আদেশ পাইলে নাপাক শারাব দ্বারাও জায়নামাজ রঙ্গিন করিয়া তাহাতে নামাজ পড়। অর্থাৎ শরীয়তে কামেল পীর সাহেব যদি এমন কোন হুকুম দেন, যাহা প্রকাশ্যে শরীয়তের খেলাফ হয়, তবুও তুমি তাহা নিরাপত্তিতে আদায় করিবে। কেননা, তিনি রাস্তা সব তৈরী করিয়াছেন। তিনি তাহার উঁচু-নীচু অর্থাৎ– ভালমন্দ সব চিনেন, কম বুঝেন দরুণ জাহেরোভাবে যদিও তুমি উহা শরীয়তের খেলাফ দেখ কিন্তু মুলে খেলাফ নহে।

এখানে আমার একটি কেচ্ছা মনে পড়িল যে, কোন এক কামেল ওস্তাদের নিকট একজন তালেবে এলেম দেওয়ানে হাফেজ কেতাবখানা পড়িবার সময় ঐ তালেবে এলেম নেহায়েত আদবের সাথে ছুয়াল করিল যে হুজুর! পাক জায়গায় নামাজ পড়া আল্লাহর হুকুমে ফরজে আইন, আর হাফেজ বলেন– পীরের কথামত নাপাক মরাব দ্বারা জায়নামায রঙ্গিন করিয়া নামাজ পড়িতে হইবে, ইহা আমার বুঝে আসে না, দয়া করিয়া আমাকে উহার আসল মানী বুঝাইয়া দেন। তখন ওস্তাদ সাহেব তাহাকে এক হাজার টাকা দিয়া বলিলেন যে, বাবা তুমি যদি ঐ বয়াতের আসল মানী সত্যই বুঝিতে চাও, তবে এই টাকা নিয়া এই শহরের বেশ্যা পাড়ায়

টিকা ঃ হাদীস শরীফে পাগড়ীর কথা বহু জায়গায় উল্লেখ আছে। পাগড়ী দায়েমী সুন্নত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে এবং নামাযের বাহিরেও পাগড়ী পড়িতেন। তবে, পাগড়ী পড়িয়া নামায পড়িলে এক রাকআতে ৭০ রাকাতের ছওয়াব হওয়ার আকীদা নির্দিষ্ট না রাখিয়া বরং শুধুমাত্র নবী করীমের সুন্নতের এতেকাদ রাখিতে হইবে। সুন্নতের উপর আমল করাই বড় কথা ও কামিয়াবী।

গিয়া অদ্য রাত্রেই অমুক নামের বেশ্যার সহিত তোমায় জেনা করিয়া আসিতে হইবে নচেৎ আমি তোমাকে আসল মানী বুঝিবার দিব না। ইহা শুনিয়া তালেবে এলেম বয়াতের মানী বুঝিবার জন্য রাজী হইয়া বেশ্যা পাড়ায় চলিয়া গেল। যখন ওস্তাদের **শিক্ষা** দেওয়া নাম ধরিয়া ডাকিল তখন একজন দারওয়ান আসিয়া বলিল, কে তুমি? এখানে কি চাও? এ বিবির এক রাত্রে হাজার টাকা ভিজিট, তাহা দিতে পারিবে কি? তালেবে এলেম বলিল, হাঁ, আমি হাজার টাকা দিতে পারিব। তখন দারওয়ান দ্বার খুলিয়া দিল। তালেবে এলেম কামরার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, নেহায়েত খুবছুরত একজন যুবতী রমনী, অতিশয় সুন্দর বেশ, সুসজ্জিত পালঙ্গের উপরে বসিয়া করুন স্বরে বিলাপ করিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেছে। তালেবুল এলেম ইহার কারণ জানিতে চাহিল। বিবি বলিল, হায় আফছুছ! আমি অতি হতভাগিনী, আমার নছীব বুরা, আমার মত কপালপোড়া দুঃখিনী এ জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

আমার দুঃখের কথা শুনিয়া কি লাভ? আপনি যে মাকছুদে আমার কাছে আসিয়াছেন তাহা পুরা করিয়া চলিয়া যান। সাহেবান! তালেবুল এলেমটির ততটুকু ধারণা ছিল না। সে আসিয়াছিল বয়াতের মানী বুঝিবার জন্য। তাই সে বার বার জিজ্ঞাসা করায় বিবি বলিতে লাগিল যে, আমি খুব মোত্তাকী পরহেজগার একজন কুলীন মুসলমানের কন্যা। ছোটবেলা আমার বাবা আমাকে অমুক দেশের অমুকের পুত্র অমুকের নিকট বিবাহ দিয়া ইন্তেকাল করেন। আপন বলিতে আমার আর কেহ ছিল না। আর আমার স্বামীর পক্ষেও আপন বলিতে কেহই ছিল না। স্বামী ঐ ছোটবেলাই দেশান্তরিত হইয়া নিখোঁজ হইয়া রহিয়াছেন। এমতাবস্থায় কোন এক দুষ্ট লোভী ব্যক্তি আমাকে জানিয়া হাজার টাকা মুল্যে এই বেশ্যা পাড়ায় বেশ্যাপতির কাছে বিক্রয় করিয়াছে। আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া এই মহাপাপের কাজে লিপ্ত হইতে অস্বীকার করায় বেশ্যাদের সরদার আমাকে ছয় মাসের সময় দিয়া বলিয়াছেন যে, যদি তুমি এই ছয়মাসের মধ্যে আমাদের ক্রয়মুল্য হাজার টাকা ফিরাইয়া দিতে পার, তবে তুমি এ কাজ থেকে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু ছয় মাস অতীতের পর তোমার অন্য কোন ওজর-আপত্তি শুনিব না। ছয়মাস অতীতের পর দিন হইতে বেশ্যাবৃত্তি করে আমাকে রোজ হাজার টাকা দিতে হইবে। ছয়মাস গতকল্য শেষ হইয়া গিয়াছে, আজ আমার বদ নছীবের প্রথম পালা আপনার ভাগ্যে

জুটিয়াছে। তাই দারওয়ান দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। এ যাবত এ দরের দ্বার বন্ধ ছিল। এই হইল আমার দুঃখের বিবরণ। এখন খোদা ছাড়া আমার কোন উপায় নাই।

এই আশ্চর্য ঘটনা শুনিয়া তালেবুল এলেম তাহার নাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, এই বিবি তার স্ত্রী। বিবিরও একীন হইল এই তাহার স্বামী। উভয়ের মধ্যে যখন পূর্ণ বুঝ হইল, খুশীর কান্নার রোল পড়িল, শোকরানা আদায় করিয়া পীর কেবলার খেদমতে পৌছিয়া পায়ে পড়িয়া বলিতে লাগিল যে হুজুর! আমি দেওয়ানে হাফেজের বয়াতের আসল মানী বুঝিয়াছি। নিশ্চয় কামেল পীরের আদেশ মত শরাব দ্বারা জায়নামাজ রং করিয়া তাহাতে বিনা আপত্তিতে নামাজ পড়া উচিত। ইহাকেই বলে ফানাফিশ্ শায়েখ। কিন্তু ভাই মুসলমান! খুব সাবধান, কামেল পীর পাইতে বড় মুশকিল। যাহার তাহার হাতে হাত দিয়া সর্বনাশের পথে যাইবেন না। খবরদার! হযরত মাওলানা রুমী ছাহেব বলেন–

ای بسا ابلیس آدم روئے هست

پس به هر دستے نباید داد دست

উচ্চারণ ঃ আয় বছা ইবলিছ আদম রোয়ে হাস্ত
পাছ বহর দস্তে নাবাইয়াদ দাদে দস্ত।

হে ভাই! প্রত্যক নামধারী পীরের কাছেই মুরীদ হইবে না। কামেল পীর চিনিয়া লইবেন। নচেৎ ইবলিছের হাতে পড়িয়া জাহান্নামী হইয়া যাইবেন। (নাউজুবিল্লাহ)

ফানা ফির রাসূলের বয়ান

অতঃপর ফানা ফির রাসূলের দর্জা হাছেল করিতে হইবে। কেননা, আল্লাহ পাক বলিয়াছেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ✻

হে রাসূল! আপনি আমার মোমেন বান্দাদিগকে বলিয়া দেন যে, তোমরা যদি আল্লাহ প্রিয় হইতে চাও, তবে আমার রাসূলের তাবেদারী কর। অর্থাৎ আমার ছুন্নত তরীকার পুরাপুরি আমল কর, তাহা হইলে আল্লাহ পাক তোমাদিগকে মহব্বত করিবেন। অতএব, আশেকে রাসূল না

হইয়া আল্লাহর এস্ক হাছেল করা যাইবে না। শায়েখ বলেন–

اشقوں کا دل بنایا ائینہ اللہ نے

اس کو روشن کردیا عشق رسول اللہ نے

উচ্চারণ ঃ আশেকোঁকা দিল বানায়া আয়ীনা আল্লাহ্‌নে
উছকো রওশন করদিয়া এশ্‌কে রাসূলুল্লাহনে।

আল্লাহ পাকের নূর দেখিবার জন্য আশেক লোকের দেলকে আল্লাহ পাক আয়না বানাইয়াছেন। তৎপর রাসূলুল্লাহর এস্ক আসিয়া ঐ আয়নাকে রওশন করিয়া দিয়াছি। অর্থাৎ দর্পণের পিঠে রং না থাকিলে যেরূপ মুখ দেখা যায় না, সেইরূপ যে দেলে রাসূলুল্লাহর এস্ক নাই, সেই দেল দ্বারাও খোদার নূর দেখিতে পারা যাইব না। যখন দেখিবেন যে, কোন একটি সুন্নতের খেলাপ চলিতে আপনার দেলে কিছুতেই স্বীকার করে না, বরং শত কষ্টে হইলেও একটি ছুন্নত আদায়ের জন্য দেল পাগল হইয়া যায় তখন মনে করিবেন, আমার ফানা ফির রাসূলের দর্জা হাসেল হইয়াছে।

ফানাফিল্লার বয়ান

ফানাফির রাসূলের দরজা হাছেল হইলে পরে ফানাফিল্লাহর দর্জা হাছেল করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ফানাফিল্লাহর অর্থ আল্লাহ পাকের নূরের মধ্যে গরক হইয়া বা ডুবিয়া যাওয়া এবং নিজেকে ভুলিয়া যাওয়া।

এই মর্তবা পাইতে হইলে প্রথমে আল্লাহ পাকের মর্জির সাথে নিজের মর্জিকে মিলাইয়া দিতে হইবে। আল্লাহ পাকের তরফ হইতে সুখ-দুঃখ, নেয়ামত-মছীবত, যখন আসে তখন তাহাতে সমভাবে খোশ থাকতে হইবে। শায়েখ সাদী রহমাতুল্লাহি আলাইতে বলিয়াছেন–

نہ تلخ ست سبونیے کہ برباد اوست

کہ تلخی شکر باشد از دست دوست

উচ্চারণ ঃ না তলখাস্ত ছবুয়ে কেহ বরইয়াদে উস্ত
কে তলখে শকর বাশদ আজ দাস্তে দোস্ত।

মাহবুবের খেয়ালে থাকার দরুণ যত তাকলীফ, যত দুঃখ ভোগ করিতে হয় তাহাতে কোন কষ্ট মালুম হয় না, বরং দোস্তের হাত থেকে করুয়া বা তিক্ত বস্তু পাইলেও উহা অতি মিষ্ট বলিয়া মনে হয়। তাই বলি

ফানাফিল্লাহর দর্জা হাছেল করিতে হইলে সর্বদা আল্লাহ পাকের কাজে রাজী থাকতে হইবে। আর সকল সময় তাঁহার খেয়ালে, তাঁহার ধ্যানে লাগিয়া থাকিত্ত হইবে। যেদিকে চাহিবে, যাহা কিছু দেখিবে তাহাতে আল্লাহ পাকের কুদরাতের খেয়াল করিবে। তাহার কৌশলের দিকে লক্ষ্য করিবে। তাহা হইলে আল্লাহ পাক আপনার উপর খোশ হইয়া নিজ রহমতে আপনাকে ডাকিয়া নিয়া নূর দান করিবেন এবং আপন নূরের মধ্যে লয় করিয়া দিবেন। লোকে দেখিবে যে, আপনি একজন সাধারণ লোক, কিন্তু মাওলায়ে পাকের নিকট আপনি যে কতদূর ঘনিষ্ট, পেয়ারা ও আদরণীয় হইয়াছেন, তাহা বয়ান করা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে। আল্লাহ বলেন, যে বান্দা আমাকে পাইবার জন্য কোশেশ করে–

اَلَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِ يَنَّهُمْ سُبُلَنَا ـ

নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে আমাকে পাইবার রাস্তা বাতাইয়া দেই অতএব মাওলায়ে পাক যখন আপনাকে ডাকিয়া লইবেন, তখন আপনি যেদিকেই তাকান, আল্লাহ পাকের কুদরাতী চেহারা দেখিবেন। আল্লাহ পাক কোরআন মজিদের মধ্যে ফরমাইয়াছেন–

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ـ

হে আমার বান্দা তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহর চেহারা অর্থাৎ আমি সর্বদা সর্বস্থানে বিরাজ করিতেছি। তোমরা ইয়াকীনের চক্ষু দ্বারা যখন যেদিকে তাকাইবে সেদিকেই তখন আমার কুদরাতী চেহারা দেখিতে পাইবে। দোস্তগণ! যখন আপনি আল্লাহ পাকের নূরে জামাল দেখিতে পাইবেন তখন খুশীতে বাগবাগ হইয়া যাইবেন, আনন্দে ভরিয়া যাইবেন। কিন্তু সে মজার কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে পারিবেন না। শায়েখ ছাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহে বলিয়াছেন–

کسے را دریں بزم ساغر دهند

کہ دروی بیهوشیش دز دهند

উচ্চারণ ঃ কাছেরা দরি বজমে ছাগর দেহান্দ,
কে দারওয়ায় বেহুশে দর দেহান্দ।

আল্লাহ তা,য়ালা মেহেরবানী করিয়া যে বান্দাকে তাঁহার মা'রেফতের শরাব দান করেন, তাহাকে উহার সাথে বেহুশীর দরদ দিয়া দেন। অর্থাৎ

যে কোন নেকবক্ত লোক খোদা পাকের কিছু মা'রেফতের নূর হাছেল করিতে পারেন, দুনিয়ার থেকে বেখবর হইয়া আপন-পর ভুলিয়া গিয়া সদা সর্বদা খোদা পাকের ধ্যানে মগ্ন থাকেন, কিন্তু উঁহার ভেদ কাহারও কাছে কিছুই বলিতে পারেন না। এইজন্যই মাওলানা রূমী রহমাতুল্লাহি আলাইহে বলিয়াছেন–

عشق آں شعله ست کوچوں بر فروخت

هرچه جز معشوقؔ باقی جمله سوخت

উচ্চারণ ঃ এস্ক আঁ শোলাস্ত কোচুঁ বর ফরুখত,

হরচে জুয মাশুক বাকী জুমলা ছোখত।

এস্কের আগুন এমন ভয়ানক আগুন যে, যখন উহা জ্বলিয়া উঠে, তখন মা'শুক ছাড়া অপর সবকিছু জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যায়। অর্থাৎ যাহার দেলে আল্লাহ তা'য়ালার এস্ক পয়দা হয় তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান না। যেদিকে নজর করেন সেদিকেই দেখেন আপন মা'শুক মাওলাকে।

هوفنازات میں که تونه رهے

تری هستی کی رنگ وبونه رهے

উচ্চারণ ঃ হো ফানা জ.ত মে কে তু নারাহে,

তেরি হাছতি কি রং ও বু নারাহে।

মাওলার জাতের মধ্যে এরূপ লয় হইয়া যাও যেন তুমি না থাক এবং তোমার অজুদের রং ও বাস-গন্ধ যেন না থাকে।

تو درو گم شو وصال اینست وبس

گم شدن گم کن کمال ایں ست وبس

উচ্চারণ ঃ তু দরু গোম শো বেছাল ইঁনাস্ত ও বস্,

গোম শোদান.গোম কুন কামাল ইঁনাস্তা ও বস্।

তুমি মাওলার ভিতরে লোপ হইয়া যাও। বাস্থ ইহাকেই বলে ফানা ফিল্লাহ, ইহাতেই হয় দীদারে আল্লাহ। কিন্তু এরূপ খেয়াল রাখিও না যে, আমি আল্লাহ পাকের নূরের মধ্যে ফানা হইতে পারিয়াছি।। ইহাকেই বলে কামেল ফানা অর্থাৎ আসল ফানা ফিল্লাহ।

ফানা ফিল্লাহ্ একটি উদাহরণ

দোস্তগণ! ফানাফিল্লাহর অর্থ আপনারা হয়তো কতেকে পূরাপুরি বুঝেন নাই। তাই আমি একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছি। শুনুন, যাহারা কামারের দোকানে দা, কাচি বানাইতে গিয়াছেন, তাহারা দেখিয়াছেন; যাহারা না দেখিয়াছেন তাহারাও যাইয়া দেখিবেন। লৌহকার যখন কোদ্দা, কুঠার, দা, ছুরি ইত্যাদি যন্ত্রপাতি তৈয়ার করার নিমিত্ত লৌহ আগুনে দিয়া তাপ দিতে থাকে, তখন অগ্নির তাপে লোহাটি গরম হইতে হইতে আগুনের ন্যায় লাল অগ্নি যেরূপ পোড়াইবার কাজ করে লোহাটিও ঠিক তখন পোঁড়াইবার কাজ করে। অর্থাৎ লোহাটি তখন রূপে ও গুণে আগুনের মত হইয়া যায়। তদ্রূপ, মানুষ যখন অগ্নি ও লৌহ বরং ছারেজাহানের সৃষ্টিকর্তা খোদা তা'আলার কুদরতী জামালের মোরাকাবা বা খেয়াল করিতে করিতে তাঁহার এস্কের মধ্যে গরক হইয়া যায়, তখন আল্লহ পাকের জালালিয়াতের গরমীও মানুষকে পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া লয় করিয়া দেয়, কিন্তু জাহেরা লোক তাহা টের পায় না; এতটুকু ফরক মাত্র।

হোছায়েন এবনে মানছুর হাল্লাজের কেচ্ছা

মানছুর হাল্লাজ যখন আল্লাহ পাকের এস্কের জোশে দেওয়ানা হইতেন, তখন তিনি এই শের পড়িতেন–

من توشدم تومن شدی من تن شدم توجاں شدی

بعد ازاں کسے نگوید که من دیگرم تو دیگری

উচ্চারণ ঃ মানতু শোদাম তু মান শুদী মনতন শোদাম তুজাঁ সুদী,

বাদ আজাঁ কাছে না গোইয়াদ কে মান দিগারাম তুজাঁ তু দিগরী।

ওগো আমার মা'শুক মাওলা! আপনি আপন কুদরাতী নজরে আমার দিকে চাহিয়া দেখুন। আমি এখন আমি নাই। আমি আপনি হইয়াছি আর আপনি আমি হইয়াছেন। আমি হইয়াছি তন্, আপনি হইয়াছেন জান। আমি শরীর আপনি প্রাণ। এরপর আর কেহ বলিতে পারে না যে, আমি একজন আপনি আর একজন। বরং আমি ও আপনি এক হইয়া গিয়াছি, অর্থাৎ আমি আপনার জামালের খুশীর মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছি, আমার অজুদ ফানা হইয়া গিয়াছে এবং আমার রূহ আপনার নূরের সাথে মিশিয়া

গিয়াছে। আমার আমিও যখন লয় হইয়া গিয়াছে, তখন আমি আর কোথায় আছি? আমি নাই। আপনিই ছিলেন, আপনিই আছেন, আপনিই থাকিবেন। আপনিতো আপনি, আমিও আপনি। আমি বলিতে আর কিছুই নাই।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -

আপনিই প্রথম, আপনিই শেষ, আপিনিই প্রকাশ্য, আপনিই গোপন এবং আপনিই সকলের খবর জানেন। মনছুর হাল্লাজ এরূপ আল্লাহ পাকের মোরাকাবা করিতে করিতে আল্লাহর নূরের মধ্যে গরক হইয়া হঠাৎ একদিন বলিতে লাগিলেন اَنَا الْحَقُّ (আনাল হক;) "আমি খোদা"। যে যতই তাহাকে নিষেধ করিল, ঈমান যাওয়ার ও কাফের হওয়ার ভয় দেখাইল; কিন্তু কিছুতেই বিরত হইলেন না ও ঐ কথা থেকে আর ফিরিলেন না। সদা বলিতেই রহিলেন আনাল হক (আমি খোদা)।

ছাহেবান! দোস্তের গালিও মজা লাগে। তাই মানছুরের খোদায়ী দাবীর কথা শুনিয়া আল্লাহ পাক গোস্বা হন নাই বরং খোশ হইয়াছেন। যেমন শায়ের বলিয়াছেন–

گفت فرعونے انا الحق گشت پست

گفت منصورے انا الحق گشت هست

উচ্চারণঃ- গোফতে ফেরাউনে আনাল হক গাস্তে পস্ত,
গোফতে মনছুরে আনাল হক গাস্তে হাস্ত।

মরদুদ ফেরাউন আল্লাহ পাকের শত্রু; সে বড়াই করিয়া "আনাল হক" বলার কারণে খোদার গজবে পড়িয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং মানছুর হাল্লাজ আল্লাহ পাকের আশেক মাওলার মহব্বতের জোশে 'আনাল হক' বলিয়া খোদার নূরের সাথে মিশিয়া চির অমর হইয়া রহিয়াছেন।

این انا گفت ازخودی آزد شد

واں انا گفت باخودی برباد شد

উচ্চারণঃ- ই আনা গোফত আজ খুদী আজাদ শোদ
ওআঁ আনা গোফত বাখুদী বরবাদ শোদ।

মানছুর হাল্লাজ নিজেকে ভুলিয়া আনাল হক বলিয়াছেন, তাই তিনি মুক্ত হইয়াছেন এবং ফেরাউন আপন গৌরবে খোদায়ী দাবী করিয়া বরবাদ হইয়া চিরতরে জাহান্নামী হইয়াছে।

আস্তে আস্তে মানছুর হাল্লাজের আনাল হক বলার সংবাদ বাদশাহের কানে পৌঁছিল। বাদশাহ খুব এনসাফগার, দ্বীনদার ও পরহেজগার আলেম ছিলেন। তিনি মানছুর হাল্লাজকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, মানছুর! তুমি আনাল হক বলা ত্যাগ কর, নচেৎ শরীয়তের হুকুম মতে তোমাকে শুলে দিতে হইবে। মানছুর কোনই জওয়াব দিলেন না এবং আনাল হক বলাও ত্যাগ করিলেন না। তাই বাধ্য হইয়া বাদশাহ তাহাকে প্রথম কয়েদখানায় বন্দী করিলেন। একদিন বাদশাহ মানছুরের হাল জানিবার জন্য বন্দীখানা গিয়া দেখিলেন, মানছুর সেখানে নাই। অথচ তাহার হাত পায়ের বেড়ী মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে এবং জেলখানার দরওয়াজাও ঠিকমত বন্ধ আছে। মানছুরের কোন খোঁজ নাই। বাদশাহ তাজ্জুব হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং পরদিন পুনঃ তালাশে গিয়া দেখিলেন, মানছুর ঠিকভাবে বসা আছেন। তাঁহার হাতে-পায়ে বেড়ীও আছে, মুখে কেবল আনাল হক বাহির হইতেছে। বাদশাহ আজও ফিরিয়া আসিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, মানছুর বাস্তবিকই খোদার পাগল হইবেন নচেৎ এরূপ দেখি কেন? তৎপর তৃতীয় দিন গিয়া দেখেন তথায় কোন কয়েদখানা বা কয়েদী কিছুই নাই, আছে মস্ত বড় নদী, কেবল পানি থৈ থৈ করিতেছে। বাদশাহ অবাক ও ভীত হইয়া অগত্যা বাড়ী ফিরিলেন এবং একীন করিলেন, মানছুর সত্য সত্যই খোদার পাগল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে নাজানি তাঁহার সাথে কোন বেয়াদবী হইয়াছে, তাই আমার এরূপ সর্বনাশ হইতেছে।

চতুর্থ দিন গিয়া দেখেন সবই ঠিক আছে। কোথায় সে নদী, আর তার পানি। যেই রকম জেলখানা সেই রকমই আছে। মানছুরও বসিয়া বসিয়া আনাল হক বলিতেছেন। বাদশাহ খুব চিন্তায় পড়িলেন। মানছুর যে আল্লাহর খাছ অলী ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জাহেরা শরীয়তের হুকুম জারী না করিয়াও কোন উপায় নাই। মানছুর বাদশাহকে চিন্তিত দেখিয়া বলিলেন, হে খলীফাতুল মুসলিমীন! আমাকে এখন শুলে দেন, তাহলে মাওলায়ে পাকের সাথে আমি বিনা পর্দায় মিলিতে পারিব। মাশুকের জুদাই আর সহ্য হয় না। বাদশাহ বলিলে, হে মানছুর! তোমাকে শুলে দেওয়ার জন্য যে ফতুয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ১০১ জন আলেমের দস্তখতের

দরকার। একশত ওলামার দস্তখত লওয়া হইয়াছে, এখন একটি মাত্র দস্তখত বাকী আছে। আলেম হিসেবে সেই দস্তখতটি তুমি দিলেই ১০১ দস্তখত পুরা হয়। এরপর তোমাকে শুলে দিতে পারি। ইহা শুনিয়া মানছুর তৎক্ষণাৎ ফতুয়াতে দস্তখত করিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, শরীয়ত অমান্য করিলে কোন মারেফত কাম চলিবে না। হাশরের দিন হুজুরে পোর-নূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শাফায়াত পাওয়া যাইবে না। অতএব খবরদার ভাই মুসলমান, বেদয়াত– বেশরীয়তী পীরের কাছে মুরীদ হইয়া জাহান্নামে যাইও না। মানছুর শরীয়তে হুকুম মান্য করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আনাল হক বলা ত্যাগ করেন নাই।

ছাহেবান! এই কথার অর্থ বুঝা বড়ই মুশকিল। ইহা কামেল পীরের ছোহবত ছাড়া বুঝিতে পারা যায় না।

قال رابگزار مرد حال شو

پیش مرد کاملے پامال شو

উচ্চারণ ঃ কাল রা বোগজার মরদে হাল শো,
পেশে মরদে কামেলে পামাল শো।

বাদ-প্রতিবাদ ছাড়িয়া দাও, নিজের মধ্যে হাল পয়দা কর এবং কামেল পীরের কাছে নিজেকে ফানা করিয়া দাও। বাদশাহ মানছুর হাল্লাজকে শুলে দেওয়ার তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এই সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই ভীষণ কান্ড দেখিবার জন্য চতুর্দিক হইতে হাজার হাজার লোক আসিয়া জমা হইল। বাদশাহ মানছুরকে গোপনে জিজ্ঞাস করিলেন, মানছুর! আমি একদিন জেলখানায় গিয়া দেখি তোমার পায়ের বেড়ী জমিনে পড়িয়া রহিয়াছে, তুমি সেখানে নাই। দ্বিতীয় দিন গিয়া তোমাকে ঠিকভাবেই সেখানে পাইলাম। তৃতীয় দিন গিয়া কিছুই পাইলাম না, সব সমুদ্রময় দেখিলাম এবং চতুর্থ দিন গিয়া দেখিলাম সমস্তই ঠিক আছে। ইহার ভেদ এই যে, প্রথম দিন আল্লাহ পাক আমাকে ডাকিয়াছিলেন, তাঁহার দীদারের জন্য মাশুকের ডাকে সাড়া দিয়া দীদার লাভ করিতে গিয়াছিলাম। যখন রোখছত দিয়াছেন তখন আপনি আমাকে দেখিতে পাইয়াছেন এবং তৃতীয় দিন মাওলায়ে করিম নিজেই আমাকে দেখিতে এসেছিলেন, তাই তাঁহার নূরের মধ্যে সব ফানা হইয়া গিয়াছিল। যখন তিনি বিদায় দিয়াছেন তখন সব কিছু ঠিকভাবে পাইয়াছেন। কেননা,

মাখলুক খালেকের সাথে মিলিলে ফানা হইয়া যায় এবং খালেক মাখরুকের মধ্যে আসিলেও মাখলুক লয় হইয়া যায়। কাজেই আপনি ঐরূপ দেখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া বাদশাহ খুব আফছোছের সাথে বলিলেন, হে মানছুর! তোমার হালত ত আমি বুঝি তবুও আল্লাহ পাকের জাহেরা শরীয়তের হুকুম জারী না করিয়া পারি না। আমাকে তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করিও।

شریعت رامقدم دار اکنوں

معرفت از شریعت نیست بروں

উচ্চারণ ঃ শরীয়ত রা মোকাদ্দমা দারে আকনু
মারেফত আজ শরীয়ত নেস্ত বেরুঁ।

শরীয়তের হুকুম এখন আগে কবুল করিয়া লও। তারপর মারেফতের রাস্তা অতিক্রম করিতে থাক। মারেফত শরীয়ত ছাড়া নহে। তুমি মাওলার এস্কে যতই পাগল হও না কেন, শরীয়ত ঠিক না রাখিলে মাওলায়ে পাক তোমার কোন এবাদত কবুল করিবেন না। অনেকে এই ধোকায় আছেন– পীর ধরিয়া কি করিব, শরীয়তকে পুরা করিতে পারিব না। কেতাবে লিখিত আছে এই খেয়ালও শয়তানের ধোকা। পীরে কামেলের মুরীদ হও, রীতিমত ছবক আদায় কর। বোলাইতে বোলাইতে মাওলা পাকের দয়া হইবে, পীরের দোয়া লাগিবে ও শরীয়তকে পূর্ণ করিয়া কবরে যাইতে পারিবে।

হযরত মঈনউদ্দীন চিশ্‌তি রহমাতুল্লাহি আলাইহে অজদের হালতে অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া যাইতেন। কোন সময় আঘাত পাইলে তাহার শরীর মোবারক হইতে যে রক্ত বাহির হইত, তাহা জমিনে পড়া মাত্র কলেমায়ে তৈয়েবার নক্সা হইয়া যাইত, এমতাবস্থায়ও তিনি আপন মুরিদগনকে বলিয়া রাখিতেন যে, মসজিদে আজান হওয়া মাত্র আমার মাথায় জোরপূর্বক বেশী পরিমাণ পানি ঢালিয়া আমাকে হুশ করাইবে, যেন তাকবীর অর্থাৎ প্রথম তাকবীর পাইয়া জামাতের সাথে নামাজ পড়িতে পারি। নচেৎ হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কেয়ামতের দিন আমি মঈনউদ্দীনকে শাফায়াত করিবেন না। দোস্তগণ! এখন বুঝিয়া দেখুন, শরীয়ত ছাড়া মারেফত কেন হারাম হইবে।

শেষ ফল মানছুর হাল্লাজকে শুলদন্ডে চড়াইয়া বিনাশ করা হইল। কিন্তু তিনি আহ্‌-উহ্‌ কিছুই করিলেন না। তিনি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ পাকের

কুদরাতী খুবীর মোরাকাবা করিতে করিতে এন্তেকাল করিলেন। "ইন্না লিল্লাহে অইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাহার শরীর হইতে রক্ত বহিতে আরম্ভ হইল, প্রত্যেক ফোটা রক্ত জমিনে পড়ামাত্র আনাল হক বলিতে লাগিল এবং শরীরের প্রত্যেকটি পশম হইতেও আনাল হক, আনাল হক শব্দ বহির্গত হইতে শুরু হইয়া এক ভীষণ আশ্চর্যকান্ড সৃষ্টি করিয়া দিল। ইহা দেখিয়া সকলেই অবাক। বাদশাহ প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন এবং বলিলেন, হায় আফছোছ! শেরেক ঘুচাইবার জন্য যতই চেষ্টা করিলাম সব ব্যর্থ হইল, শেরেক ঘুচিল না। তারপর মানছুরকে আগুনে পোড়াইয়া ছাই-ভস্মগুলো নদীতে ফেলামাত্র নদীর পানি উথলিয়া দেশ ও গ্রাম সব ডুবিয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। তখন বাদশাহ নদীর কিনারায় গিয়া বলিলেন, হে মানছুর হাল্লাজ! আমরা যদি খোদা তায়ালার শরীয়ত অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকি তবে তুমি শরীয়ত মানিয়া চুপ করিয়া থাক। তখন নদীর পানি থামিয়া গেল। কথিত আছে যে, মানছুরকে শূলে দেওয়ার পূর্বে তাঁহার শরীরের চামড়া খসাইবার জন্য কসাইকে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তাহা শুনিয়া মানছুর নিজেই দুই হাত দিয়া পায়ের দিক হইতে একটানে চামড়াটি শরীর থেকে বাহির করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই নাও তোমাদের চামড়া। সোবহানাল্লাহ! অলি আল্লাহ্দের কি ক্ষমতা। তারপর চতুর্দিক থেকে লোকদিগকে তাহার গায়ে ঢিল ছুড়িতে বলা হইল। লোকে পাথর-কুচা মারিলে তাহার শরীর থেকে রক্ত জমিনে পড়িয়া আনাল হক নক্সা হইয়া যাইত। তিনি কাহাকেও কিছু বলিতেন না এবং আহ্-উহ্ কিছুই করিতেন না। একদিন এক বুজুর্গ লোক শরীয়তের হুকুম পালনার্থে তাহার দিকে দূর থেকে একমুঠ বালু ছুড়িয়াছিলেন, তাহাতে মানছুর মস্তবড় একটি চিৎকার মারিলেন। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় জওয়াব দিলেন যে, সকল লোকে আমার গায়ে ঢিলা মারে আমাকে না চিনিয়া আর না বুঝিয়া, আর তিনি আমাকে মারিলেন চিনিয়া, জানিয়া-শুনিয়া, সেই দুঃখে আমি চিৎকার দিয়াছি।

মানছুরের চামড়াহীন শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়ার কারণে তাঁহাকে কোন লোকের কাছে যাইতে দিত না। অতঃপর তাঁহাকে শূলে দেওয়া হয়।

ভাই মোমেনগণ! এই কেচ্ছার মধ্যে অনেক ভেদ আছে। প্রথম বুঝিয়া লউন যে, মানুষ আল্লাহ্ পাকের প্রেমে মত্ত হইয়া কতদূর পৌঁছিতে পারে

এবং কত সবর ও কত কিছু ত্যাগ করিতে পারে। দেখুন, মানছুর এতবড় বুজুর্গ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার শরীয়তের হুকুম জারী করিতেই হইল। তাই, খেয়াল করুন যে, এ জগতে কত লোক মারা যায়, কে তাহাদের নাম বলে। ছাদী বলেন–

بس نامور بزیر زمیں دفن کرده اند

کز هستیش بروی نشا نے نماند

উচ্চারণ ঃ বছ নামোয়ার বজীরে জমিন দাফন করদান্দ
কাজ হাস্তিয়শ বরওয়ায় নেশানো নামান্দ।

বহু প্রসিদ্ধ ও মাশহুর লোককে এই জমিনের নীচে দাফন করা হইয়াছে, কিন্তু তাহারা যে এই দুনিয়াতে ছিল, জমিনের বুকে এমন কোনও চিহ্ন নাই। কবি বলেন–

প্রতিদিন এ সংসারে কত জন্মে মরে
সে সবার প্রতি বল কেবা লক্ষ্য করে?
শত মুখ হতে এক জ্ঞানী পুত্র ভাল,
লক্ষ তারা আছে কিন্তু এক চাঁদের আলো।

তাই আল্লাহ পাকের আশেক আওলিয়াগণ যাহারা চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম দুনিয়াতে মশহুর। তাঁহারা মরিয়াও অমর। আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন– وَاللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

যাহারা আল্লাহ্ পাকের উপর পূর্ণ ঈমান আনিয়াছেন, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্ই তাদের দোস্ত ও মদদগার। অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, যাহারা আমার প্রতি পুরাপুরিভাবে ঈমান ও ইয়াকীন রাখিবেন, আমি তাঁহাদের দোস্ত। দুনিয়াতে কিম্বা আখেরাতে তাহাদের কোন চিন্তা ভাবনা নাই। কারণ আমি দুনিয়াতে কোন সময় তাহাদের কোন কাজে বেইজ্জত হইতে দিব না। আখেরাতে তো তাহাদের ইজ্জতের সীমাই থাকিবে না। ভাই মোমেনগণ! উহার প্রমাণ কিছু দুনিয়াতেই দেখিয়া লউন যে, দুনিয়ার বাদশাহ ও আউলিয়াগণের এন্তেকালের পর লোকেরা কাহাদের বেশী সম্মান করে এবং কাহাদের কবর জিয়ারত করিয়া ছওয়াব হাছেল করিতে লোক দেশ-দেশান্তরে গমন করে। দিল্লী তো কত লোকেই যায় কিন্তু বাদশাহের কবর জিয়ারত করিবার নিয়তে কে যায়? সবাই যায় হযরত নেজামুদ্দীন

আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহে, হযরত আলাউদ্দিন ছাবের রহমাতুল্লাহি আলাইহের মত আউলিয়ায়ে কেরামদের কবর শরীফ জিয়ারতের নিয়তে। তাহাদের নেকের হদ্দ নাই, তবুও তাহাদের আমলনামায় আরো বেশী নেকী পৌঁছাইবার জন্য লোক তাহাদের জিয়ারতের জন্য যায়। কিন্তু বাদশাহদের নেকীর খুব অভাব, তবুও তাহাদের জন্য নেকী পৌঁছাইবার নিয়তে দুরদেশ থেকে কেহ যায় না। যায় শুধু তাহাদের বালাখানা ও রং মহলের এমারত ও অট্টালিকা দেখিতে। আবার দেখুন, কোন সাধারণ গরীব ঈমানদার লোক এন্তেকাল করিলে লোকে বলেন, আল্লাহ পাক তাহাকে বেহেস্ত নছীব করুন। লোকটি খুব ভাল দ্বীনদার ছিলেন। কিন্তু খোদা ও রাসূলের শত্রু কোন বেঈমান লোক মরিলে কে তাহাকে ঐরূপ দোয়া করে। বরং লোকে বলে যে, একটি আপদ দূর হইয়াছে। কোন ঈমানদার লোক এন্তেকাল করিলে কমপক্ষে তিনজন মোমেন মুসলমান যদি তাহাকে নেককার, ঈমানদার বলিয়া সাক্ষ্য দেয় তবে হাদীসের কেতাবে লেখা আছে যে, আল্লাহ পাক ঐ তিনজন মোমেনকে ঝুটা বানাইয়া মৃত ব্যক্তিকে কবরে আজাব দিবেন না। আওলিয়াদের সাথে আল্লাহ পাক তাহাকে ইল্লীনে স্থান দিবেন। ছিজ্জিনে নিবেন না। ভাই মোমেনগণ! আশেক মাশুক হইল প্রেমের খেলা। মাশুক আশেককে যাহা করিতে বলিবেন, শতকষ্ট হইলেও তাহার দীদার লাভের জন্য হাজার হাজার তাকলীফের কাজও সে সমাধা করিবে। আমার দাবী এই যে, মাশুক আশেককে ফরমায়েশ দিবেন কেন? যিনি আশেক হইবেন তিনি পথ প্রদর্শক পীর-ওস্তাদের কাছে খোঁজ লইলেই জানিতে পারিবেন যে, তাহার মাশুক তাহার কাছে কি কি পাইতে চান এবং কি জিনিসে তিনি আপন আশেকের উপর রাজী ও খুশী থাকেন। ঐ অনুসারে কাজ করিলেই মাশুক আশেকের দিকে নজর করিবেন এবং দয়া করিয়া বলিতে থাকিবেন যে, আমি আসিতেছি। মাওলানা রুমী ছাহেব লিখিয়াছেন—

عاشق بہوائے دوست بیہوش بود

واز یاد محب خویش مدھوش بود

উচ্চারণ ঃ আশেক বাহওয়ায়ে দোস্ত বেহুশ বুদ,
ওয়াজ ইয়াদে মোহেব্বে খেশ মদহুশ বুদ

আশেক ব্যক্তি মাশুকের গায়ের বাতাস পাইলেও বেহুশ বেকারার হইয়া যায়। আর মাশুকের কথা যদি কেহ আলোচনা করে তবে উহা শুনামাত্র বে-

এখতেয়ারী দেওয়ানা হইয়া যায়। মুছা আলাইহেচ্ছালাম যখন কোহে তুরে গেলেন, মাবুদ যখন তাঁহার সাথে কথা বলিতে লাগিলেন তখন তাহা শুনিয়া মুছা আলাইহেচ্ছালাম বলিলেন—

رَبِّ اَرِنِیْ اَنْظُرْ اِلَیْكَ ওগো আমরা পরওয়ারদেগার!

আপনি আমাকে দেখা দেন, আমি আপনাকে মন পুরাইয়া দেখিয়া লই। তখন আল্লাহ পাক জওয়াবে বলিলেন— لَنْ تَرَانِیْ মুছা তুমি কখনও আমাকে দেখিতে পাইবে না। وَلٰكِنْ اُنْظُرْ اِلَی الْجَبَلِ বরং তুমি তুর পাহাড়ের দিকে চাহিয়া দেখ, আমি।

فَلَمَّا تَجَلّٰی رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰی صَعِقًا ـ

তৎপর যখন আল্লাহ পাক ৭০ হাজার নূরের পর্দার আড়াল হইতে সামান্য কিছু নূর তুর পাহাড়ের উপর ছাড়িয়া দিলেন, তখন ঐ পাহাড় আল্লাহ পাকের নূরের তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া খান খান হইয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল। মুছা আলাইহেচ্ছালামও ইহা দেখিয়া বেহুশ বেকারার হইয়া জমিনে পড়িয়া গেলেন এবং ঐ বেহুশ অবস্থায় মাবুদের সাথে এমন এক মজার দীদার লাভ করিলেন যাহা মানুষের পক্ষে অসাধ্য।

হযরত গঙ্গহী (রহঃ)—এর একটি হালত

আশেক মাশুকের মধ্যে কি প্রকার ফানা হয় তাহার একটি ঘটনা শুনুন। ১৩৬৪ সনে আমি একবার রংপুরে দাওয়াতে গিয়াছিলাম। সেখানে দেওয়ানা বেশে একজন লোক জঙ্গল থেকে বাহির হইয়া আমার সাথে সাক্ষাত করিতে আসিলেন। আমি তাঁহার নূরানী চেহারা দেখিয়া অবাক হইয়া তাঁহার দিক চাহিয়া রহিলাম। দেখি যে, তাঁহার সর্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে আল্লাহ পাকের জেকের বাহির হইতেছে। আমি তাহার পূর্ণ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি বহুদিন যাবৎ জঙ্গলেই থাকি। আমার নাম আহমদ হোছাইন। আমি দেওবন্দ মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদীস পাশ করিয়া গঙ্গুহী শরীফে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহের (যাহার সনদসহ ৬০ হাজার হাদীস এবং ৪০ হাজার বে-সনদ মোট এক লক্ষ হাদীস হেফজ ছিল।) খেদমতে গিয়া মুরীদ হইয়া বহুদিন যাবৎ তাহার ছোহবতেই রহিলাম। আমি শুধু তাঁহার

অজুর পানি যোগাইবার কাজে নিযুক্ত ছিলাম। এক রাত্রে অজুর পানি আনিয়া দিয়া কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি অজু করিয়া হুজরা শরীফে দাখেল হইয়া নামাজে দাঁড়াইয়া গেলেন। আমি একটি ছুরাখ দিয়া চাহিয়া তাহার অবস্থায় দেখিতে রহিলাম। দেখি যে, তিনি দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিতে শুরু করা মাত্র আছমান থেকে একটি নূরের বাতি আসিয়া এমনভাবে হুজরাখানা আলোকিত করিল যে, সামান্য বালু পর্যন্ত দেখা যাইতেছিল। নামায শেষ করিয়া মাবুদের সাথে এমনভাবে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, যেন কোন মাশুকের সম্মুখে বসিয়া তিনি প্রাণ খুলিয়া তাহার সাথে প্রেম আলাপ করিতেছেন। তিনি অতি সুমধুর সুরে নিম্নলিখিত বয়াত তিনটি পড়িয়াছিলেন—

بیے هجا بانه درآ از در کاشا نه ما

که کسیے نیست بجز درد تودر خانه ما

উচ্চারণ ঃ বে হেজাবানা দরা আয দরে কাশানায়ে মা,
কে কাছে নেস্ত বুজুজ দরদে তু দর খানায়ে মা।

ওগো আমার মাশুক। আপনি বেপর্দা হইয়া আমার এই বাসার মধ্যে আসুন। আমার ঘরের মধ্যে আপনার জুদাইর দুঃখ ছাড়া অন্য কোন দুঃখ নাই।

گریبانی برسر تربت ویرانه ما

بینی از خون جگر پرشده پیمانه ما

উচ্চারণ ঃ গর বিয়াই বর ছারে তোরবাতে বিরানায়ে মা,
বিনি আয খুনে জিগার পোর শোদা পায়মানায়ে মা।

ওগো আমার মাওলা! ওগো আমার মাশুক! ইন্তেকালের পর আপনি যদি দয়া করিয়া ঐ জনশূন্য জঙ্গলে আমার কবর দেখিতে আসেন, তবে দেখিবেন, আপনার বিচ্ছেদে আমার কলিজা ফাটিয়া কবরটি কলিজার রক্তে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

فتنه انگیز مشو از کاکل مشکیں مکشا

تاب زنجیر ندارد دل دیوانه ما

উচ্চারণ ঃ ফেতনা আঙ্গিজ মাশো, আজ কাকোলে মোশ্‌কীমোকেশা
তাবে জিঞ্জীর নাদারাদ দিলে দিওয়ানায়ে মা।

হে আমার মাশুক! আপনার মেস্ক মাথার চুলগুলি কাকই দ্বারা না আচড়াইয়া এলোমেলো রাখিয়া আমাকে মছীবতে ফেলিবেন না। আমার পাগল মনটি শিকল দ্বারা বাঁধিয়া রাখার শক্তি নাই। অতএব আপনি আমাকে সব সময় সুসজ্জিত বেশে দেখা দিবেন। তাহলে আমার পাগল দেলটি শান্ত থাকিবে। আপনি এক সময় আমাকে খুব সুন্দর বেশে দেখা দেন, তাহাতে আমার মন খুশীতে ভরিয়া যায়। আবার এক সময় হাজার কান্নাকাটি করিয়াও দেখাপাইনা।

دیدار می نمانی وپرهیز میکنی

آتش ما نمانی وبارار خودتیز میکنی

উচ্চারণ ঃ দীদার মি নোমাই ও পরহেজ মী কুনী,
আতেশে মা নোমায়ী ও বাজারে খোদ তেজ মিকুনী!

হে আমার মাহবুব! আপনি যে সময় দেখা দিয়া পরে গোপন হইয়া থাকেন, ইহাতে আপনার খুবীর বাজার ও আমাদের এস্কের আগুন বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই قَبْضٌ (কবজ) ও بَسْطٌ (বাছত)-এর খেলা আর কত কাল খেলিবেন। অর্থাৎ একবার নূর দেখাইবেন আবার গোপন করিবেন এরূপ আর কতকাল খেলিবেন। এখন দয়া করিয়া খোলাবাবে সব সময়ের জন্য দেখা দেন। আমার দেলের মধ্যে আপনার এস্ক ছাড়া অন্য কোন কিছুরই স্থান নাই, তবে আপনার আসিতে বাধা কি? সাহেবান! আমার পীর সাহেব কেবলা প্রায়ই বলিতেন—

انبیا رابود دائم ایں دوحال

হযরত পয়গাম্বর আলাইহিস্সালামদেরও ওই দুই প্রকার হাল ছিল। হযরত গঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহে ঐ তিনটি বয়াত পড়িতে পড়িতে ফানা হইয়া গেলেন। জনশূন্য হুজরা শরীফ শুধু আলোকপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কতেক সময় পরে দেখিতে পাইতেছি যে, তাঁহার শরীর মোবারকের ৩৬০ (তিনশত ষাটটি) জোড়া সব পৃথক পৃথকভাবে হুজরা ঘরের মধ্যেই ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সমস্ত শরীর মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া হাত-পায়ের প্রত্যেকটি জোড়া হইতে আল্লাহু জেকের বাহির হইতেছে। ইহা দেখিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। বেহুশ হইয়া মাটিতে পড়িয়া রহিলাম। পরে কি হইয়াছে, তাহা আমি বলিতে

পারি না। অনেকক্ষণ পর ফজরের আজান শুনিয়া আমার হুশ হইল। অজু করিয়া মসজিদে গিয়া দেখিলাম হুজুর নিজেই ইমাম হইয়া নামাজ পড়াইতেছেন। ইহা দেখিয়া আমি আরো অবাক হইয়া রহিলাম। আপনি সেই কান্দানের মুরীদ, তাই, আপনার আগমন সংবাদ শুনিয়া জঙ্গল থেকে আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।

হায় হায়! আফছোছ, ভাই মুসলমান! আমরা কেমন মানুষ? আমরা কি করিতে দুনিয়াতে আসিলাম? আমরা তো খোদা পাকের কাছে কাঁদিয়া কবরের আজাবটুকুও মাফ করাইয়া লইতে পারি কিনা তাহাও সন্দেহ! আর তাহারা খাটিতে খাটিতে দুনিয়াতেই আল্লাহ পাকের সাথে মিলিয়া গিয়াছেন। হে আল্লাহ! আপনি মেহেরবানী করিয়া ঐ দাদা পীর কুতুবে আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহের কলবের ফয়েজ সমস্ত মুসলমানদিগকে দান করুন। খাছ করিয়া যাহারা তরীকার ছবক মশ্ক করিতেছেন, তাহাদিগকে ঐ ফয়েজ এনায়েত করুন। আমিন!

ভাই মোমেনগণ! তিনি যে ঐ জামানার কুতুবে আলম ছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

হযরত গঙ্গুহী (রহঃ)-এর একটি কারামত

মোমেন মুসলমান আশেক ছাহেবগণ! আমার দাদা পীর হযরত গঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহের একটি কারামতের বয়ান শুনুন। তাজকেরাতুর রশীদিয়া নামক কেতাবে লিখা আছে– হযরত শায়খোল হেন্দ ছানী, দেওবন্দ মাদ্রাসার মোহতামেম মাওলানা আহ্‌মদ হোছায়েন ছাহেব, যিনি মদীনা শরীফে বার বৎসর হাদীস শরীফ পড়াইয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, আমি হজ্জের পরে মক্কা শরীফ হইতে জেদ্দা আসিয়া ষ্টীমারে উঠিলাম। ষ্টীমার ছাড়িয়া সাগরের মধ্যে পৌছিল। বেলা ১১টার সময় সাগরের মধ্যে ভয়ানক তুফান শুরু হইয়া গেল। তখন কান্নাকাটির এমন রোল পড়িয়া গেল, আমার মনে হয় যেন কেয়ামত উপস্থিত হইয়াছে। আমি এক ব্যক্তির থেকে দশটি টাকা করজে হাছানা বা ধার নিয়াছিলাম। বাঁচিবার আর আশা নাই, তাই বহু চেষ্টার পরও তাহার নিকট ঐ টাকার দাবী ছাড়াইবার জন্য যাইতে পারিলাম না। সে কারণেও খুব চিন্তিত আছি। কেননা জানা সত্ত্বেও যদি কেহ মাত্র তিন পয়সা পরিমাণ দেনাও অবহেলা করিয়া আজ

দুনিয়াতে আদায় না করে তবে কাল কেয়ামতে সেজন্য পাওনাদারকে ৭০ রাকাত নামাজের ছওয়াব দিতে হইবে। যদি নামাজের ছওয়াব দিতে না পারে তবে পাওনাদার থেকে ঐ পরিমাণ গুনাহ নিতে হইবে। (নাউজুবিল্লাহ)! অতএব, আমি বহু চেষ্টা করিয়াও আমার পাওনাদারের কাছে যাইয়া দাবী ছাড়াইতে পারিলাম না। মাগরিবের বাদে কাপ্তান সাহেব বলিলেন, হাজী সাহেবান! আপনারা সকলে খালেছ দেলে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করুন। মাবুদের কি ইচ্ছা জানি না, ষ্টীমার লাইন ছাড়া অন্য দিকে ২০০ শত মাইল সরিয়া গিয়াছে। এখন জাহাজ কোথায় যাইতেছে আমি জানি না।

এই কথা শুনামাত্র সকলের মধ্যে আবার নুতন ধরনের হায়রাত, পেরেশানী ও রোনাজারী শুরু হইয়া গেল। কেহ কেহ খুরমা, সুরমা ও রুমাল ইত্যাদি মক্কা শরীফ হইতে যে যাহা আনিয়াছিলেন তাহা সব সামনে রাখিয়া বলিতে লাগিলেন, ওগো আমার মাওলা! আমাদের প্রাণের টুকরা ছেলেমেয়ে আপনার নাবালেগ বেগুনাহ্ বান্দাগণের জন্যই আমরা এইসব আনিয়াছি, তাহাদের উছিলায় আমরা গুনাহ্গার বান্দাদিগকে এই মহাসংকট হইতে বাঁচাইয়া রাখুন। এইরূপ কান্নাকাটি করিতে করিতে রাত্র ১টা বাজিয়া গেল। (হযরত মাওলানা ছাহেব বলেন) আমার চোখে একটু তন্দ্রা আসিল। ঐ তন্দ্রার মধ্যে দেখিতে পাইলাম যে, কুতুবে আলম হযরত গঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহে একখানা ছোট নৌকার উপর বসিয়া আমাদের ষ্টীমারখানা কাঁদের সঙ্গে লাগাইয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। আমার তন্দ্রা ভাংগিয়া গেল। হাজী সাহেবদিগকে এই খাবের কথা জানাইয়া বলিয়া দিলাম যে, আপনারা হায়রাত করিবেন না। আমাদের বাঁচাইবার জন্যই আল্লাহ্ পাক মেহেরবানী করিয়া তাহার কুতুব পাঠাইয়া দিয়াছেন। এখন আর আমাদের চিন্তা নাই। এখনই জাহাজ ঠিক পথে আসিবে। আল্লাহ পাকের অসীম রহমতে তখনই তুফান বন্ধ হইয়া গেল এবং ষ্টীমার আপন গতিতে চলিতে লাগিল। প্রাতে কাপ্তান সাহেব বলিলেন, হে হাজী সাহেবগণ! আমাদের বড়ই খোশ নসীব! আপনাদের নেক দোয়ায় আল্লাহ পাক মেহেরবাণী করতঃ তিনদিনের রাস্তা এ রাত্রেই পার করিয়া দিয়াছেন। এখন ষ্টীমার ঠিক পথেই চলিতেছে। ছোবহানাল্লাহ! ভাই ছাহেবগণ! এখন লক্ষ্য করুণ যে, মাওলার খাঁটি আশেক হইতে পারিলে তিনি আপন আশেককে কতদূর মর্তবা ও কি পরিমাণ ক্ষমতা দান করিয়া থাকেন।

আরও লক্ষ্য করুন যে, দুনিয়াতে যাহাকে এত শক্তি দান করিয়াছেন, আখেরাতে যে তাঁহাকে কত শক্তি, কত মর্তবা দিবেন তাহার কোন সীমা থাকিবে না।

হে মোমেন ভাই-বোন সকল! আহকামুল হাকেমীন, রাব্বুল আলামীন আমাদের এমন মাশুক যে, তিনি ছাড়া আমাদের আর কিছুই নাই। অতএব হায়াত থাকিতে খাঁটি দেলে তাহার উপর আশেক হইয়া দেখুন-আপনার কোন কিছুরই অভাব থাকিবে না। না চাহিতে কত কিছু যে দিয়াছেন, তাহার অন্ত নাই। আরও যাহা আবশ্যক তাহা তিনিই বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। আপনি শুধু তাঁহার হুকুমের গোলাম হইয়া যান।

تو هم گردن ناز حکم داور مپیچ

کہ گردن نہ پیچد زحکم تو هیچ

উচ্চারণ ঃ তু হাম গরদান আয হুকমে দাওয়ার ম পেচ,
কে গরদান না পিচাদ যে হুকমে তু হেচ।

তুমি যদি মাওলার হুকুম হইতে ঘাড় না ফিরাও, তবে তোমার হুকুম হইতে কেহ ছের ফিরাইবে না।

হযরত গঙ্গুহী (রহঃ)-এর আরেকটি কারামত

হযরত গঙ্গুহী রহমাতুল্লাহি আলাইহে মোরাকাবার হালাতে সমস্ত দুনিয়াটি এক নজরে দেখিতে পারিতেন। তাজকেরাতুর রাশিদিয়া কেতাবে লেখা আছে, দুনিয়া ৫ শত বৎসরের রাস্তা, তাহার সম্মুখে একখানি পান্দানের ন্যায় ছোট মালুম হইত (ছোবহানাল্লাহ)।

একদিন তিনি আপন বৈঠকখানায় বসিয়া খাছ লোকদিগকে ওয়াজ নছীহত শুনাইতেছেন। এমতাবস্থায় একজন বৃদ্ধলোক আসিয়া বলিল হুজুর! আমার ছেলে আজ তিন দিন যাবত কোথায় গিয়া লুকাইয়াছে জানি না। বহু খোঁজ করিয়াও তাহার কোন সন্ধান পাইতেছি না। হুজুর! মেহেরবানী করিয়া আল্লাহ পাকের কাছে খাছ দোয়া করতঃ আমার ছেলেটিকে হাজির করিয়া দেন। এই বলিয়া বৃদ্ধ কাঁদিতে লাগিল। কুতুবে আলম ছাহেব বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিয়া মোরাকাবায় চলিয়া গেলেন। কিছু সময়ের মধ্যে তিনি মাথা উঠাইয়া বলিলেন, বুড়ো! এখন তুমি বাড়ী যাও, তোমার ছেলে বাড়ী

আসিয়াছে।। তখন বুড়ো খুব খুশী হইয়া বাড়ীর দিকে দৌড় দিল। গিয়া দেখে ছেলে তাহার বাড়ীর দরজায় বেহুশ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। অনেক যত্নের ফলে খোদার রহমতে ছেলের হুশ হইল। খানা-পিনার বাদে তাহার বাবা জিজ্ঞাসা করিল, বাবা! তুমি কোথায় গিয়াছিলা? কাহার সাথে গিয়াছিলা এবং কে তোমাকে পুনঃ বাড়ী নিয়া আসিলেন, শান্ত মনে বল। ছেলেটি বলিল, বাবাজান! আমি রাত্রে মসজিদে এশার নামাজ পড়িয়া বাহির হওয়া মাত্র একটি জ্বীন আমাকে ধরিয়া নিয়া একটি সাগরের দ্বীপচরে ফেলিয়া দেয়। সেখানে গাছপালা কিছুই নাই, রৌদ্রের তাপে অস্থির হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি করিতেছি। কোথাও একটুকুও ছায়া নাই, পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, নেমকের জন্য পানি পান করিবার কোনই সাধ্য নাই, এইরূপে তিনদিন কাটিয়া যায়! আমি জীবনের আশা ত্যাগ করতঃ বসিয়া কাঁদিতেছি। বেলা দশটার সময় হঠাৎ কুতুবে আলম গঙ্গুহী রহমাতুল্লাহি আলাইহে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলেন যে, হে ছেলে! তুমি এখানে কেন আসিয়াছ? তোমার জন্য তোমার মা বাপ হয়রান পেরেশান হইয়া কাঁদিয়া অস্থির। তুমি আমার সাথে চল, আমি তোমাকে বাড়ী দিয়া আসি। এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিলেন। তারপর কি হইয়াছে তাহা আমি জানি না।

ভাই মোমেনগণ! খুব খেয়াল করুন, যেখানের লোক সেখানে বসিয়া মোরাকাবা দ্বারা দুনিয়ায় পাঁচশত বৎসরের রাস্তা ঘুরিয়া দ্বীপ চর থেকে ছেলেকে পলকের মধ্যে বাড়ী পৌছাইয়া চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, বুড়ো! তুমি যাও, তোমার ছেলে বাড়ী আসিয়াছে। (ছোবহানাল্লাহ!) কি আজব ব্যাপার! আল্লাহ পাক ছোবহানাহু তায়ালা মানুষকে কি অপূর্ব শক্তি দান করিয়াছেন।

হে আশেকে খোদা মোমেন ভাই-বোন সকল! আপনারাও আসল মাশুক ঐ আল্লাহ পাকের জন্য খাঁটিভাবে পাগল হইয়া যান। নিজের জীবনকে তাঁহার জন্য কোরবান করিয়া দেন, দেখিবেন তিনি আপনাদিগকে বেনসীব করিবেন না।

چاهنے والا خدا کا هو تو ایسا هو

کر دیا قربان بیٹے کو خلیل الله نے

উচ্চারণ ঃ চাহনেওয়ালা খোদাকা হো তু এয়ছা হো,
কর দিয়া কোরবাঁ বেটে কো খলীলুল্লাহনে।

ওগো মোমেন ভাই-বোন সকল! খোদাকে পাইতে চাওয়ার লোক আপনি হইয়া যান। যেইরূপ হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ আলা নাবিয়্যেনা ওয়া আলাইহেচ্ছালাম খোদার প্রেমে মত্ত হইয়া প্রাণাধিক একমাত্র প্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে কোরবানী করিয়াছেন। আপনি যদি সেইরূপ আপনার সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু আল্লাহর নামে কোরবানী করিতে ও বিলাইয়া দিতে পারেন, তবে আল্লাহ্ পাক পরওয়ারদেগারে আলম আপনাকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর মত তাঁহার খালেছ দোস্ত বলিয়া কবুল করিয়া লইবেন, কোন সন্দেহ নাই।

ایں مگومارا بداں شاہ بارنیست

باکریما کار ھا دشوار نیست

উচ্চারণ ঃ ইমগো মা রা বঁদা শাহ্ বার নেস্ত,
বাকারীমাঁ কারেহা দোশওয়ার নেস্ত।

তুমি একথা বলিও না যে, খোদা পাকের দরবারে কবুলিয়্যাতের দরজা হাছেল করার আমার কোন ক্ষমতা নাই। কেননা, খোদাওয়ান্দে করীমের কাছে কোন কাজ মুস্কিল নহে। তোমার কাজ হুকুম পালন করা, তাহা তুমি করিতে থাক, তাহা হইলে সময়মত তিনিই তোমাকে ডাকিয়া লইবেন। অর্থাৎ- হে ভাই মুসলমান! পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মাশুক চায় গহনাপত্র, অলঙ্কারাদি। আশেক তাহা সংগ্রহ করিয়া দিলেই মাশুক আশেকের প্রতি খোশা হইয়া তাহাকে ডাকিয়া নিয়া তাহার সাথে প্রেম আলাপ করেন। অতএব আসল মাশুক মাওলায়ে পাকের গহনাপত্র হইল জাহেরী শরীয়ত। তাহা যদি আপনি পুরাপুরি আদায় করিতে পারেন, তবে মারেফত কেন হাছেল হইবে না। এই জন্যই শায়ের বলিয়াছেন-

شریعت را مقدم دار اکنوں

معرفت ازشر یعت نیست بیروں

উচ্চারণ ঃ শরীয়তরা মোকাদ্দম দারে আকনূঁ
মারেফত আয শরীয়ত নিস্তে বেরুঁ।

শরীয়ত-মারেফত একই জিনিস। কিন্তু আগে শরীয়ত পালন না করিয়া মারেফত হাছেল করা যাইবে না।

অর্থাৎ মাশুকের সুন্দর সুন্দর লেবাছ-পোশাক ও জেওর-অলঙ্কার প্রথমে আপনি যোগাড় করিয়া দিন, পরে দেখিবেন মাশুক নিজেই অতিশয় আনন্দ ও উৎফুল্লের সহিত আসিয়া আপনার সঙ্গে মিলিবেন। আপনার আর তাঁহাকে খোঁজ করিতে হইবে না।

হে আশেকগণ! দেখুন, মাশুক চান শুধু জিন্নত, উহা ভিন্ন মাশুক কখনও আপনার সাথে মিলিবে না।

ইহার প্রমাণ এহইয়াউ উলুমদ্দীন এবং তরীকায়ে চেশ্ত আহলে বেহেস্ত নামক কেতাবে সুন্দর করিয়া লিখিয়াছেন, পড়িয়া দেখুন। হযরত মাওলানা কারামত আলী মরহুম ছাহেব যাদুত্ তাকওয়া নামক কেতাবের মধ্যে হযরত ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহের) কওল বয়ান করিয়াছেন যে-

مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ تَصَوَّفَ
وَلَمْ يَتَفَقَّهْ تَزَنْدَقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ ۔

অর্থাৎ ইমাম মালেক বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ফকীহ্ হইল অর্থাৎ জাহেরা শরীয়তের এলেম শিখিয়া মৌলভী-মাওলানা হইল কিন্তু এলমে মারেফত শিক্ষা করিল না, তবে নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি ফাছেক, গুনাহ্গার। আর যে ব্যক্তি বাতেনী এলেম অর্থাৎ শুধু মারেফত শিখিল, কিন্তু শরীয়ত শিখিল না তবে সে ব্যক্তি কাফের হইল (নাউযুবিল্লাহ)। যে ব্যক্তি উভয় এলেম হাছেল করিলেন তবে নিশ্চয়ই তিনি মোহাক্কেক কামেল ও পূর্ণ ঈমানদার।

মোমেন ভাই বোন সকল! একটি ঘটনা শুনুন বরিশাল জেলার দক্ষিণে আমতলী থানায় আমার মস্তবড় একটি ওয়াজের মাহ্ফেল ছিল। সেখানে গিয়া একদল লোক দেখিলাম - তাহাদের কাপড়-জামা, পিরহান, টুপী সবই হলুদ বর্ণের। হলদে পাখীর মত তাহারা লাফ-ফাল দিয়া জেকের করে। তাহাদের পীরও হলুদ মাকা। পীর মুরীদ সকলেই নেশার জিনিস হুক্কা-বিড়ি পান করে, চান্দে চান্দে ওরশ করে, আর ঢোল বাজায়, সারেন্দা বাজায় ও কর্তাল বেহালা বাজাইয়া জেকের করে। তাহারা যখন আমার কাছে আসিল তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, ভাই! আপনারাও মুসলমান, আমিও মুসলমান, আপনারাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত, আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উম্মত। আপনারা আমার একটু কথা শুনুন- কেয়ামতের দিন মস্ত

বড় সঙ্কটের দিন। সেদিন হাজার হাজার মানুষের মাথার তালু ফাটিয়া মগজ গলিয়া পড়িতে থাকিবে, জিহ্বা, নাভি পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িবে, চক্ষু তাড়াইয়া থাকিবে, জমিন তামার হইবে, সূর্য একহাত উঁচু মাথার উপর থাকিবে। মানুষের কোন হুশ জ্ঞান থাকিবে না। পিছন থেকে আগুনের ধুয়া আসিয়া নাকে ঢুকিয়া মাথার মগজ গলাইয়া নাক দিয়া বাহির করিবে। তামার জমিন, পিছনে অগ্নিকুন্ড, ইহা দেখিয়া মানুষ শুধু হায় হায় করিতে থাকিবে। সেই মহাবিপদের সময় হক্কানী পীর ছাহেবগণ আপন মুরীদগণকে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছাইয়া দিবেন। এবং হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে হাউজে কাউছারের পানি পান করাইবেন, তখন তাহাদের সব মছীবত ঠান্ডা হইয়া যাইবে। আর সেই মহাবিপদের কান্ডারী পীর যদি বেদয়াতী হয়, তবে হোহকান ছোহকান, দূর হও দূর হও, বলিয়া তাড়াইয়া দিবেন। বলুনতো দেখি, তখন সেই পীরেরই বা উপায় কি? আর মুরীদগণেরই বা উপায় কি? হুজুরে পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيْلُهَا إِلَى النَّارِ

আমি যেই কাজ করি নাই বা করিতে আদেশও দেই নাই, এইরূপ কাজগুলিকে নেকের কাজ বা এবাদতের কাজ মনে করিয়া করাকেই বেদায়াতে দ্বালালাহ্ বলে। এইরূপ কাজগুলি যাহারা করে তাহারা বেহেস্তে যাইবার সোজা পথ ছাড়িয়া দোযখের পথে চলিতেছে।

যথা– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা জামা পছন্দ করিয়াছেন, তাহার পরিবর্তে হলুদ বর্ণের যোগী-সন্ন্যাসীদের ন্যায় লেবাছ পরিধান করা, ধুম পান করা যাহা ফেকার কেতাবে মাকরূহে তাহরীমা বলিয়া লিখিয়াছেন। ভাই, মানুষের পেট হইল নাপাক ময়লা থাকিবার স্থান এবং ছিনা বা বক্ষ হইল আল্লাহ পাকের কুদরতী বৈঠকখানা। অতএব যে স্থানে আল্লাহ পাকের পাক নূর থাকিবে, সেই পাক পবিত্র স্থানটিকে হুক্কা বিড়ির ধুয়া পৌঁছাইয়া নাপাক ময়লা থাকিবার স্থান করা কোন মানুষের কাজ নহে। দেখুন, পাকের ঘর ধুয়ায় কালো হয়, তাহা মাসে অন্ততঃ দুই তিনবার ছাফ করা হয় এবং হুক্কার নলটিকেও দিনের মধ্যে দুই তিনবার লোহার কাঁটা পুড়িয়া উহা দ্বারা পরিষ্কার না করিলে আর তামাক খাওয়া যায় না। তবে বলুন দেখি, হুক্কা-বিড়ি পানকারী জীবনে একদিনও লোহার

কাঁটা পুড়িয়া ছিনার মধ্যে ভরিয়া উহা ছাপ করে নাই। অতএব তাহা কি পরিমাণ ময়লা ও নাপাক হইয়া আছে?

যদি মানুষ হন তবে ভাবিয়া দেখুন যে, মুসলমানের ছিনা থাকবে পাক পবিত্র। সেই ছিনায় যদি নাপাক ও অনাচার ভরা থাকে তবে সে ছিনায় আল্লাহ পাকের মারেফতের নূর কিরূপে থাকিতে পারে? তাই অবাক লাগে যে, হুক্কা-বিড়ি পান করা সত্ত্বেও সে পীর হয়, আবার সেই পীরের কাছে যদি মানুষ মুরীদ হয়, তবে তাহারা কেমন মানুষ? আফছুছ। শত আফছুছ এমন মানুষের বুদ্ধির উপরে। ঢোল-নাকারা বাজান শরীয়তেও হারাম, মারেফতেও হারাম। তাহা বাজাইয়া খোদাকে পাইবার আশা করে এমন বেকুফ, নাদান আর কোথায় আছে? যে পীরকে সমাজে কোন আলেম ওলামার মজলিসে নিতে পারা যায় না, শুধু সে ঘরের কোণে বসিয়া থাকে, হে মানুষ! এমন পীরকে তোমরা হাশরের দিন কিরূপে দাঁড় করাইবে? আমি বলি, এর চেয়ে তোমাদের উচিত মেয়েলোকদের নিকট মুরীদ হওয়া, তাহাদের সব সময় পাইতে পারিবে। দেখ ভাই! তোমাদের ঐ পীরগণকে আমার মোকাবেলা আনিয়া আমার থেকে বুঝ নেও অথবা আমাকে বুঝ দাও, যদি তাহারা আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারে, তবে আমি তাহাদিগকে (পাঁচশত) টাকা পুরস্কার দিব এবং তওবা করিয়া তাদের কাছে মুরীদ হইব। বেদয়াতী পীরের হলদী মাখা মুরীদগণ ইহার কোনই জবাব দিতে পারল না এমন পীর মুরীদির উপর) অথবা, তোমাদের পীরকে ঢোল-নাকারা নিয়া আমাদের ইসলামের কেন্দ্র মক্কা শরীফ যেখানে শরীয়ত ও মারেফত পূর্ণভাবে আছে সেখানে চল এবং ঢোল নাকারা বাজাইয়া জেকের করিয়া দেখিবা সেখান থেকে ফিরিয়া আসতে পার কিনা? যদি তোমাদের গর্দান মারা না যায়, আর যদি ফিরিয়া আসিতে পার তবে আমিও তোমাদের সাথে মুরীদ হইব। এ কথারও কোন উত্তর নাই। সবাই নীরব। আফছুছ! হাজার হাজার মুর্খ মুসলমান লোক এইরূপ কাফের হইয়া যাইতেছে, কেহ সেদিকে লক্ষ্যও করিতেছে না। আমি দেশের সাহেব-সরদারগণকে অনুরোধ জানাইতেছি যে, আপনারা হক্কানী আলেমদিগের সঙ্গী হইয়া অনুগ্রহপূর্বক এইসব বেদয়াতী ও গোমরাহ পীরদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া মুর্খ মুসলমানদের ঈমান বাঁচাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করুন, নচেৎ আপনারাও কেয়ামতের দিন মহাদায়ে ঠেকিয়া যাইবেন। খবরদার! খবরদার!

ওগো আশেকে ছাদেক মোমেন ভাই-বোন সকল! শুনুন, রোজ হাশরে যখন আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করিবেন যে, হে আমার বান্দা সকল! আমি যে তোমাদের মধ্যে এস্ক মহব্বত দান করিয়াছিলাম তাহা তোমরা কোথায় খরচ করিয়াছ, কাহাকে দান করিয়াছ, বল? তখন সকলেই চুপচাপ থাকিবে, কোনই উত্তর দিবে না। তখন আহকামুল হাকেমীন, রাব্বুল আলামীন নিজেই উত্তর দিবেন যে, তোমরা কেহ আমাকে ছাড়িয়া তোমাদের বেটা-বেটিকে মায়া করিয়াছিলা, কেহ স্ত্রীর প্রেমে মজিয়াছিলা, কেহ টাকা-পয়সার লোভে পড়িয়াছিলা এবং কেহ তো ধন-দৌলত, জায়গা-জমি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজের প্রতি আশেক হইয়া আমার হুকুম নামাজ পড়িবার সময় পাও নাই, রোজা রাখিবার শক্তি ও নাই, জেকের করিবার অবসরও পাও নাই।

অর্থাৎ- নেকের কোন কাজ করিতে পার নাই। এখন তোমরা দুনিয়াতে যে যাহাকে ভালবাসিয়াছিলা তাহাকে নিয়া জাহান্নামের আজাব ভোগ করিতে হইবে এবং তোমরা তোমাদের সেই প্রিয় ও মহব্বতের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ! তাহারা তোমাদের আজাবের অংশ গ্রহণ করিতে রাজী আছে কিনা। নিশ্চয়ই জানিয়া রাখ, তাহারা কেহই তোমার আজাবের অংশ গ্রহণ করিতে রাজী হইবে না। সকলেই তখন বলিবে ইয়া নাফ্ছী, ও খোদা! আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। তখন আল্লাহ বলিবেন-

اَلَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّ لَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ
الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا -

ঐ লোক সকল যাহারা দ্বীন ইসলামকে হাসি-ঠাট্টা ও খেলা-তামাসার বস্তু মনে করিয়াছে এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী হায়াত তাহাদিগকে ধোকায় ফেলিয়াছে এবং তাহারা এই দিনের মোলাকাত করাকে ভুলিয়া গিয়াছে। অতএব, আমিও আজ এই কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে ভুলিয়া গেলাম। যেইরূপ তোমরা তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎ করাকে ভুলিয়াছিলা অর্থাৎ যাহারা আমার মনোনীত দ্বীন ইসলামের হুকুম আহকামগুলিকে খেলা তামাসার বস্তু মনে করতঃ তাহা নিয়া হাসি-ঠাট্টা, হাসি গল্প ও বিদ্রুপ করে যেমন গোলটুপি, লম্বা জামা, জেকরে জলী, অজদ হাল ইত্যাদির শেকায়েত করে। কেহ বলে গোলটুপি ও লম্বা জামার মধ্যে শয়তান থাকে এবং বিদ্রুপ

করিয়া লম্বা কলিদার জামাকে ৪৪ -এর বন্দ ঘর বলে, ইত্যাদি। জানিয়া রাখ, তাহাদিগকে দুনিয়ার ক্ষণকাল হায়াতের অস্থায়ী সুখ-শান্তির ধোকার মধ্যে ফেলে রাখিয়াছে। হে দুনিয়াদারগণ! যাও তোমরা যেমন দুনিয়ার সুখ-শান্তি পাইয়া আখেরাতে আমার সাথে দেখা হইবার কথাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলা, আমিও সেইরূপ তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদিগকে ভুলিয়া গেলাম। অর্থাৎ- আমার প্রদত্ত এস্ক মহব্বত দ্বারা দুনিয়াতে থাকিয়া আমাকে অখুশী করিয়াছ। অন্যকে ভালবাসিয়াছ। সেই জন্য এখন আমিও তোমাদিগকে ভুলিয়াছি। এখন তোমাদের প্রতি যত প্রকার আজাব, যত কঠিন শাস্তি হউক না কেন, তাহা দেখিয়া তোমাদের প্রতি আমার কোনই দয়া মায়া হইবে না।

হাশরের দিন বড়ই সঙ্কটের দিন

প্রাণের দোস্তগণ! হাশরের দিনের সঙ্কটের বয়ান করা মানুষের অসাধ্য। কেননা দেখুন! অলীকুল শ্রেষ্ঠ বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহে একদিন কাবা শরীফের হেরেমের মধ্যে পাথরের কুচার উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছিলেন ও বলিতেছিলেন, হে মাবুদ! মেহেরবানী করিয়া আমাকে মাফ করিয়া দেন। আর যদি আমি মাফ পাইবার উপযুক্ত না হই বরং আজাবেরই লায়েক হই, তবে আমাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ করিয়া উঠাইবেন। তাহা হইলে আমি আবদুল কাদের নেককারদের সম্মুখে লজ্জিত হইব না। "ছোবহানাল্লাহ দেখুন! বড় পীর সাহেবের মত লোক যেই দিনের ভয়ে অস্থির ছিলেন, সেই দিনটি কত বড় কঠিন বিপদের দিন, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারেন। তিনি যখন নিজেই নিজের এবাদতের উপর ভরসা করিতে পারেন নাই, শুধু আল্লাহ পাকের রহমতের আশায় রহিয়াছেন, তবে আর কে আছে যে, ঐ দিন এবাদতের দ্বারা পার হইতে পারিবে?

ছাহেবান- আশেকগণ! যখন মাবুদের প্রেমে মত্ত হয়, তখন পাহাড় জঙ্গলে যাইতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। তাই আমাদের বড় পীর ছাহেব কেবলা, মাওলার প্রেম সহ্য করিতে না পারিয়া শামদেশের জঙ্গলে থাকিয়া ১২ বৎসর যাবৎ গাছের পাতার রস পান করিয়া জীবন যাপন করিয়াছেন এবং নির্জনে বসিয়া মাওলায়ে পাকের সাথে এস্ক মহব্বতের খেলা খেলিয়াছেন।

কি খেলা খেলালি প্রভু, কি খেলা খেলালি,
ক্ষণেক দুঃখী ক্ষণেক সুখী আমাকে করিলি,
অন্য ক্বাদ কারবামনা বলি সম্মান করিলি,
শয়তানকে সৃজন করি বিপদে ফেলিলি!

ছাহেবান, আমি নিজ চক্ষে দেখিয়াছি, আমার পীর ছাহেব হযরত মাওলানা কারী মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহে পাঁচ পুকুরিয়া নামক একটি দীঘির পাড়ে একটি হিজল গাছের তলে শ্রাবণ মাসে তুমুল বর্ষার ভিতরে একধ্যানে ১৮ দিন যাবত বসিয়া রহিয়াছিলেন। এই প্রকার তিনি আরো অনেক সময় মাওলায়ে পাকের প্রেম যাতনা সহিতে না পারিয়া কবরে ও জঙ্গলে থাকিয়া কাল কাটাইয়াছেন। কেবল নামাজের সময় অজুর দরকার হইলে পুকুর থেকে কেতলী ভরিয়া পানি নিতেন। কিম্বা অজু করিয়া যাইতেন।

আমার পীর ছাহেব কেবলারই একজন উপযুক্ত খলিফা অলিয়ে কামেল আমার শ্বশুর ও ওস্তাদ জনাব মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ছাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহেকেও দেখিয়াছি- তিনি অনেক সময় গভীর বনের ভিতরে গিয়া নিরালা বসিয়া আল্লাহ পাকের মোরাকাবা করিতেন। আমি যখন তাঁহার খেদমতে থাকিয়া এলমে দ্বীন শিখিতেছিলাম তখন দেখিয়াছি, জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন রৌদ্রের সময় একটি মাটির চাকার উপরে বসিয়া মোরাকাবা করিতেছেন। বেলা আনুমানিক ৮ টায় বসিয়াছিলেন এবং মসজিদে জোহরের আজান দিতেছে শুনিয়া উঠিয়া আসিলেন। শরীর মোবারকের ঘামে ঐ চাকাটিও ভিজিয়া গিয়াছিল। তিনি ২১ বৎসর যাবত মিষ্টি খান নাই এবং মাগরিবের নামাজের বাদে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার পূর্ব পর্যন্ত কথা বলিতেন না (ইহা মোস্তাহাব) তিনি বালিশে শুইতেন না এবং মশা মারতেন না। 'ছোবহানাল্লাহ! এই রকম অলী আল্লাহ ও মাওলার আশেক ও জমানায় কয়জন আছে? মাওলার সাথে মহব্বত হাছেল করার আশায় এইরূপ রিয়াজাতকারী অর্থাৎ নফছের সহিত জেহাদকারী লোক আজকাল অতি বিরল। নফছের সঙ্গে জেহাদ না করিয়া মাওলাকে কে পাইয়াছেন? আওলিয়া, আবদাল, গাওছ-কুতুব সকলেই নফছের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অত বড় মর্তবা হাছেল করিতে পারিয়াছেন। বিনা কষ্টে, বিনা কোশেশ কেহই লায়েক ও কামেল হইতে পারেন নাই।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর কিছু হালত

আমাদের মাজহাবের ইমামে আজম হযরত আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহের একলক্ষ হাদীছ হেফজ ছিল। তিনি হুজুরে পোর-নূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে ৬৩ বার খাবে দেখিয়াছেন এবং একখানা পাথরের উপর বসিয়া ১০ হাজার মর্তবা কোরআন শরীফ খতম করিয়াছেন। মোবারক রমজান মাসে তারাবীহ নামাজের মধ্যে ৩০ দিনে ৩০ খতম ও প্রত্যহ তেলাওয়াতে এক খতম করিয়া আরো একপারা বেশী পড়িতেন। এইরূপে ঈদের দিনে ৬১ (একষট্টি) বার কোরআন খতম শেষ করিয়া মোনাজাত করিতেন। ইহা ছাড়াও তিনি ৪০ (চল্লিশ) বৎসর যাবৎ এশার নামাজের অজু দ্বারা ফজরের নামাজ পড়িয়াছেন। দুই রাকাত নামাজে দাঁড়াইয়া প্রথম রাকাতে ১৫ পারা ও দ্বিতীয় রাকাতে বাকী ১৫ পারা পড়িতেন। দুই রাকাত নামাজ শেষ করিয়া ছালাম ফিরানোর বাদেই ছোবেহ সাদেক হইয়া যাইত। "ছোবহানাল্লাহ কি আজীব রিয়াজত ও অপূর্ব মেহনত। অর্থাৎ- হে মোমেন ভাই-বোন সকল! একটু খেয়াল করুন। হযরত ইমাম আবু হানিফা ছাহেব নফছের সঙ্গে কি ভীষণ যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং আমরাই বা কি করিতেছি? হায়! আমরা তো ঘুমে একেবারে অচেতন হইয়া রহিয়াছি। মাওলানা জামী (রহঃ) ফরমাইয়াছেনঃ

کمان عشق هر جا آفگند تیر
سپر داری نباشد کار تدبیر

এস্কের কামান যে জায়গায় তীর মারে, কোন তদবীরের ঢাল সে তীর ফিরাইতে পারে না। অর্থাৎ- এস্কের অগ্নি যখন মানুষের কলবের মধ্যে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে কোন ছুরাতেই উহা বারণ করা যায় না। মাশুকের দীদার পাইলে পরে ঠান্ডা হয়, অন্যথায় তাহার জন্য আরাম হারাম হইয়া যায়।

خلق میگویند خسرو بت پرستی میکند
آرے آرے میکند با خلق عالم کار نیست

উচ্চারণ ঃ খলকে মিগোইয়ান্দ খছরু বুত পরস্তি মী কুনাদ,
আরে আরে মী কুনাদ বা খালকে আলম কারে নেস্তু।

ছাহেবানা! শুনুন, এক বাদশাহর ছেলের নাম ছিল খোছরু। তিনি ছিলেন খোদার আশেক, ফানা ফিল্লাহ্ তাই তিনি মাওলার প্রেমে মত্ত হইয়া

পাগলের বেশে চলিতেন। যখন যাহা ইচ্ছা করিতেন এবং যাহা ইচ্ছা বলিতেন। তাহার পীর ছাহেব ছিলেন তার কলিজা ও চক্ষের পুতুল। লোকে তাঁহার অন্তরের খবর জানিত না। সেইজন্য একদিন লোকেরা বলাবলি করিতেছিল যে, খোসরু ভূত পূজা করে। ইহা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন যে, হাঁ হাঁ, সে ভূত পূজা করে সত্য. কিন্তু দুনিয়ার লোকের সাথে তাহার কোন কারবার নাই। অর্থাৎ তোমরা আছ তোমাদের কাজে আর আমি আছি আমার কাজে।

كافر عشقم مسلمانى مرادر كار نيست
هر رگ من تار گشته حاجت زنار نيست

উচ্চারণ ঃ কাফেরে এস্কাম মুসলমানী মরাদরকারে নিস্ত,
হর রগে মান তারে গাস্তা হাজতে জুন্নারে নিস্ত।

কাফের আর এস্কে মুসলমানী এইরূপ কথায় আমার কোন দরকার নাই। দেখ না আমার শরীরটা শুকাইয়া প্রত্যেকটির রগ তারের ন্যায় দেখা যাইতেছে। ব্রাহ্মণের পরিচয় দিতে আমার আর পৈতার দরকার হয় না। অর্থাৎ তোমাদের জ্ঞান থাকিলে আমার ব্যাপারে কাফেরী ফতুয়া দিতে না।

তাঁহার মা-বাপের মনে কত দুঃখ কত চিন্তা। তাঁহারা মনে করেন, না জানি ছেলের কোন কঠিন রোগ হইয়াছে। তাই চিকিৎসার জন্য মস্ত বড় বিজ্ঞ চিকিৎসক আসিয়া ছেলের মাথার কাছে বসিয়া হাতের শিরা ধরিয়া রোগ নির্ণয় করিতেছেন। তখন খোছরু আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন—

از سر بالين من برخيز اے ناداں طبيب
دردمند عشق رادار وبجزد يدار نيست

উচ্চারণ ঃ আয ছারে বলিনে মান বরখিজআয় নাদাঁ তবীব
দরদে মানদে এস্কে রা দারু বজুজ দিদারে নিস্ত।

হে নাদান তবীব, অজ্ঞান চিকিৎসক! তুমি না বুঝিয়া আমার জন্য ঔষধ দিতে আসিয়াছ, তুমি আমার মাথার কাছ থেকে উঠিয়া যাও। আমি আমার মাওলার আশেক হইয়া গিয়াছি, তাঁহার এস্কের আগুনে জ্বলিতে জ্বলিতে আমি এইরূপ হালাক হইয়া যাইতেছি। মাওলার দীদার লাভ ছাড়া এ রোগের অন্য কোন ঔষধ নাই।

ناخدا بر كشتى ماگر نباشد گومباش
ماخدا داريم مارانا خداد ركار نيست

উচ্চারণ ঃ না খোদা বর কশতিয়ে মা গার নাবাশাদ গো মবাশ,
না খোদা দারিম মারা না খোদা দরকারে নিস্ত।

আমার শরীর যে একটি নৌকা এবং এই নৌকার মাঝি হইল জীবন। আমার নৌকার মাঝি জীবন যদি না থাকে তবে কোন চিন্তা নাই। আমার খোদা আছেন আর আমার মাঝির দরকার নাই। অর্থা– আমার মাশুক খোদা যখন আমার পক্ষে আছেন তখন আমি না থাকিলে কোনই ক্ষতি নাই। ছাহেবান! একণ বুঝিলেন তো, আশেকের জন্য কেন আরাম হারাম হয়।

আশেকের আলামত

عاشقاں را شش نشان ست اے پسر
آه سرد ورنگ زرد وچشم تر

উচ্চারণ ঃ আশেকারা শশ নেশানা ছত্ আয় পেছার
আহে ছরদ্ ও রঙ্গে জরদ্ ও চশমে তর।

گر ترا پرسند سر ديگر كدام
كم خوردن كم گفتن و خفتن حرام

উচ্চারণ ঃ গর তোরা পুরছন্দ ছের দিগার কোদাম-
কম খোরদান কম গোফতান ও খোফতান হারাম।

দোস্তগণ! আশেক লোকের আলামত বা নেশানাগুলিও জানিয়া লওয়া একান্ত দরকার। শায়ের বলিয়াছেন, আশেক লোকের ৬টি নেশানা আছে ঃ (১) সর্বদা তাঁহার দেলের আফছোছে ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ছাড়ে, (২) তাঁহাদের শরীরের ক্লান্তি থাকে না, শরীর হলুদ বর্ণ হইয়া যায় (৩) চক্ষু ভিজা থাকে অর্থাৎ তাঁহাদের ক্রন্দন বারণ হয় না (৪) খুব কম খায় (৫) কথাও খুব কম বলে এবং (৬) আরামের ঘুম তাঁহাদের জন্য হারাম হয়।

ছাহেবান! আমাদের ইমাম হযরত আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহের ক্বলবেও এস্কের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাই

তিনি মাশুকে হাক্বীক্বী মাওলায়ে পাকের খোঁজে সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইতেন, তবুও আছুদা হইতেন না। আল্লাহ পাক কোরআন মজীদের মধ্যে ফরমাইয়াছেন-

قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ . وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ .

আমার আশেকে ছাদেক অর্থাৎ খাটি আশেকগণের নেশানা এই যে, তাহারা সারারাত্রির মধ্যে অতি অল্প সময় নিদ্রা যায় এবং শেষরাত্রে আমার কাছে গুনাহ মাফ চায়। অর্থাৎ- এবাদত করিয়া আমাকে রাজী ও সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য জীবন-প্রাণ একেবারে শেষ করিয়া দেয়। তবুও তাহারা চিন্তা করে যে, মাবুদ আমাকে কতই দয়া করিতেছেন, কিন্তু আমি তাঁহার একটি শোকরও আদায় করিতে পারিলাম না। আল্লাহ পাক বান্দার আজেজী, এনকেছারী, বিনয় ও নম্রতা খুব পছন্দ করেন। দেমাগ, অহঙ্কার মোটেই ভালবাসেন না। যদি কেহ মনে করেন যে, আমি এবাদত করিতেছি, তখনই ইয়াকীন করিবেন যে, আমার দেলের ভিতর শয়তান ঢুকিয়াছে এবং লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম এই দোয়া পড়িবেন। আল্লাহ পাকের রহমতে আপনার দেল হইতে শয়তানী ওয়াছওয়াছা দূর হইয়া যাইবে।

ছাহেবান! আল্লাহ পাক যদি আপনাকে লক্ষ্য বৎসরও হায়াত দান করেন এবং আপনি এক মুহূর্তও আল্লাহর এবাদত ছাড়া না থাকেন বরং এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া সর্বদা এবাদাত বন্দেগী করিতে থাকেন তবুও আপনাকে যে অন্ধ না বানাইয়া দুটি চক্ষু দান করিয়াছেন তাহারও শোকর আদায় হইবে না। শেখ সাদী (র) বলিয়াছেন-

اگر شکر حق تا بروز شمار

گزاری نباشد یکے از ہزار

উচ্চারণ ঃ আগার শুকরে হক তা বরোজে শুমার,
গুজারী নাবাশদ একে আয হাজার।

কেহ যদি কেয়ামত পর্যন্ত ও হায়াত পায় আর হরদম আল্লাহ পাকের শুকুর গোজারী করিতে থাকে তবুও হাজার ভাগের এক ভাগ শুকুরও আদায় হইবেনা।

ولے گفتن شکر اولی ترست

که اسلام راشکر اوز یورست

উচ্চারণ ঃ ওলে গোফতানে শুকরে আওলা তরাস্ত,
কে ইছলামরা শুকরেষ্ট জেউরাস্ত।

কিন্তু তবুও আল্লাহ পাকের শুকুর করা ভাল। কেননা শুকরের দ্বারা মুসলমানদের দ্বীন ইসলামের রওনক ও খুবী বাড়ে। মোটকথা এই যে, আল্লাহ পাক দেখিবেন বান্দার দেল। খাঁটি দেলে কে তাঁহার পক্ষে আছে, আর কে ইবলীছের পক্ষে আছে। যে ইবলীছের পক্ষে থাকিবে তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। আর যাহারা আল্লাহ পাকের পক্ষে দেলে জানে থাকিবে, মাওলায়ে পাক আপন রহম ও করমের দ্বারা তাহার সামান্য নেকীর পরিবর্তেও পুরা ছওয়াব ও মর্তবা দান করিবেন।

হযরত মুইনউদ্দিন চিশতী (রহঃ)-এর একটি ঘটনা

চিশতী ছাহেবের পীর হযরত কতুবোল-আকতাব ছাহেব এক সময় মক্কা শরীফ যাইবার ইচ্ছা করিলেন। চিশ্তী ছাহেব বলিলেন, হুজুর, আপনার খেদমতে আমিও যাইব। পীর ছাহেব বলিলেন, বাবা তুমি আমার খেদমত করিতে পারিবে না। কারণ সব সময় আমি গরম পানি পান করি, তাই গরম চুলা মাথায় লইয়া চলিতে হইবে। এক কাঁধে পানির সুরাই অন্য কাঁধে কয়লার বোঝা বহন করিতে হইবে। যখন পানি চাহিব তখনই দিতে হইবে। বাবা মুঈনুদ্দীন! তুমি খুব সুখী ও আলেম লোকতামার এত কষ্ট সহ্য হইবে না। সূর্যের তাপও অত্যন্ত বেশী। তিনি উত্তর করিলেন, হুজুর! হাশরের দিনের চেয়ে তো আর বেশী গরম হইবে না। আপনি খোশ দেলে আমাকে দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ পাক এই কষ্টের বদলে সেই কষ্ট মাফ করিয়া দেন। ইহা বলিয়া সব আসবাবপত্র যোগাড় করিয়া পীর সাহেবের সাথে হাতে, কাঁধে ও মাথায় বোঝা নিয়া মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা করিলেন। পথিমধ্যে সূর্যের তাপে এক সময় আগুন বরাবর গরমের চোটে মাথার ঘাম পা পর্যন্ত পড়িতেছে দেখিয়া পীর সাহেব বলেন, বাবা! তুমি এত দুঃখ কেমনে বরদাস্ত করিবে? চিশ্তী ছাহেব বলিলেন, হুজুর! আপনার নেক দোয়ায় ও আল্লাহ রহমতে আমার কোন কষ্ট মালুম হইতেছে না। আমি এখন হাশরের দিনের মোরাকাবা করিতেছি। এইরূপভাবে দীর্ঘ

একমাস হাঁটিবার পরে কাবা শরীফে পৌছিয়াছেন। একদিন শেষ রাত্রে কুতুবোল আকতাব ছাহেব চিশ্‌তীর ডান হাত ধরিয়া বায়তুল্লাহ শরীফের সম্মুখে রাখিয়া খোদাওয়ান্দে করীমের দরবারে দুই হাত উঠাইয়া অতিশয় কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, ওগো মাওলায়ে করীম! আপনি মেহেরবানী করিয়া আপনার বান্দা এই মুঈনুদ্দীনকে কবুল করুন। যতদিন তাহাকে কবুল না করিবেন ততদিনে আমি অধম আপনার দরওয়াজা থেকে হাত নামাইব না। তখনই রাব্বুল আলামীন, পীর ছাহেবকে খবর জানাইলেন যে, মুঈনুদ্দীন আমার মহব্বত পাইবার জন্য যাহা করিয়াছে ও বলিয়াছে তাহা আমি সবই দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। মুঈনুদ্দীনকে আমি কবুল করিয়া লইলাম। তখন কুতুবুল আকতাব ছাহেব বলিলেন, বাবা মুঈনুদ্দীন! আল্লাহ পাক তোমাকে কবুল করিয়াছেন। এখন চল, মদীনা শরীফ গিয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তোমাকে পৌছাইয়া দেই। তিনি কবুল না করিলে কাজ হইবে না। কেননা আল্লাহ পাক কোন সময় রাগ হইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে ঠান্ডা করিতে পারেন না। এইকথা বলিয়া মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা হইলেন। বহু দুঃখ-কষ্টে যখন মদীনা শরীফের নিকট পৌছিলেন এবং হুজুরে পোর-নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজা মোবারকের নীলবর্ণ গম্বুজ দেখা গেল তখনই মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) পা হইতে জুতা খুলিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন, যেই জমিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুইয়া আছেন সে জমিনের উপর জুতা পায়ে দিয়া চলা আমার দেলে সহ্য হয় না এবং খালি পা দ্বারাও রওজার কাছে যাওয়া বেয়াদবী হইবে। এইজন্য তিনি হাটু দিয়া হামাগুড়ি দিতে দিতে রওজা মোবারকের কাছে গিয়া নেহায়েত আদব ও রোনাজারীর সাথে বলিতে লাগিলেন–

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

উচ্চারণ ঃ আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ
আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ।

হে আল্লাহ পাকের রাসূল! হে আল্লাহ পাকের হাবীব। আপনার উপর আল্লাহ পাকের রহম ও শান্তি নাজেল হউক। রওজা পাক হইতে বলন্দ

আওয়াজে জবাব আসিল وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا اِبْنِىْ ওহে আমার পুত্র! তোমার উপর আল্লাহ পাকের রহমত নাজেল হউক। সেইদিনকার এই আওয়াজ প্রত্যেক মোমেনের কর্ণে পৌছিয়াছিল। শেষ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, ওহে আমার পুত্র! তোমাকে যখন মাবুদ বরহক কবুল করিয়াছেন, তখন আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি বলিয়াছি, ওগো মাবুদ! আপনি দয়া করিয়া আমার মুঈনুদ্দীনকে কবুল করুন। তাঁহার উছিলায় যেন আমার হাজার হাজার গুনাহগার উম্মত পার হইয়া যাইতে পারে।

তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বাবা মুঈনুদ্দীন! তোমাকে আমি খাছ দোয়া দিলাম। তুমি এখন আজমীর শরীফ চলিয়া যাও। তখন তিনি ১২ জন মুরীদসহ আজমীর শরীফ চলিয়া আসেন। সেখানে পৃথীরাজ নামে মস্তবড় এক কাফের রাজা ছিল। হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ওখানে বসিবার স্থানটুকু পর্যন্ত পাইলেন না। উটের আস্তাবলখানায় গিয়া একটু বসিলেন। উটের রাখালগণ মাগরিবের কিছু পূর্বে সেখান থেকেও তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। এখন আবার কোথা যাইবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে মন্দিরের মধ্যে যে সারি সারি মুর্তি রাখিয়াছিল, উহার পিছনে বসিয়া সারারাত্রি আল্লাহ্ পাকের মোরাকাবায় কাটাইলেন এবং ফজরের সময় আজান দিয়া ফজরের নামাজ পড়িয়া পুনঃ জেকেরে বসিলেন। বেলা ৮ ঘটিকার সময় উটের রাখালগণ খাজা সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইয়া মিনতি করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, হুজুর! আমাদের উটগুলি বহু চেষ্টা করিয়াও উঠাইতে পারিতেছি না, দয়া করিয়া উটগুলি উঠাইবার একটি উপায় বলিয়া দেন। তখন খাজা সাহেব বলিলেন যাও, উটের কাছে গিয়া বলন্দ আওয়াজে বল "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্। রাখালগণ আস্তাবলে গিয়া এই কলেমা শরীফ পড়ামাত্র উটগুলি সব উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই কারামতের সংবাদ পাইয়া লোকে যে কোন মাকছুদ নিয়া আসিত, তিনি শুধু ঐ কলেমায়ে ত্বাইয়্যেবা শরীফ শিখাইয়া দিতেন! লোকে উহা কিছু সময় পড়িলেই তাহার রোগ ভাল হইত এবং আশা পূর্ণ হইত। এইরূপ আস্তে আস্তে বহুসংখ্যক লোক আসিয়া তাঁহার নিকট মুরীদ হইয়া মুসলমান হইয়া রোজা, নামাজ করিতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে খাজা সাহেবের ভক্ত ও মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া

রাজা পৃথীরাজ ভাবিতে লাগিল যে, যেই ইসলাম ধর্ম ছিল আরবে, তা নিয়া এই ব্যক্তি আমাদের দেশে আসিয়া যেরূপ প্রচার আরম্ভ করিয়াছে, ইহার ফল দেখা যাইতেছে যে, এদেশের লোক ক্রমে ক্রমে সমস্তই মুসলমান হইয়া যাইবে। অতএব এই ব্যক্তিকে এখনই মারিতে হইবে নচেৎ কিছুদিন পরে যখন ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে তখন আর বাড়াবাড়ি করা চলিবে না এবং আমাদের ধর্ম থাকিবে না। এই বলিয়া খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে খুন করিবার জন্য রাজা বহু সৈন্য পাঠাইয়া দেয়, কিন্তু তাহারা খাজা ছাহেবের চেহারা মোবারকের দিকে চাহিয়া ফিরিয়া যায়। কেহই তাঁহাকে বধ করিতে সাহস পায় না। রাজা ভাবিল, এ ব্যক্তি যাদুকর হইবে, যাদুকর ছাড়া অন্য কেহ উহাকে বধ করিতে পারিবে না। তাই রাজা সেখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ ও মশহুর যাদুকর যুগিপালকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, হে যুগিপাল! যে প্রকারেই হউক, যত টাকার দরকার হয় তাহা সব আমি দিব, তুমি যাদু চালাইয়া এই মুসলমান দরবেশকে বিনাশ করিয়া দাও। রাজার হুকুম পাইয়া যুগিপাল রশি পাকাইয়া পাকাইয়া ছাড়িতে লাগিল এবং রশিগুলি মস্ত মস্ত আজদাহা অজগর ও বড় ব্যাঘ্র হইয়া খাজা সাহেবের দিকে যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া খাজা সাহেব আপন মুরীদগণকে একত্রে এক জায়গায় বসাইয়া তাহাদের চারিদিকে ঘুরিয়া একটি কুন্ডলী বা গন্ডি দিয়া আসিয়া নিজেও ঐ গন্ডির ভিতরে বসিয়া মোরাকাবা করিতে লাগিলেন। যুগিপালের যাদু অজগর ও বাঘসমূহ গন্ডি পর্যন্ত আসিয়া পূর্ববৎ দড়ি হইয়া পড়িয়া থাকিতে লাগিল। এইরূপ অনেকক্ষণ যাদু চালাইবার ফলে কুন্ডলীর কাছে রাশি রাশি দড়ি জমা হইয়া গেল, কিন্তু কোন ফল হইতেছে না। সব যাদু ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়া যুগিপাল বলিল, তাহারা যাদু করিয়া জমিনের পথ বন্ধ করিয়াছে, এখন উপর দিয়া যাইতে হইবে। এই বলিয়া যুগিপাল একটি হরিণের খাল গায়ে দিয়া উপর দিয়া উড়িয়া কুন্ডলির কাছে গিয়া দেখিতে পাইল যে, আসমান পর্যন্ত মস্ত বড় দেওয়াল ভিতরে যাইবার কোনও পথ নাই। খাজা সাহেব তাঁহার পায়ের খড়ম ছাড়িয়া দিলেন। খড়ম গিয়া যুগিপালকে আঘাত করিতে করিতে জমিনে ফেলিয়া দিল। তখন যুগিপাল খাজা সাহেবের কাছে পরাজয় স্বীকার করতঃ বলিতে লাগিল যে, হুজুর! আমার চেয়ে বড় যাদুকর আর নাই। এতদসত্ত্বেও আপনার কাছে আমার সব যাদু ব্যর্থ হইল, ইহাতে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, নিশ্চয়ই আপনি

সত্য লোক এবং আপনার ধর্মও সত্য ধর্ম। হুজুর! অনুগ্রহপূর্বক আমাকে আপনার কাছে আসিতে হুকুম দেন এবং আমাকে ঐ সত্য ধর্মে দাখেল করুন। খাজা সাহেব যুগিপালকে ডাকিয়া মুসলমান করিলেন। যগিপালকে মুরীদ হইতে দেখিয়া হাজার হাজার কাফের-মোশরেক আসিয়া দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করতঃ হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশ্‌তি রহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহের মুরীদ হইতে লাগিল। হিন্দুস্থানে ও বাংলাতে আরও অনেক আওলিয়া ছাহেবগণ আসিয়া এইরূপ কারামত দেখাইয়া এদেশবাসী কাফের-মোশরেকদিগকে মুসলমান করিয়াছেন।

ভাই মোমেনগণ! একটু খেয়াল করুন, খুব চিন্তা করিয়া দেখুন। আল্লাহ পাক আপন আশেকদিগকে দুনিয়াতে কি পরিমাণ ক্ষমতা দান করিয়াছেন। কোন বাদশা আসিয়া হাজারো শক্তি ও বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াও এইসব কাট্টা কাফেরদিগকে মুসলমান করিতে পারিতেন না। শুধু আল্লাহ্‌পাকের রহমতে খাজা ছাহেবের রূহানী ফয়েজের উছিলায় এই ভারতবর্ষে বেশীর বাগ ইসলামের ঝান্ডা উড়িয়াছে এবং কোটি কোটি লোক আল্লাহ্‌কে চিনিয়া বেহেস্তের পথে চলিয়াছে। এরূপভাবে পরকালেও তাঁহাদের ক্ষমতার সীমা থাকিবে না। হাশরের মাঠে একজন আওলিয়ায়ে কেরামের উছিলায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাজার গুনাহগার উম্মতকে আল্লাহ পাক মাফ করিয়া দিবেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামানায় খুব অল্প সংখ্যক ছাহাবী, হাজার হাজার কাফেরের মোকাবেলা হইয়া আল্লাহু আকবার বলিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করতঃ কাফিরদিগকে মারিয়া শেষ করিতেন, কতেক পালাইয়া জীবন বাঁচাইত। এই রকম জয় শুধু রূহানী কুওয়াতের দ্বারাই হইত। ছাহেবান! ইহার প্রমাণ বুঝাইয়া দিতেছি, একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বহু বিজ্ঞ আলেম ছাহেবান আছে, তাহারা খুব সুন্দর সুন্দর ওয়াজ নছীহত করিয়া থাকেন এবং লোকে তাহা শুনিয়া তখন মুগ্ধ হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহারা শুধু জাহেরো এলেম শিখিয়াছে- মারেফাত শিখেন নাই। এইজন্য রূহানী কুওয়াতের অভাবে তাহাদের ওয়াজ নছীহত শুনিয়া লোকে আমল করে না এবং হেদায়েত পায় না। কেবল শুনিয়া কান সুখ করিয়া যায়।

বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহে বলিয়াছেন–

خود عمل نه کر کے دوسرے کو وعظ کرنا بیہودہ
بك بك کرنا ہے ۔

নিজে আমল না করিয়া অপরকে ওয়াজ নছীহত করা বেহুদা বকবক করা ছাড়া আর কিছুই নহে।

هریك ناصح برائے دیگران
ناصح خود یافتم کم درجهاں

উচ্চারণ ঃ হর এক নাছেহ্ বরায়ে দীগারাঁ,
নাছেহে খোদ ইয়াফতাম কম দর জাহাঁ।

প্রত্যেকেই অপরকে নছীহত করেন, উপদেশ দেন, কিন্তু নিজেকে নছীহতকারী জগতে খুব কমই পাওয়া যায়! বাংলা কবি বলিয়াছেন—

নীতি বাক্য অনেকেই অনেকেরে কহে,
কিন্তু নীতি ব্রতগামী অনেকেই নহে।

ইহা অতি সত্য কথা যে, যাহার মধ্যে মারেফত নাই তাহার মধ্যে শরীয়ত নাই। এই প্রকার লোকের মাহফেলে যাওয়ায় বিশেষ কোন উপকার নাই। যেই সকল বক্তাগণের মজলিসে হাসি বেশী দেখিবেন, সেই মাহফেলে যাহারা কোন হাক্কানী পীরের মুরীদ আছেন তাহারা যাইবেন না, গেলে জেকেরের তাছীর কমিয়া যাইতে পারে। আমার এক শফীক ওস্তাদ ফরমাইয়াছেন যে, যাহাদের মধ্যে খাঁটি মারেফত আছে, তাঁহাদের কথার মধ্যে আল্লাহ পাক যে তাছির রাখিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন। শুনুন, হযরত গঙ্গুহী রহমাতুল্লাহি আলাইহে যখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন একদিন কতক লোক তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন যে, হুজুর! নিকটবর্তী বহুলোক শেষ সময় আপনার চেহারা মোবারক দেখিতে ও পাক জবানের কিছু নছীহত শুনিবার জন্য খুব আরজু করিতেছেন। ইহা শুনিয়া গঙ্গুহী সাহেব একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া মাহ্ফেলের তারিখ দিলেন। তারিখ মোতাবেক সেখানে অসংখ্য লোক জমা হইয়া গেল। হুজুর কেবলা মাহফেলে তশরীফ আনয়ন করতঃ ছালামন্তে প্রথমে এই হাদীসখানা এরশাদ ফরমাইলেন—

اِسْتَنْزِهُوا عَنِ الْبَوْلِ فَاِنَّ اَكْثَرَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

রাসূলে মকবুল আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, হে আমার উম্মত সকল! তোমরা প্রস্রাব করিয়া ভালরূপে ঢিলা কুলুখ করতঃ পাক ছাফ হইতে চেষ্টা করিও। কেননা নিশ্চয়ই বেশীর ভাগ কবরের আযাব এই কারণে হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রস্রাব করিয়া ভালরূপে পাক ছাফ না হওয়ার দরুণই অধিকাংশ লোক কবর আযাব ভোগ করিবে! এই হাদীসখানা বয়ান করিয়া মজলিসের লোকদিগের প্রতি নজর করতঃ বলিলেন হে মানুষ! তোমরা কেমন করিয়া কবরের আযাব সহ্য করিবে? তখন মানুষের মধ্যে হায়বাতের রোল পড়িয়া গেল। লোকের রোনাজারী ও হায়বাত দেখিয়া মালুম হইতে লাগিল যেন কেয়ামত শুরু হইয়াছে। ইহা দেখিয়া হুজুর কেবলা মসলিস থেকে এই বলিয়া চলিয়া গেলেন যে, মানুষের মধ্যে আমার ওয়াজ শুনিয়া বরদাস্ত করিবার শক্তি নাই। ভাই মোমেনগণ! এইরূপ তাছির রুহানী ফয়েজ ছাড়া কখনও হইতে পারে না। বলা হইয়াছেন— مَنْ جَدَّ وَجَدَ

যে ব্যক্তি যে জন্য চেষ্টা করে, সে তাহা পায়। আমার পীর সাহেব কেবলা ফরমাইয়াছেন, বাবা! বিনা জানফেশানী ও জীবনান্ত কোশেশ ভিন্ন মারেফত হাছেল হইতে পারে না। কুতুবে আলম হযরত গঙ্গুহী ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহে প্রায় রাত্রে এশার বাদে জেকেরে বসিতেন এবং শেষরাত্রে তাহার মাথায় ১৮ কলসী পানি ঢালিবার পরে হুশে আসিয়া তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িতেন। "সোবহানাল্লাহ্।

ভাই মোমেনগণ! খুব চিন্তা করিয়া দেখুন। তাহারা কি পরিমাণ তাকলীফ করিয়া মারেফত হাছেল করিয়াছেন। ভাই! আমি বলি, তাহারা কষ্ট করেন, মুলে তাহাদের কাছে কষ্ট মালুম হয় না। কেননা আশেক যখন মাশুক পায় তখন তাহাদের যে কি আনন্দ হয়, তাহা অপর লোকে কিছুতেই বুঝিতে পারে না। মাওলানা রুমী ছাহেব ফরমাইয়াছেন—

غرقه دریا بجز دریا ندید
غیر دریا هست بروی ناپدید

উচ্চারণ ঃ গরকায়ে দরইয়া বা জুয দরইয়া নাদিদ,
গয়রে দরইয়া হাস্ত বরওয়ায় নাপেদিদ।

যে ব্যক্তি দরিয়ার মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে সে ব্যক্তি দরিয়া ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। সাগরের পানি ছাড়া দুনিয়াতে আর যাহা কিছু

আছে তাহা সবই সেই ব্যক্তির কাছে অজানা ও গোপন রহিয়াছে। অর্থাৎ আশেকগণ যখন মাশুক নিয়া প্রেমানন্দে জ্ঞানহারা হয়, তাহারা মাশুখের সাথে মিলনের মজাও ভোগ করে এবং দুনিয়ার সব বস্তুর খবরও রাখে। আর যাহারা সাঁতার দিতে পারে না, অর্থাৎ যাহাদের আর জাহেরা জ্ঞান বুদ্ধি থাকে না, বিলকুল দেওয়ানা ও পাগল হইয়া যায়, তাহারা মাশুক ছাড়া অন্য বস্তুর কোন খবর রাখে না এবং অপর কাহাকেও চিনে না। কারণ তাহারা সব সময়ই প্রেমের সাগরে ডুবিয়া থাকে ইহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কেহ বুঝিতে পারিবে না।

ছাহেবান! একথাও খুব স্মরণ রাখিবেন যে, আশেকগণের হালাত সব সময় এক রকম থাকে না। ছাদী (রহঃ) ফরমাইয়াছেন–

گہے بر طارم اعلی نشینند
گہے بر پشت پائے خود نبینند

উচ্চারণ ঃ গাহে বর তারেমে আলা নাশিনান্দ,
গাহে বর পোস্তে পায়ে খোদ না বিনান্দ।

কোন সময় তাঁহারা অতি উচ্চস্থানে উঠিয়া বসেন এবং কোন সময় নিজের পায়ের পিঠ পর্যন্ত দেখিতে পান না। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের আশেক আওলিয়ায়ে কেরামদের হালাত এই যে, এক সময় তাঁহারা মোরাকাবায় বসিয়া ছায়রে জমিন ও ছায়রে আসমান পলকের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া আসেন, এমনকি, আরশে মোয়াল্লা পর্যন্ত ছায়ের করিতে এবং আল্লাহ পাকের নূরে জামাল দেখিতে পারেন এবং অন্য সময় অতিশয় নিকটের যেমন হাত পায়ের উপর কোন কিছু পড়িয়া থাকিলেও তাহা টের পান না।

اگر درو یش برحالے بماندے
سر دست از دوعالم بر فشاندے

উচ্চারণ ঃ আগার দরবেশ বর হালে বামান্দে,
ছারে দস্ত আজ দু আলম বর ফাসান্দে।

আওলিয়া দরবেশগণ যদি এক হালতেই থাকিতেন তবে তাঁহারা দুনিয়াও আখেরাত সব ভুলিয়া যাইতেন। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তাঁহারা কিছুই চাহিতেন না এবং কিছুই জানিতেন না।

কোন অলী আল্লাহ বলিয়াছেন–

نمواهم خوشی دنیا نخواهم زاحب عقبی
اگر خواهم تراخواهم نخواهم باغ رضوان را

উচ্চারণ ঃ নাখাহাম খুবিয়ে দুনিয়া নাখাহাম রাহাতে ওকবা,
আগার খাহাম তোরা খাহাম নাখাহাম বাগে রেদওয়াঁরা।

ওগো আমার মাশুক মাওলা। আমি দুনিয়ার খুবী চাই না, আমি আখেরাতের শান্তি চাই না। যদি চাই আমি তোমাকেই চাই। বেহেস্তের বাগানও চাই না।

ছাহেবান! দুনিয়ার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত আমাদের পয়গম্বর ছাহেবের মত অত বড় নবী কেহই হইতে পারেন নাই। তিনি ছিলেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নবী। ইমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লাহে আলাইহে ফরমাইয়াছেন যে, রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মারেফতের ৪০ ভাগের একভাগ পর্যন্ত ও কোন মানুষই পৌছাইতে পারে নাই! একদিন আমাদের সকল মোমেন লোকের মাতা হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার হুজরা মোবারক হইতে হাবিবে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইতেছেন এমন সময় মা আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) মজাক করিয়া তাঁহাকে যাইতে বাধা দিবার মানসে একখানা রুমালের দুই দিকে দুই হাত ধরিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছের মোবারকের উপর দিয়া ফেলিয়া কোমর মোবারকে পেচ দিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিক গতিতে চলিয়া গেলেন! বিবি আয়েশা (রাঃ) অবাক হইয়া বলিলেন– مَا هٰذَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কি হইল! তিনি জওয়াব দিলেন, ওগো আয়েশা! তোমরা আমার হাকীকত বুঝিবে না, আমার শরীর অন্য মানুষের মত নয়।

ছাহেবান! জানিয়া রাখুন। আমাদের পয়গাম্বর ছাহেবের শরীর মোবারকের ছায়া ছিল না। কারণ, রূহের ছায়া নাই এবং তাঁ;হার শরীর মোবারক আমাদের রূহের চেয়েও বেশী পাক ও শতগুণ বেশী মর্তবাওয়ালা ও বেশী সম্মানিত। তিনি ছিলেন মারেফতের গঞ্জ। তাঁহার তুলনা কোথাও নাই। তিনি নিজেই ফরমাইয়াছেন–

لِىْ مَعَ اللّٰهِ وَقْتٌ لَايَسْعُنِىْ فِيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَّلَانَبِىٌّ مُرْسَلٌ

আমার জন্য খোদার সাথে মিলনের একটি সময় আছে, তখন আমার কাছে ঐ সময়ের মধ্যে কোন মোকার্‌রব ফেরেস্তা এবং মোরছাল নবীও স্থান পায় না। অর্থাৎ সময় সময় আমি মাবুদের নূরের মধ্যে এমনভাবে গরক হইয়া যাই, তখন কোন বড় পয়গাম্বর বা জিব্‌রাঈল, মিকাঈল, ইসরাফীল ও আজরাঈল আলাইহিচ্ছালাম যাহারা আল্লাহ্ পাকের অতি নিকটস্থ ফেরেস্তা, তাহারাও কেহ আমার কাছে ভরাইতে পারে না। কিন্তু এরূপ হালাত সব সময় থাকে না। এক সময় জিবরাঈল (আঃ) আসিলেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু আর এক সময় বিবি হাফছা ও জয়নব (রাঃ)-এর সাতেও দোস্তি মহব্বত করিতেন।

ছাহেবা! যাহারা রাসূলুল্লাহ্‌র খাঁটি উম্মত হইতে চান, তাহাদেরও ঐ প্রকার হালত হওয়া আবশ্যক। আমাদের দুনিয়া ও আখেরাত দো জাহানের কাজ সমাধা করাই আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা। রাসূল আলাইহেচ্ছালাম আখেরাতের কাজ আগে সারিয়া দুনিয়ার কাজ পরে করিতেন। আমাদের সেইরূপ দুনিয়ার কাজ পিছনে রাখিয়া আখেরাতের কাজ সব সময়ই আগে করিতে হইবে। নচেৎ তাঁহার খাঁটি উম্মত হইতে পারা যাইবে না।

সাহেবান! পূর্বেই বলিয়াছি আশেক লোকের দুইটি হাল থাকিবে। কবুজ আর বছ্‌ত (বন্ধ ও খোলা)। অর্থাৎ কোন সময় জেকেরে মোরাকাবায় বসা মাত্র অজদ শুরু হইয়া যাইবে এবং কোন কোন সময় হাজারও চেষ্টা করিলেও অজ্‌দ হাল হইবে না। মাওলানা রুমী সাহেব ফরমাইয়াছেন–

انبیاء رابود دائم این دوحال

পয়গাম্বর আলাইহিস্‌সালামগণের সর্বদা দুই প্রকার হাল ছিল।

সাহেবান! জানিয়া রাখুন যে, জেকেরকারীদের জেকের করিতে করিতে ২১ (একুশ) প্রকার হাল হইয়া থাকে। বহু চেষ্টার ফলেও যদি আপনার মধ্যে উহার কোন প্রকার হালত জাহের না হয় তবে আপনি যতই জেকের করেন না কেন, মনে করিবেন যে, আমার এখন পর্যন্ত মারেফতের কোন দরজা হাছেল হয় নাই। প্রথম হাল হইল কান্না আসা অথবা বে-এখতেয়ারে চিৎকার বাহির হওয়া। যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় চিৎকার দিবে তাহার কমপক্ষে ৭ হাজার বৎসর দোযখে থাকিতে হইবে। সাবধান! কেতাবে লেখা আছে– ঐ প্রকার হাল যাহার বে-এখতেয়ারে হয়, তিনি আল্লাহ্ পাকের অলী। এই প্রকার হালওয়ালা লোকদিগকে যদি কেহ হিংসা

করে কিংবা খারাপ জানে অথবা গালি দেয়, তবে তাহাদের উপর আল্লাহ্ পাকের গজব নাজেল হইতে থাকিবে। মারেফতের ছবকের মধ্যে যাহারা বেশী পরিমাণে পরিশ্রম করেন তাঁহাদের ঐ সমস্ত হাল হইতে থাকে। একেবারে মুর্খ লোকও যদি আলেমের কাছে শুনিয়া শুনিয়া আমল করে তবে জেকেরের গর্মিতে তাহাদেরও হাল হইতে পারে। আমাদের নবী আলাইহেচ্ছালামের আসহাবগণ সবাই লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তাহারা শুনিয়া নিয়া আমল করিতেন। তাহাদেরও অনেক হাল হইত।

আল্লাহ্ পাক আপন আশেক বান্দাগণকে দিয়া যে কি খেলা খেলেন তাহা বেমারেফতের লোক চাই আলেম হউক বা মুর্খ হউক কিছুই বুঝিবেন না। এ সমন্ধে মাওলানা রুমী সাহেবের একটা কেচ্ছা শুনুন। তিনি কিতাবে লিখিয়াছেন, মুছা (আঃ) একদিন আল্লাহ পাকের সাথে দেখা করিবার জন্য তুর পাহাড়ের দিকে যাইতেছেন। এমন সময় পথের মধ্যে দেখেন যে, এক রাখাল বকরী চরাইতে আসিয়া বকরীগুলি মাঠে রাখিয়া নিজে একটি গাছের তলে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া কাঁদিয়া চোখের পানিতে বুক ভাসাইতেছে এবং আল্লাহ পাককে ডাকিয়া কি মজার প্রেমের কথা বলিতেছে – ওগো আমার মাওলা! আমি যদি তোমাকে পাইতাম তবে সাবান দিয়া গোছল করাইয়া দিতাম, মাথার চুল আঁচড়াইয়া দিতাম, চোখে সুরমা লাগাইয়া দিতাম, বকরী দোহাইয়া তোমাকে দুধ পান করাইতাম ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রকার বহু কথা মাওলাকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছে শুনিয়া মুছা (আঃ) বলিলেন, হে রাখাল! ওসব তুমি কি বলিতেছ? মাবুদের কি মানুষের মত শরীর আছে? মাবুদের শানে এইসব শেরেকী কথা বলার জন্য তুমি কাফের হইয়া গিয়াছ, তুমি অতিসত্বর তওবা কর, নচেৎ তোমার উপায় নাই, কথা শুনামাত্র তাহার মোরাকাবার খেয়াল ছুটিয়া গেল। চক্ষু খুলিয়া মুছা (আঃ)-কে দেখিয়া ভয়ে অস্থির হইয়া পেরেশান হালে দৌড়াইয়া জঙ্গলের দিকে চলিয়া গেল।

وحی آمد سوئے موسی از خدا

بندہ مارا چرا کردی جدا

উচ্চারণ ঃ ওয়াহি আমদ ছোয়ে মুছা আজ খোদা।
বন্দায়ে মারা চেরা করদি জুদা।

তখন আল্লাহ পাকের তরফ হইতে মুছা (আঃ)-এর কাছে অহি নাজেল হইল। সংবাদ আসিল যে, হে মুছা! এই ব্যক্তি আমার সাথে কি মজার প্রেমের কথা বলিতেছিল, আমি ইহাতে কত খুশী হইতেছিলাম। তুমি তাহাতে বাধা দিয়া তাহাকে কেন আমার থেকে জুদা করিয়া দিলে?

تو برائے وصل کردن آمدی

نہ برائے فصل کردن آمدی

উচ্চারণ ঃ তু বরায়ে ওয়াছলে করদান আমদি
নাবরায়ে ফছলে করদান আমদি!

তোমাকে ত পয়গাম্বর করিয়া এই জন্য পাঠাইয়াছি যে, তুমি ওয়াজ নছীহত করতঃ আমার বান্দাকে বুঝাইয়া আমার সাথে মিলাইয়া দিবা। কিন্তু বান্দাকে আমার থেকে পৃথক করিবার নিমিত্ত তোমাকে পাঠাই নাই। তবে কেন তুমি আমার বান্দাকে আমার থেকে পৃথক করিয়া দিলে? এই সংবাদ শুনিয়া তখন মুছা (আঃ) বুঝিতে পারিলেন যে, আমি ভুলবশতঃ নেহায়েত অন্যায় কাজ করিয়াছি। আল্লাহ পাক যেরূপ গোস্তা হইয়াছেন, তাহাতে হয়ত আমার পয়গাম্বরীও ছিনাইয়া নিতে পারেন। এই ভাবিয়া হয়রান-পেরেশান হইয়া ঐ ব্যক্তির পায়ের চিহ্ন দরিয়া জঙ্গলের ভিতরে গিয়া দেখিলেন, লোকটি একটি বৃক্ষের তলে বসিয়া কাঁদিতেছে। তখন তিনি খুব ওজরখাহী করিয়া বলিলেন, হে রাখাল বাবা! আমি না বুঝিয়া তোমাকে অমন কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু আল্লাহ পাক তোমার সে কথায় খুব খুশী আছেন। তুমি যাহা বলিতেছিলে তাহা তুমি এখনও বলিতে থাক। এই সময় আল্লাহ্ পাকের আশেক রাখাল বলিলেন—

گفت اے موسے ازاں بگذشته ام

من کنوں درخون دل آکشته ام

উচ্চারণ ঃ গোফ্‌তে আয় মুছা আজাঁ বোগ্‌জাস্তা আম
মান কুনুঁদর খুনে দিল আগাস্তা আম।

হে মূছা (আঃ)। আমি যে মজার সাগরে ডুব দিয়াছিলাম তাহা হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছি। এখন আর কি করিব, দুঃখে কলিজা খুন হইয়াছে, সেই খুন পান করিবার মধ্যে লিপ্ত হইয়াছি।

من زسدره منتها بگذشته ام

صد هزاراں ساله زاں چوں گشته ام

উচ্চারণ ঃ মানজে ছেদরা মুনতাহা বোগ্‌জাসতা আম,
ছদ হাজারাঁ চালাহ্ যাঁ চূঁ গস্তা আম

আমি আল্লাহ পাকের নূরের মধ্যে গরক হইয়া ছেদরাতুল মোন্তাহা হইতে একলাখ বৎসরের রাস্তা অতিক্রম করিয়াছিলাম। অর্থাৎ মাবুদের নূরের বাগানে দৌড়াইতে দৌড়াইতে মাওলা পাকের খাছ দরবারে পৌছিয়া তাঁহার সাথে দেখা করিব এই ছিল আমার আশা। হুজুর! আপনি আমাকে বাধা দিয়া সেই নেয়ামত হইতে মাহরুম করিয়াছেন।

হে মোমেন ভাই সকল! এখন বুঝিয়া লউন যে, মুর্খ লোক মারেফতের উপরের দরজায় পৌছিতে পারে কিনা এবং ইহাও খেয়াল করুন যে, মারেফতের রাস্তা কত বড় কঠিন ও কত গোপন, যেখানে মুছা আলাইহেচ্ছালামের মত অত বড় পয়গাম্বরও একজন সাধারণ রাখালের হাল বুঝিতে পারেন নাই। সেখানে আপনি ও আমি কি সেই নিগুঢ়তত্ত্ব বুঝিয়া শেষ করিতে পারি?

হুঁশিয়ার!! হুঁশিয়ার!! এই হালাতের লোকের অবস্থা না বুঝিলে চুপ করিয়া থাকুন। চূঁ-চেরা করিয়া নিজে হালাকের পথে যাইবেন না। কেতাবে লেখা রহিয়াছে—

میان عاشق ومعشوق رمزیست

کراما کاتبین راهم خبر نیست

উচ্চারণ ঃ মিয়ানে আশেক ও মাশুকে রমজেস্ত,
কেরামান কাতেবিন রা হাম খবর নেস্ত।

আশেক ও মাশুকের মধ্যে যে সব ভেদ চলিতে থাকে তাহা কেরামন কাতেবীন ফেরেস্তাগণও টের পায় না। হে মোমেন ভাই সকল! এখন বুঝিয়া দেখুন, আল্লাহ্ পাকের প্রেমিকগণের হাল আপনি আর আমি কতটুকু বুঝিতে পারি।

ভাই মোমেনগণ! সাত শত বৎসর পূর্বে হযরত মাওলানা শেখ সাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহে বোছতা নামক কেতাবে লিখিয়াছেন—

پریشاں شود گل بباد سحر

نه هیزم که نشکا فدش جزبر

উচ্চারণ ঃ পেরেশাঁ সওয়াদ গুল বা বাদে ছাহার,

না হায়জাম কে নাস্‌গা ফাদাশ জুয বর।

ভোরবেলায় মৃদু বাতাসে ফুল পেরেশান হয়! কিন্তু লাকড়ি কাঠ পেরেশান হওয়া ত দূরের কথা বরং কুঠার ছাড়া উহা ফাড়িতেও পারা যায় না। অর্থাৎ ভোরবেলা যে মৃদুমন্দ একটু ঠান্ডা বাতাস বহে, তাহা ফুলের গায় লাগামাত্র ফুলগুলি অস্থির হইয়া খসিয়া গাছেল তলে পড়িয়া যায়। কিন্তু বাতাসে শুকনা কাঠ মোটেই নড়ে না। উহা কাঠুরিয়ার কুঠার ছাড়া ফাড়িতে পারা যায় না। সেইরূপ মাওলার আশেকগণ মাশুকের নাম শুনিয়া তাঁহার এস্কে পাগল হইয়া আহাজারী - ছুটাছুটি ও ছটফট ইত্যাদি করিতে থাকেন এবং কঠিন দেল পাথরের ন্যায় শক্ত, তাহা দোযখের ভীষণ আজাবের বয়ান শুনিলেও একটুমাত্র গলে না ও কাঁপে না।

مکن عیب درویش حیران ومست

که غر قست ازاں میزند پاودست

উচ্চারণ ঃ মাকুন আয়বে দরবেশে হয়রান ও মস্ত,

কে গরকাস্ত আজাঁ মিজানাদ পা ও দস্ত।

খবরদার! আওলিয়া দরবেশ লোক যাহারা আল্লাহর প্রেমে হয়রান, পেরেশান, মত্ত ও অস্থির থাকে, কেহ তাঁহাদের আয়েব ধরিও না। তাহারা আল্লাহ পাকের মহব্বতের সাগরে ডুবিয়া আছে। সেইজন্য প্রেম যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া হাত পা আছড়াইতে থাকে।

شتر راچوں شور طرب درسر ست

اگر آدمی را نباشد خرست

উচ্চারণ ঃ সোতররা চুঁশোরে তরব দর ছরাস্ত,

আগার আদমিরা নাবাশদ খরাস্ত।

আরবদেশে এখনও দস্তুর আছে, বদ্দুরা যখন উট চালায় তখন অতি খোশ লাহানে আল্লাহ পাকের এস্কের গজলাদি পাঠ করে। তাহাতে উটগুলি

খুব আনন্দ পাইয়া দ্রুতবেগে চলিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু দূরের পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। তাই বোকা জানওয়ার উটের মধ্যে যখন আল্লাহ পাকের এস্কের বয়ান শুনিয়া অজদ হাল হইতে পারে, তবে যদি মানুষের মধ্যে সেই অজদ-হাল না হয়, সে মানুষ গাধা ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

نه طفلیے کہ آتش ندارد خبر

نگهدارد ش مادر مهرور

উচ্চারণ ঃ না-তেফলে কাথাতেশ নাদারাদ খবর,

নেগাহ দারদাশ মাদারে মেহরেওয়ার!

আপনি দেখেন না যে, বাচ্চা আগুন-পানির খবর রাখে না। তাহার মেহেরবান মাতা সবসময় তাহাকে ঐ আগুন ও পানি থেকে বাঁচাইয়া রাখেন। সেইরূপ আল্লাহ পাকের আশেকগণ যখন মাওলার প্রেমে মত্ত হইয়া পড়ে এবং বেহুশ ও বেকারার অবস্থায় হাত পা আছড়াইতে ও দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে, তখন মাওলায়ে পাক মায়ের মত মেহেরবানীর সাথে তাহাদের দিকে তাকাইয়া থাকেন।

پس آنا نکه درو جد مستغر قند

چنیں داں که منصور عین الحقّند

উচ্চারণ ঃ পাচ আনাঁকে দর ওয়াজদে মোস্তাগ্‌রাকান্দ,

চুনিঁদা কেহ্ মনছুরে আইনোল হকান্দ।

যাহারা আল্লাহ পাকের এস্কের নূরের মধ্যে ডুবিয়া আছেন নিশ্চয়ই ইয়াকীন করিবেন যে, তাহারা আল্লাহ পাকের নজরে খুব পছন্দ ও মকবুল বান্দা। তাহারা এক মুহূর্তে যে মজা পাইতেছেন সে মজা দুনিয়ার সমস্ত নেয়ামতের মধ্যেও নাই।

ছাহেবান! বিবি তোহফা একটি সাধারণ বান্দী কহইলেও অসাধারণ হিসাবে তাহার বয়ান মারেফতের অনেক কেতাবের মধ্যে পাওয়া যায়। কয়জনের নাম কেতাবের মধ্যে পাওয়া যায়? হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ দুনিয়া হইতে চলিয়া যায়, কিন্তু খুব সামান্য লোকের নাম কেতাবে উল্লেখ থাকে। থাকে শুধু ঐ ব্যক্তির নাম যিনি মাওলার প্রেমে নিজের জীবনলীলা শেষ করিয়া বিবি তোহফাও নিজের জীবনকে মাওলার জন্য ফানা করিয়া দিয়াছেন। অতএব তাহার নাম চারে দুনিয়াতে মাশহুর হইয়া রহিয়াছে।

বিবি তোহ্ফার নকল

হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহে কেতাবে লিখিয়াছেন যে, বিবি তোহ্ফাকে মালেক সওদাগর নামক এক ব্যক্তি হাজার টাকা দিয়া খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন। আনিয়া দেখেন যে, সে পাগলের ন্যায় চলাফেরা করে। এইজন্য তাহাকে লোহার শিকল দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলেন। একদিন ছারীছুখতি নামক একজন ঐ জামানার বড় আলেম, কামেল ও অলী ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটি বান্দী হাতে পায়ে শিকল লাগানো অবস্থায় জমিনে পড়িয়া গড়াইতেছে আর বলিতেছে– یار کی ہم بستری کو یاد کر

আমার দোস্তের মিলনের কথা স্মরণ করিয়া আমি জবেহ মোরগের মত জমিনে পড়িয়া গড়াইতেছি। অর্থাৎ আমার মা'শুক যখন আমার সঙ্গে মিলে, সেই সময়ের কথা মনে জাগিলে আর আমি সহ্য করিতে না পারিয়া ধুলা-বালুর মধ্যে পড়িয়া কেবল গড়াইতে থাকি। এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই বিবি মস্তবড় একজন অলী-আল্লাহ হইবেন। আল্লাহ পাকের এস্কের জোশে এইরূপ গড়াইতেছে। তাই তিনি ভাবিলেন, আমি যদি এই বিবি তোহ্ফাকে আযাদ করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমাকে হাশরের দিন মাফ করিবেন। অতঃপর তিনি মালেক সওদাগরের কাছে যাইয়া বলিলেন, আপনি বিবি তোহফাকে আমার নিকট বিক্রয় করুন। সওদাগার মাথা খারাপ, তাহাকে নিয়া আপনি কি করিবেন? তিনি উত্তর করিলেন যে, আপনি চিনিতে পারেন নাই। বিবি তোহফা মস্ত বড় অলী আল্লাহ। তাকে খরিদ করিয়া আজাদ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক হাশরে আমাকেমাফ করিবেন। মালেক সওদাগর বলিলেন, আপনি কি বলেন, সাধারণ একটি বান্দী আল্লাহ পাকের অলী? এইকথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে খরিদ করিয়া নিতে হইলে নিতে পারেন। আমার আসল হাজার টাকা দিতে হইবে। আশা করিয়াছিলাম যে, তাহাকে বিক্রয় করিয়া বহু হাজার টাকা লাভ করিব, হাজার বান্দীর মধ্যে এই বান্দীটি অতিশয় খুবছুরাত নওজওয়ান ছিল। কিন্তু সে এখন পাগল হইয়া গিয়াছে, তাই আমার আসল এক হাজার টাকা নিয়া আসুন। ছারীছুখতী (রহঃ) টাকা কোথায় পাইবেন, সেই চিন্তায় অস্থির হইয়া গেলেন। ভাবিলেন,সব মাওলার হাতে, তাই রাত্রে নিদ্রা যাইব না বরং হাত

উঠাইয়া রোণাজারী করিতে থাকিব। অতঃপর তিনি এশার নামাজ পড়িয়া হাত উঠাইয়া মোনাজাত করিতে লাগিলেন। এক মোনাজাতেই ফজর হইয়া গেল। এমন সময় শুনিতে পাইলেন যে, বাহির থেকে একজন ধনী লোক জোর আওয়াজে তাহাকে ডাকিতেছেন। তিনি যখন কাছে গেলেন তখন ধনী ব্যক্তি বলিলেন, হুজুর এই রাত্রে আমি খাবে দেখি যে, আল্লাহ্‌পাক বলিতেছেন, তোমার অনেক মাল-দৌলত আছে; এখনই আমার ছারীছুখতীকে এক হাজার টাকা দিয়া আন, নচেৎ তোমার সমস্ত মালে আগুণ লাগাইয়া জ্বালাইয়া দিব। অতএব সেই টাকা আনিয়াছি। আপনি উহা নেন। তিনি ঐ ব্যক্তিকে সংগে নিয়া বিবি তোহ্ফাকে খরিদ করিতে চলিলেন। পথের মধ্যেই দেখিলেন মালেক সওদাগর হয়রান পেরেশান হইয়া আসিতেছে এবং মোকাবেলা হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, হুজুর এই রাত্রে আমি খাবে দেখিয়াছি যে, আল্লাহপাকের পক্ষ হইতে আমাকে বলা হইতেছে যে, হে মালেক! তুমি যদি আমার বান্দী তোহ্ফা বিবিকে আজাদ করিয়া না দাও তবে কাল কেয়ামতে আমি মাফ করিব না! হায় হায়! হুজুর! আমার কি উপায় হইবে? আমি যে আল্লাহর মস্তবড় কুতুবের সাথে বেয়াদবী করিয়াছি। এইজন্য আপনার খেদমতে আসিয়াছি। চলুন আপনাকে সঙ্গে নিয়া এখনই বিবি তোহ্ফাকে আজাদ করিয়া দিব। আর দেরী করা যায় না। তিনি বলিলেন, আপনি ধৈর্য্য ধরুন। এই আপনার আসল হাজার টাকা নিয়া যান। তাহাকে আমি একাই আজাদ করিব। মালেক সওদাগর বলিলেন, আমার টাকার দরকার নাই। এই বলিয়া বিবি তোহ্ফার কাছে গিয়া তাহার হাত-পায়ের শিকল খুলিয়া দিয়া বলিল, আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে আজাদ করিয়া দিলাম। ইহা শুনিয়া বিবি তোহফা বলিলেন, আপনারা একটু বসুন! আমি দুই রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করিয়া আপনাদিগকে দোয়া দিব এবং আপনাদের দোয়া লইব। এই বলিয়া অজু করতঃ দুই রাকাত নামাজ আদায় করিয়া মোনাজাত দিলেন। মোনাজাতের শেষভাগে বলিতে লাগিলেন, ওহে আমার মা'বুদ! দুনিয়ার মালেক ত মাফ করিয়া দিলেন। এখন আপনি যদি আমাকে মাফ না করেন, তবে আমার কোনই উপায় নাই। এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গায়েব হইয়া গেলেন। তখন তাহারা তিনজনে বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, হায়! আমরা দুনিয়াতে কিসের জন্য আসিলাম। চলুন এখন আমরা কা'বা শরীফ তওয়াফ করিয়া আসি, দুনিয়ার সুখ-শান্তি খুবই

করিয়াছি। দেখি, এখন শেষ জীবনে আখেরাতের পাগল হইতে পারি কিনা এই বলিয়া সেখান থেকে তাঁহারা মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা করিলেন। কতেক দূরে যাওয়া মাত্র ঐ ধনী ব্যক্তি যিনি সকাল বেলা হাজার টাকা নিয়া আসিয়াছিলেন তিনি এন্তেকাল করিলেন এবং ছারীছুখতী ও মালেক সওদাগর মক্কা শরীফে পৌছিলেন! যখন তওয়াফ করিতে শুরু করিলেন তখন দেখেন যে, বিবি তোহফা! তাঁহাদের আগে আগে তওয়াফ করিতেছেন! ছারীছুখতী বলিলেন; ওহে বিবি তোহফা, তোমার মালেক তোমার পিছনে। ইহা শুনিয়া সরমেন্দা হইয়া তাঁহার জন্য খাছ দোয়া করিয়া পুনঃ গায়েব হইয়া গেলেন।

হে মো'মেন ভাই ভগ্নিগণ! দেখুন! একজন মেয়েলোক হইয়া কত বড় অলী আল্লাহ হইয়াছেন। বিবি তোহফা যখন একজন খাঁটি পীর ছাহেবের নিকট মুরীদ হইয়াছিলেন, তখন পীর ছাহেব বলিয়া দিয়াছিলেন, এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা করিবা না আর কাহারও সাথে একটি বেহুদা কথা বলিবা না। জেকের ছাড়া জিহ্বা খরচ করিবা না, তোমাকে আল্লাহ পাক অলী বানাইয়া কবরে নিবেন। আগেরকালে দস্তুর ছিল, পীর ছাহেব যাহা বলিয়া দিতেন, তাহার খেলাফ কেহই করিতেন না। বরং পীরের কথার উপর পূর্ণ ইয়াকীন করতঃ তাহার উপর আমল করিতেন। সেই কারণে মুরীদগণ আল্লাহ পাকের খাছ অলী আওলিয়া হইয়া যাইতেন।

ভাই মোমেনগণ! আল্লাহ পাকের উপর সব মুসলমানই ঈমান আনিয়াছে। কিন্তু সবার ঈমান কি একরকম হইবে? তাহা কখনও নহে। সেই ঈমান কত প্রকার এবং কোন প্রকার ঈমানের কি কর্তব্য তাহা বয়ান হইতেছে। খুব খেয়াল করিয়া বুঝিয়া আমাল করিবেন। বিষয়টি যেমন অতি দরকারী তেমনি খুবকঠিন।

ঈমানের বয়ান

জৌনপুরী হজরত মাওলানা কারামত আলী মরহুম ছাহেব 'নুরুন আলা নুর' নামক কেতাবে ২৫০ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বয়ান করিতেছি। ভাষা যদিও উরদু কিন্তু এবারত খুব কঠিন। আমি বিশেষ চেষ্টা-চিন্তা করিয়া উহা সাধ্যানুযায়ী সহজ বাংলা ভাষায় আমার মুসলমান ভাইদের খেদমতে পেশ করিলাম। প্রথমতঃ বুঝিয়া যে, ঈমান অর্থ বিশ্বাস করা বা ইয়াকীন করা। অর্থাৎ কোন একটি বস্তু না দেখিয়া শুধু শুনিয়া কিম্বা

আলামত পাইয়া সত্য মনে করাকেই ঈমান বলে। আল্লাহ পাক ছোবহানাহু তা'য়ালাকে কেহই দেখি না, তবুও আমার শুনিয়া এবং নিদর্শনসমূহ দেখিয়া তাঁহার জাতের হাস্তি বা অস্তিত্বকে ইয়াকীন ও বিশ্বাস করি এবং এই বিশ্বাস করার মধ্যে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই। এইরূপ ইয়াকীনের চক্ষে দেখাকেই বলে ঈমান। অর্থাৎ স্বচক্ষে কোন বস্তু কেহ দেখিলে যেরূপ ঐ বস্তু অস্তিত্বের উপর তাহার কোনই সন্দেহ থাকে না, ঠিক তদ্রূপ আমরাও যে আল্লাহ তায়ালার জাতকে ইয়াকীনের চক্ষে দেখিতেছি, ইহাতে আমাদেরও কোন সন্দেহ নাই। এই ইয়াকীন আবার তিন প্রকারঃ এলমূল ইয়াকীন, আইনুল ইয়াকীন ও হক্কুল ইয়াকীন।

১। ছায়রে আফাকীর দ্বারা যে ইয়াকীন হাছেল হয় তাহাকে বলে এলমূল ইয়াকীন! অর্থাৎ–আছমান, জমিন, নদ-নদী, গাছ-পালা, তরু-লতা, জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সৃষ্টিবস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া গবেষণা করিলে আল্লাহ পাক সকলের সৃষ্টিকর্তৃ বলিয়া যে ইয়াকীন হাছেল হয়, তাহাকেই বলে এলমূল ইয়াকীন।

২। বহির্জগতের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবল নিজের অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গবেষণা করিলে অর্থাৎ আমি কে? কোথায় ছিলাম? কোথা হইতে আসিলাম? মাতৃগর্ভ হইতে এই রকম সুন্দর গঠনে তৈয়ার করিয়া কে আমাকে এখানে আনিলেন? কোন কারিগরের তৈয়ারী ছাড়া কোন বস্তুইত পাওয়া যায় না, অতএব আমাকেও ত কেহ না কেহ অবশ্য পয়দা করিয়াছেন। তবে তিনি কে এবং কোথায় আছেন? নিশ্চয়ই তিনি আমার ভিতরেই আছেন। যেমন কোরআন পাকের মধ্যে আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন— وَفِىٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

আর (তোমাদের সৃষ্টিকর্তা) তোমাদের মধ্যেই আছেন, তোমরা কি দেখিতে পাও না? অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, তুমি যখন কিছুই ছিলা না তখন আমিই তোমাকে এক ফোটা নাপাক পানি দ্বারা এইরূপ সুন্দর করিয়া তৈয়ার করিয়াছি। তোমাকে এই রকমভাবে তৈয়ার করার আমি ছাড়া আর অপর কাহারও ক্ষমতা নাই। এইরূপভবে তোমাদের নফছের বা আত্মার বিষয় চিন্তা করিলেই তোমরা আমাকে তোমাদের নফছের ভিতরে দেখিতে পাইবে। এখন বুঝা গেল যে, আল্লাহ যখন নিজেই বলিয়া দিতেছেন যে, আমি তোমাদের ভিতরেই আছি তখন নিশ্চয়ই ইয়াকীন করিতে হইবে যে, আল্লাহ আমার মধ্যেই আছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ নিজের

নফছের বা আত্মার গবেষণার ফলে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি যে পরিমাণ ইয়াকীন হাছেল হয়, সেই পরিমাণ ইয়াকীনকে বলে আইনুলইয়াকীন।

৩। এলমুল ইয়াকীন ও আইনুল ইয়াকীনের খেয়াল ফানা হইলে পরে শুধু খালেক, মালেক আল্লাহ্ তায়ালার পাক জাতের গবেষণার ফলে তাঁহার কুদরাতি জাতের প্রতি যে পরিমাণ ইয়াকীন হাছেল হয়, সেই পরিমাণ ইয়াকীনের নাম হক্কুল ইয়াকীন। কিন্তু এ কথাও জানিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক যে, হক্কুল ইয়াকীন বা আল্লাহ তায়ালার পাক জাতের খেয়াল নিজ ইচ্ছায় হাছেল হয় না। উক্ত দুই প্রকার ইয়াকীন পুরাপুরিভাবে হাছেল হওয়ার পরে আল্লাহ্ পাক যাহাকে ইচ্ছা করিয়া এই হক্কুল ইয়াকীনের দরজা দান করেন, তিনিই এই মর্তবা লাভ করিতে পারেন নচেৎ ইচ্ছা করিয়া কেহ ঐ দরজায় পৌছিতে পারে না। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার ইয়াকীন এখতিয়ারী অর্থাৎ ইচ্ছা করিয়া চেষ্টা করিলেই হাছেল হয়। কিন্তু তৃতীয় প্রকারের ইয়াকীন গায়েরে এখতিয়ারী অর্থাৎ স্বেচ্ছায় হাছেল হয় না। ইহা যখন হাসেল হইবে তখন মাবুদ ছাড়া আর কিছুই মালুম হইবে না। ছুরাত-শেকেল ও রং কিছুই থাকিবে না। শুধু ফানাই ফানা। ইহা মাবুদের খাছ দান বৈ কিছুই নহে।

মোমেন দোস্তগণ! পূর্বেই বলিয়াছি, বিষয়টি খুব জটিল এবং আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা অতি সংক্ষেপে হইয়াছে। আমার দেল চায় যে, বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতঃ আপনাদিগকে এমনভাবে বুঝাইয়া দেই, যাহাতে সকলেই বুঝ পাইতে পারেন। সেহেতু আমার প্রিয় পুত্র মাওলানা সৈদয় মোহাম্মদ ফজলুল করিমকে বলিলাম যে, বাবা! মনে হয় এই আমার জীবনের শেষ কেতাব। তুমি মনোযোগ সহকারে কেতাব দেখিয়া খোলাছাভাবে এ বিষয়ে একটি সুন্দর রচনা লিখিয়া দাও। তাই সে দুদিনের চেষ্টায় নিম্নলিখিত এবারত লিখিয়া দিল্যম। ছাহেবান! মাশা আল্লাহ আমি উহা পাঠ করিয়া দেখে খুব শান্তি পাইয়া আপনাদের খেদমতে পেশ করিলাম। ঈমানদার মুসলমান ভাই ছাহেবগণ আমাকে দোয়া করিবেন।

এলমুল ইয়াকীন আইনুল ইয়াকীন হক্কুল ইয়াকীন এবং চায়েরে মোস্তাক্বীল ও চায়েরে মোস্তাদীরের বয়ান

ছায়ের অর্থ ভ্রমণ করা। আল্লাহ তায়ালার জাতে পাকের মারেফত অর্জনের নিমিত্ত নিজের মন ও খেয়ালকে ভ্রমণ বা ছায়ের করানো প্রধানতঃ দুই প্রকারঃ যথা– ১। ছায়েরে মোস্তাক্বীল, ২। মোস্তাদীর। ছায়েরে মোস্তাক্বীল অর্থ ছালেকের পক্ষ থেকে জাতে বারী তায়ালাকে হাসিলের নিমিত্ত নিজের নফছের বাহির থেকে খোঁজ করা। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার ঐ সকল আয়াত ও নিশানাসমূহ যাহা আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের পরিচায়ক, তৎপ্রতি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখা এবং তাহার ভিতরে গবেষণা করা। যেমন আল্লাহ্ পাক নিজের কতিপয় কুদরাতকে উল্লেখ করিয়া ফরমাইয়াছেন–

اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

নিশ্চয়ই চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য এই সমস্তের ভিতর আল্লাহ তায়ালার রেফতের আলামত ও নিশানা আছে। তাই এই মর্মে কবি বলিয়াছেনঃ

برگ درختان سبز در نظر هو شيار
هرور قے دفتر يست معرفت كر دگار

উচ্চারণ ঃ বরগে দরাখতানে ছবজ দর নজরে হুশিয়ার,
হর ওয়ারাকে দফ্তরেস্ত মারেফাতে কেরদেগার।

যাহারা বুদ্ধিমান তাহাদের জন্য আল্লাহ্ পাকের মারেফত হাছেল করা মোটেই কষ্টকর নহে। কেননা, প্রত্যেকটি লতাপাতার প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে, আল্লাহ পাক সর্বস্থানেই বিদ্যমান আছেন। যেহেতু নেশানার প্রতি লক্ষ্য পড়িলে তাহার অন্তরালে মাশুকের প্রতিও লক্ষ্য পড়ে, তাই মজনু কুকুরের পা চুম্বন করিয়াছিল। কবি বলেন–

پائے سگ بوسيده مجنوں خلق پرسيد ايں چه بود
گفت ايں سگ گاه گا هے کوئے ليلى رفته بود

উচ্চারণ ঃ পায়ে ছাগ বুছিদা মজনু খলকে পুরছীদ ইঁ চে বুদ,
গোফতেই ছাগ গাহ্ গাহে কোয়ে লায়লা রফতা বুদ।

মজনুকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তদুত্তরে বলে, যদিও উহা আমার মাশুক নয়, তবুও উহার থেকে আমার মাশুকের ঘ্রাণ আসে ও

তাঁহার কথা স্মরণ পড়ে। কারণ এ আমার মাশুকের পথ ধূদিয়া চলা-ফিরা করে। তাই তাহার পায়ের না এর পায়ে আছে। এই কারণেই আল্লাহর প্রেমিকেরা আল্লাহর কুদরাতের প্রতি মোরাকাবা করিয়া বেহুশ ও অস্থির হইয়া যান।

কবি বলেন ঃ

"জ্বালায়ে এস্কের বাতি রয় গোপনে।

ছায়রে মোস্তাত্বীল بعد دو بعد অর্থাৎ দূরই দূর। কারণ মানব আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তায়ালার মারেফত হাছেল করার জন্য সমস্ত সৃষ্টবস্তুর প্রতি দৃষ্টি করে তখন হাজার হাজার বস্তুর প্রতি নফছ দৌড়াইতে থাকে। তৎসমুদয় খোদা পাকের অস্তিত্বের পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু তখন ছালেক আল্লাহর জাত থেকে বহুত দূরে থাকে। আল্লাহ পাকের জাতের পরিচায়ক বস্তুসমূহ দেখাকে ছায়েরে আফাকী বলে। তবে এখন দেখা গেলে যে, চায়েরে মোস্তাত্বীল ও ছায়ের আফাকী প্রায় একই জিনিস। এই উভয় প্রকার ছায়েরের ফলে ছালেকের কাছে নূর প্রকাশ পায় এবং কাশ্‌ফ ইত্যাদি হাছেল হয়।

২। ছায়েরে মোস্তাদীর অর্থ– খেয়াল ও মোরাকাবাকে দেলে চারি পার্শ্বে ঘুরানো। অর্থাৎ মানব যখন বহির্জগতের চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া নিজের নফছের মধ্যে গাওর ও তাফাক্কুর করিতে থাকে এবং নিজের নফছের মধ্যে হক ছোবহানাহু তায়ালাকে তালাশ করিতে থাকে, যেমন– ছুরায়ে যারিয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন– وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ (আল্লাহ পাক) তোমাদের মধ্যেই আছেন, তোমরা কি দেখ না? এর অর্থ এই যে, আল্লাহ পাকের কোন মাখলুক, কোন সুরাত (যেমন আসমান, বেহেস্ত) এবং কোন তাজাল্লীর চিন্তা ও খেয়াল না করা বরং শুধু নিজের দেলের ভিতর আল্লাহর জাতের চিন্তা করা এবং আল্লাহকে চিনিবার যে বড় প্রমাণ এবং আলামত নিজের ভিতর আছে তাহার মধ্যে চিন্তা করিয়া আল্লাহকে চিনা। যেমন, বলা হইয়াছে–

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ যে ব্যক্তি নিজের নফছকে চিনে, সে আপন মাবুদকেও চিনিয়াছে। ছায়রে মোস্তাদীরের ফলেও নূর ইত্যাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এসব আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের আসল উদ্দেশ্য হুছুলে জাতে বারী তালা। যেমন ধুয়া

দেখা মাকছুদ নয়, মাকছুদ অগ্নি পাওয়া। তবেই ছায়রে মোন্তাহা বা শেষ সফর যাহা আমাদের আসল মাকসুদ তাহা হাছেল হইয়া থাকিবে। অতএব, বুঝতে হইবে যে, ছায়রে আনফুছী ব্যতীত মোশাহাদা অর্থাৎ দীদারে বারী তালা হাছেল হয় না।

আল্লাহ তায়ালার জাতে পাকের মারেফতের মধ্য ছালেকের যে ইয়াকীন হাছেল হয়, তাহার তিনটি স্তর আছে। এই তিনটি স্তরের নামই যথাক্রমে– (১) এলমুল ইয়াকীন, (২) আইনুল ইয়াকীন, (৩) হক্কুল ইয়াকীন।

ছায়রে আফাকী বা মোস্তাত্বীল এবং মোস্তাদীর ছায়রে আনফুছীর ফলে যে সমস্ত নূর ছালেক দেখিতে পায় অথবা ছালেকের সম্মুখে প্রকাশ পায় যেমন ছুরাতান তাজাল্লী কিংবা রংযুক্ত নূর, চাই সে নূরের সীমা থাকুক বা না থাকুক। অর্থাৎ ছালেকের মোরাকাবার ফলে তাহার সম্মুখে অনেক সময় এমন নূর প্রকাশ পাইবে যাহার কোন রং আছে, ছুরাত আছে, আবার কোন সময় এমন নূর প্রকাশ পাইবে যাহার কোন রং থাকিবে না। অনেক সময় তাহার সীমা পাওয়া যাইবে, কোন সময় সীমা পাওয়া যাইবে না। ছালেকের সম্মুখে শুধু নূর থাকিবে, ছায়ের ও মোরাকাবার দ্বারা যে প্রকারেই নূর প্রকাশ হউক না কেন এর ফলে যে ইয়াকীন হাছেল হইবে, তাহাতে এলমূল ইয়াকীনের ফায়দা দিবে। অর্থাৎ এই প্রকার আলামত যখন প্রকাশ পাইবে, তখন ছালেকের মনে করিতে হইবে যে, আমার এলমূল ইয়াকীন হাছেল হইয়াছে।

যখন ছালেকের সম্মুখে এই সমস্ত আলামত হইতে থাকিবে তখন তাহার কর্তব্য হইবে এ সকলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আরও সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। কারণ মুল উদ্দেশ্য অর্থাৎ হুছুলে জাতে বারী তালার তুলনায় এর কোনই মূল্য নাই। যদিও এর মর্তবা কম নহে। কেননা ইহা মূল উদ্দেশ্য হাছেলের সাহায্যকারী এবং ইহাতে এলমুল ইয়াকীনের ফায়দা দেয়, এর উদাহারণ যেমন ধূয়া দেখা আর অগ্নি। যদি কেহ ধুয়া দেখিতেই মশগুল হইয়া থাকে, তাহলে তাহার অগ্নি কখনও অর্জন হইবে না। তবে ধূয়া দেখার এতটুকু উপকার হইল যে, সে বুঝিতে পারিল যে, অমুক জায়গায় আমার আসল মককছুদ আছে। নূর ইত্যাদি প্রকাশ পাওয়াও ঠিক তদ্রুপ, যদিও ইহাতে ছালেকের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না, তবুও ছালেকের আল্লাহ্ পাকের দীদার হাছিলের জন্য সাহায্যকারী হইবে। লা মাকছুদা

ইল্লাল্লাহ, লা–মাহবুবু ইল্লাল্লাহু বলিয়া ছালেক যখন সমস্ত জিনিসকে নফী করিতে থাকে এবং নফীকেও যখন নফী করিতে থাকে, তখন যে নূর ছালেকের সম্মুখে প্রকাশ পাইতে থাকে তাহাতেও এলমুল ইয়াকীনের ফায়দা দিবে। অর্থাৎ ইহাও এলমুল ইয়াকীনের মধ্যে শামিল। এই সমস্ত হালাত ছালেক ছাড়া অন্যের বুঝিবার শক্তি নাই। কারণ দুনিয়াদারগণ এর সংবাদ মোটেই রাখে না। যেমন– নাবুঝ ছেলের কাছে বিবাহের কথা বলিলে তাহার বিরক্তি আসিবে। কবি বলেনঃ

কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে,
কভু আসি বিষে দংশেনি যারে।

শায়ের বলেন ঃ

اے فاختہ پروا زکنی برسر ور
درد دل مرغان گرفتا رچہ دانی

উচ্চারণ ঃ আয় ফাখতা পরওয়াজ কুনি বরছার ওয়ার,
দরদে দিলে মোরগানে গ্রেফতার চে দানি।

আবদ্ধ পাখীর মনের ব্যথা, মুক্ত পাখী যে মহা আনন্দে ডালে ডালে ঘুরা ফিরা করিতেছে সে কি বুঝিবে? যদিও এলমুল ইয়াকীন মূল উদ্দেশ্যের তুলনায় কিছু না, তবুও খোদা অন্বেষণকারীদের জন্য ইহাও কম নহে। কেননা ছালেকের জন্য ইহাই প্রথম সিঁড়ি। এর পরের স্তর হইল আইনুল ইয়াকীনের। যখন সমস্ত নূরের পর্দা চলিয়া যাইবে এবং খোদার দীদার ও মোশাহাদা হাছেল হইবে তখন ছালেকের অস্তিত্ব বলিতে কিছুই থাকিবে না। এবং যে এলমুল ইয়াকীন হাছেল হইয়াছিল তাহারও কোন খোঁজ খবর থাকিবে না। এখন খুব বুঝিয়া লউন যে, এ দীদার আম ও খাছ সবারই হাছেল হইতে পারে। কিন্তু ব্যবধান এতটুকু যে, আম লোক আল্লাহ পাকের সৃষ্ট জীব দেখার ভিতরে মশগুল থাকার কারণে তাহাদের পূর্ণ দীদার লাভ হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি তারকারাজীর সৌন্দর্যের চিন্তায় থাকিলে সূর্য দেখার ভাগ্য তাহার হয় না। এইরূপ আওয়াম ছায়রে আফাকীর মধ্যেই মশগুল থাকার কারণে তাহার পূর্ণ দীদার লাভ হয় না। কিন্তু খাছ লোক এ সবের দিকে দৃষ্টি না করিয়া খোদা পাকের দীদারের জন্য বেহুশ হইয়া যায়, তাই তাহাদের দীদার অর্জন হয়। তখন খোদা ছাড়া সমস্ত জিনিস তাহাদের কাছে ফানা হইয়া যায়। কোন নূর ও তাজাল্লীর

কথাও তাঁহাদের স্মরণে থাকে না। ছালেক নিজে কোথায় কি অবস্থায় থাকে তাহারও কোন সংবাদ তাহার থাকে না। তাই শায়েব বলিয়াছেন–

غرقہ دریا بجز دریا ندید
غیر دریا ہست بروی نہ پدید

উচ্চারণ ঃ গরকায়ে দরইয়া বাজুজ দরিয়া নাদিদ্
গয়রে দরিয়া হাস্তে বরওয়ায় নাহ পেদিদ্।

দরিয়ায় ডুবা ব্যক্তি যেরূপ পানি ছাড়া কিছুই দেখে না, সেইরূপ ছালেকেও খোদা ছাড়া কিছুই দেখে না এবং কিছুর খবর রাখে না। কি অবস্থায় কি দেখে তাহারও কোন খবর থাকে না। মোটকথা আল্লাহর মধ্যে লয় হইয়া যায়। ইহাকে ফানা ফিল্লার দর্জা বলা হয়। হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্তী রহমাতুল্লাহি আলাইহে ফানা ফিল্লার সাগরে গরক হইয়া বলিয়াছেন–

چہ تدبیر اے مسلمانان کہ من خودرا نمی دانم
نہ ترسا آں بہودیم نہ گبرم نہ مسلمانم

উচ্চারণ ঃ চে তদ্‌বীর আয় মুসলমানাঁ কে মান খোদরা নামিদানাম,
না তরছা আঁইহাহুদিয়াম না গাবরাম না মুসলমানাম।

نہ شرقیم نہ غربیم نہ بویم نہ بحریم
نہ از ملک عراقیم نہ از خاك خراسانم

উচ্চারণ ঃ না সরকিয়াম না গরবিয়াম না বর্‌রিয়াম না বাহরিয়াম
না আজ মুলকে এরাকিয়াম না আজ খাকে খোরাছানাম।

مکانم لامکاں باشد نشانم بے نشاں باشد
نہ جانم نہ تنم باشد نہ باشد عشق جانانم

উচ্চারণ ঃ মোকানাম লা মোকাঁ বাশদ নেসানাম্ বেনেশা বাশদ,
না জানাম না তনাম বাশদ না বাশদ এশকে জানানম।

হে মুসলমান ভাই সকল! এখন আমার উপায় কি? আমিতো এখন আমাকে চিনি না, আমি যে কে তাহাও জানি না। আমি কি জাতি, মুসলমান, না ইহুদী, না অগ্নিপূজক তাহাও বলিতে পারি না। আমার বাড়ী কি পশ্চিম অঞ্চলে, না পূর্ব অঞ্চলে, পানিতে না তটে, কিছুই আমি জানি না। এখন আমার মাকান হইয়াছে লামাকান, আমার চিহ্ন বলিতে কিছুই

নাই। আমার জীবনও নাই, আমার শরীরও নাই। এমনকি আমার মাশুকের এশকও এখন ভুলিয়া গিয়াছি আমার বলিতে আমার এখন কিছুই নাই।

এসব দর্জা সবার হাছেল না হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, আল্লাহ তায়ালার খেয়াল হইতে মানুষ অধিকাংশ সময়ই গাফেল থাকে, নচেৎ আল্লাহ পাকত নিজেই বলেন– وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ

"তোমরা যেখানেই থাক, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। তবে আল্লাহ পাক যে কি রকম দেখা দেন এবং কি প্রকারে আমাদের সঙ্গে থাকেন তাহা তিনিই জানেন, উহা মানুষের বুঝিবার ও বলিবার কোনই সাধ্য নেই। তাই এই মর্মে শায়ের কি উত্তম বলিয়াছেন–

این معیت می نه گنجد در بیان
نے زماں خبردارد زو نے مکان

উচ্চারণ ঃ ই মাইয়্যাত মি নাগুনজাদ দরবয়াঁ
নায় জমাঁ খবর দারাদ জু নায় মোকাঁ।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ছোবহানহু তায়ালা কিরূপ সাথে থাকেন তাহা বলার সাধ্য নাই।

এর উপরের দর্জাই হইল হক্কুল ইয়াকীনের দর্জা। আল্লাহ পাক দয়া করিয়া যাহাকে দান করেন তিনি ছাড়া কাহারও পাওয়ার সাধ্য নাই। এ দীদার আল্লাহর তরফ থেকে হয়, বান্দার তরফ থেকে নয়। হক্কুল ইয়াকীন ঐ দীদারকে বলে, যে দীদার আইনুল ইয়াকীন ও এলমুল ইয়াকীনের দীদার তথা নির্দিষ্ট দীদার উঠিয়া যাওয়ার পরে হাছেল হয়। অর্থাৎ ছালেকের খাটনীর ফলে যে মোশাহাদা করার তাহার আগ্রহ জন্মিয়াছিল তাহাও যখন চলিয়া যাইবে, তখন। মোটকথা যখন তাহার কোন মোশাহাদা করার কোন দরকার থাকিবে না, তখন হক্কুল ইয়াকীন অর্জন হইবে। ইহাকে বাকা-বিল্লার দর্জা বলা হয়। হযরত বাহাউদ্দিন নশকবন্দ (রাঃ) বলেন যে, ছালেক ফানা-ফিল্লার পরে বাকা-বিল্লার মধ্যে যাহা দেখেন তাহা নিজের মধ্যেই দেখেন। তখন খালেককে চিনা তো দূরের কথা, নিজের পরিচয়ই তাহার থাকে না। ইহাই হইল ঐ দর্জা যে সম্পর্কে হাদীছে কুদছীতে আছে, আল্লাহ বলেন– بِىْ يَسْمَعُ وَبِىْ يَبْصُرُ

আমার দ্বারা শোনে এবং আমার দ্বারা দেখে। এ দর্জা সম্পর্কেই বলা হয় যে, ছালেকের হাত আল্লাহর হাত, তাহার জবান আল্লাহর জবান। এই

অবস্থায় সমস্ত অজুদ ফানা হইয়া খোদারই মধ্যে মিশিয়া যায়। তখন ছালেকের দুনিয়া হুশ বাকী থাকে না। যাহা বলেন নিজ ইচ্ছায় বলেন না। কারণ নিজের অস্তিত্ব বলিতে কিছুই নাই। সম্পূর্ণ খোদার হইয়া গিয়াছে। এইজন্যই মানছুর হাল্লাজ আনাল হক (আমি খোদা) বলিয়াছেন। একথা আসলে মানছুর বলেন নাই বরং আল্লাহ্ পাক মানছুরের জবান দ্বারা বলাইয়াছেন। মানছুর হাল্লাজ বলেন–

من نمی گویم انا الحق یار می گوید بگو
چوں نمی گویم مرا دلدار می گوید بگو

উচ্চারণ ঃ মাননামি গোইয়াম আনাল হক ইয়ারে মিগুইয়াদ বোগো
চুনামি গোইয়াম মোরা দিলদারে মিগোইয়াদ বোগো।

হে মুসলমান ভাই সকল! আমি আনাল হক বলি না বরং খোদা বলেন মানছুর! তুমি আনাল হক বল। যখন আমি বলা ক্ষান্ত করি তখন খোদা বলেন মানছুর, বল। তাই শায়ের বলেন–

گفت فرعونے انا الحق گشت پست
گفت منصورے انا الحق گشت مست

উচ্চারণ ঃ গোফ্‌ত ফেরাউনে আনাল হক গাশতে পস্ত,
গোফ্‌ত মানছুরে আনাল হক গাশতে মস্ত।

لعنت الله ایں انارا در قفا
رحمة الله ایں انارا در وفا

উচ্চারণ ঃ লানাতুল্লা ইঁ আনা রা দর কফা
রহমাতুল্লা ইঁ আনারা দর ওফা

ফেরাউন যে আনাল হক বলিয়াছে, তাহা নিজের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে। কিন্তু মানছুর নিজে বলেন নাই বরং তাঁহার লক্ষ্য নিজের দিকেও ছিল না। এইজন্যই ফেরাউনের উপর খোদার গজব নাজেল হইয়াছে অথচ মানছুরের উপর খোদা পাকের হাজারও রহমত রহিয়াছে। উক্ত তিন প্রকার ইয়াকীনের বয়ান এই পর্যন্ত শেষ হইল।

ঈমান নষ্টকারী রিপুসমূহ

ভাই মোমেনগণ! ঈমানকে যদি কেহ মজবুত রাখিতে চান, তবে তাহার জন্য ঈমান নষ্টকারী দুশমনদিগকে চিনিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। কেতাবে লিখিত আছে—

خواهی که شوددل تو چوں آئینه

ده چیز بروں کن ازدروں سینه

উচ্চারণ ঃ খাহি কে শওয়াদ দিলে তু চুঁ আয়িনা,
দাহ্ চিজ বেরুকুন্ আজ দরুঁনে ছিনা।

حرص وطمع وبخل وحرام و غیبت

کذب وحسدو کبرور یاو کینه

উচ্চারণ ঃ হেরেছ ও তমো বোখলো হারাম ও গিবাৎ,
কেজব ও হাছাদ ও কেবর্ ও রিয়া ও কিনা।

কেহ যদি নিজের দেলকে আয়নার মত পরিষ্কার রাখিতে ইচ্ছা রাখেন, তবে আপনার দেলের মধ্যে যে দশটি রিপু আছে, সেগুলিকে দেলের থেকে বাহির করিয়া দেন।

১। হেরেছ অর্থাৎ পরের ধন-দৌলত দেখিয়া লোভ করা।

২। ত্বমা অর্থাৎ নিজের অনেক ধন-সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও আরও বাড়াইবার জন্য ব্যস্ত থাকা।

৩। বখিলী (কৃপণতা) অর্থাৎ মালদার হইয়া মালের যাকাত ফেৎরা কোরবানী আদায় না করা এবং লিল্লাহ্ দান খয়রাত ইত্যাদি না করিয়া মাল জমা করিয়া রাখা।

৪। হারাম অর্থাৎ যে সমুদয় জিনিস আল্লাহ্ পাক খাইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং যে সকল কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সে সমস্ত হইতে বাঁচিয়া না থাকা।

৫। গীবাত অর্থাৎ গোপন কেহ কোন কাজ করিলে অসাক্ষাতে তাহার নাম বলিয়া উহা প্রকাশ করা।

৬। মিথ্যা বলার আদত করা। মিথ্যা তিন প্রকার (এক) যে মিথ্যা কথায় অপরের ক্ষতি হয়, যেমন মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া, মিথ্যা দাবী করিয়া অন্যের জিনিস নিজের বলিয়া গ্রহণ করা এবং কাহাকেও মিথ্যা দোষারূপ

করা ইত্যাদি। এই প্রকারের মিথ্যা কথা বলা [illegible] তরক করা ওয়াজিব। (দুই) যে মিথ্যা কথায় নিজের কোন লাভ নাই কিম্বা অপরেরও কোন ক্ষতি হয় না, এরূপ মিথ্যা কথা বলা মোবাহ্ কিন্তু ইহাতে দেল মুর্দা হইয়া যায়। যেমন— কেহ মাছ ধরিতে গিয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মাছ কি পরিমাণ পাইয়াছেন? উত্তর দিল অনেক মাছ পাইয়াছি। আসলে কিন্তু মোটেই পায় নাই ইত্যাদি। এই প্রকার মিথ্যা বলাও ত্যাগ করা উচিত। (তিন) যে মিথ্যা কথা দ্বার নিজের হক প্রাপ্য ঠিক থাকে, অপরের ক্ষতি হয় না, কিন্তু মিথ্যা না বলিলে নিজের হক নষ্ট হইয়া যায়। যেমন কাহারও স্ত্রী নিয়া অন্যের সাথে মামলা চলিতেছে, এমতাবস্থায় যদি মিথ্যা না বলিলে স্ত্রীকে নাহকভাবে অন্যে নিয়া যাওয়ার ভয় থাকে তবে তখন মিথ্যা বলিয়া নিজের স্ত্রীকে হারামীর থেকে উদ্ধার করা ওয়াজিব।

৭। হাছাদ অর্থাৎ অপরের শান্তি ও উন্নতি দেখিয়া মনে দুঃখ পাওয়া এবং তাহার অবনতির আশা দেলে পোষন করা।

৮। কেবের বা অহঙ্কার অর্থাৎ নিজেকে ভাল ও বড় মনে করা এবং অপরকে মন্দ ও ছোট মনে করা।

৯। রিয়া লোক দেখানো কাজ অর্থাৎ যে কোন নেকের কাজ এরূপ নিয়তে করা যে, এই কাজটি আমি করিলে লোকে আমাকে ভক্তি ও প্রশংসা করিবে। ইহা বড়ই খারাপ, রিয়াকারী আখেরাতে নেকীর কোন ছওয়াব পাইবে না। কিন্তু কিতাবে লিখা আছে, যদি কেহ রিয়া দেল থেকে বাহির করিতে না পারে, তবে সে নেকের কাজ করিতেই থাকিবে, রিয়া করিবার চেষ্টা করিবে না, তাহলে নেকের কাজ করিতে করিতে আল্লাহর ফজলে রিয়া আছুদা হইয়া তাহার দেল থেকে আপনা আপনি বাহির হইয়া যাইবে। যেমন জেকরে জলী করিবার সময় কতেকের রিয়া আসে, কিন্তু জেকের করিতে করিতে সে রিয়া আর থাকে না। আছুদা হইয়া দেল থেকে বাহির হইয়া যায়। ছাহেবান! যদি কেহ খালেছ নিয়তে শুধু আল্লাহ পাকের কাছে ছওয়াব পাইবার আশায় কোন নেকের কাজ করে এবং লোকেও এইজন্য তাহাদের প্রশংসা করে তবে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। ইহা রিয়া নহে।

১০। কীনাহ্ বিদ্বেষ করা অর্থাৎ যদি কেহ কাহারও উপর ক্রোধান্বিত হয় আর সে সময় তাহার প্রতিশোধ লইতে না পারে তবে ঐ গোস্বা দেলের মধ্যে পোষণ করিয়া চলা এবং প্রতিশোধ লইবার চেষ্টায় থাকা ও তাকে ঘৃণার চোখে দেখা।

মোরাকাবার ছবক

ভাই মোমেনগণ! এই তরীকার হাকীকাত ভালরূপে জানিতে চাহিলে আমার প্রণীত মারেফতে হক ও ভেদে মারেফত নামক কেতাবদ্বয় খুব খেয়ালের সাথে বার বার পাঠ করুন।

প্রকাশ থাকে যে, আমি আমার মোমেন ভাই-বোনদের সুবিধার্থে আমাদের তরীকায়ে চিস্তিয়ায়ে ছাবেরিয়ার প্রথম ছবকখানা আমার প্রণীত প্রত্যেক কেতাবে লিখিয়া দিয়াছি এবং ১২ তছবীহ্ বা নফি এছবাত হাফ দম ও আনফাছের ছবক তিনটি মারেফতে হক কেতাবের মধ্যে লিখিয়াছি। এখন আবার দেলে খেয়াল হইল যে, বাকী মোরাকাবাহ ও মোশাহাদার ছবকসমুহেরও মানী বুঝাইয়া দিয়া লিখিয়া দিলে জাকেরীন ভাই- বোনদের পক্ষে ছবক শিখিতে ও ছবক মস্ক করিতে খুব আরাম হইবে। অতএব পৃথক পৃথকভাবে উহা এখানে লিখিয়া দিলাম।

১। প্রথম মোরাকাবার ছবক ঃ أَلَمْ تَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرٰى সূরায় আলাকের মধ্যে রহিয়াছে أَلَمْ يَعْلَمْ হুশিয়ার! তেলাওয়াতের সময় আলাম ইয়ালাম, এরূপ (গায়েবের ছিগাহ দ্বারা) পড়িবেন এবং মোরাকাবার সময় আলাম তালাম এরূপ (হাজেরের ছিগাহ) খেয়াল করিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকে যেন আপনার কাছে হাজির থাকিয়াই বলিতেছেন বান্দা! তুমি জান না যে, আমি তোমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছি। মোরাকাবার সময় এরূপ শুধু মাবুদকে হাজের জানার খেয়াল দেলের মধ্যে চাপাইয়া বা আটকাইয়া রাখা দরকার। তখন আয়াত তেলাওয়াত করা বিশেষ দরকার নহে। এই আয়াত শরীফের মানীর খেয়াল দেলে আটকাইয়া যত বেশী সময় পারেন মোরাকাবা করিবেন। আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, এইরূপ এক ঘন্টা আল্লাহ পাকের খেয়াল থাকিলে ৬০ বৎসরের নফল বন্দেগীর ছাওয়াব পাইবেন।

پس ازسی سال ایں معنی محقق شد بخاقانی

که یك دم باخد ابودن به از تخت سلیمانی

উচ্চারণ ঃ পছ আজ ছি ছাল ইঁমানী মোহাক্কাক শোদ বাখাকানী,
কে একদম বাখোদা বুদান বেহ্ আজ তখতে ছোলায়মানী।

হযরত খাকানী (রহঃ) বলেন যে, ৩০ বৎসর মারেফতের রাস্তায় চলার বাদে আমার কাছে এই মানী ঠিক হইয়াছে যে, এক মুহূর্তকাল মাওলার খেয়াল মোরাকাবায় বসিয়া থাকা ছোলায়মান আলাইহেচ্ছালামের তখ্ত ও বাদশাহী অপেক্ষা অনেক ভাল।

হুশিয়ার! হুশিয়ার! ছবকে বসিয়া যেন কেহ দুনিয়ার খেয়ালে মগ্ন হইয়া না থাকে। খাছ করিয়া যখন মোরাকাবা ও মোশাহাদার ছবকে বসিবেন, তখন দেখিবেন মাছি পোকার ন্যায় চতুর্দিক হইতে শয়তান নানা প্রকার ফল, ফুল নিয়া আপনার নিকট আসিবে ও আপনাকে দেখাইতে থাকিবে। অথবা এমন সময় মজার খেয়াল ও জরুরী কথা আপনার নিকট হাজের করিবে যেদিকে আপনার নজর করা একান্ত আবশ্যক। যেমন আপনার একটি জটিল মামলার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে অথবা স্ত্রী বা পুত্র-কন্যার অসুখ আছে সেই চিন্তা আনিয়া দিবে। এই প্রকার যে কোন উপায় হউক আপনার দেলকে মাওলার খেয়াল থেকে জুদা করিবার চেষ্টা করিবেন। তাই মাওলানা রুমী ছাহেব ফরমাইয়াছেন ঃ

ترك دنیا گیر تا دینت بود

اجالدہ از دست تاایںت بود

উচ্চারণ ঃ তরকে দুনিয়া গির তা দিনাত বুয়াদ,
আজালেদাজ দস্তে তা ইঁনাত বুয়াদ।

তোমার দেল থেকে দুনিয়ার খেয়াল সব দূর করিয়া ফেল, তাহলে নিশ্চয়ই মাওলায়ে পাক তোমার কলবে স্থান লইবেন, কোন সন্দেহ নাই। ভাই মোমেনগণ! আপনার মধ্যে যে একটি রূপ আছে, তাহাত আপনি দেখেন না। উহা কি বস্তু, উহার রং কি এবং কিভাবে আছে, তাহা আপনি কিছুই বুঝিতে পারেন না। এখন ভাবিয়া দেখুন! আপনার রূহটি যদি ঐরূপ আপনার মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে পারে তবে আল্লাহ পাক আপনার মধ্যে কেন গোপন থাকিতে পারিবেন না। কলবটি যদি গুনাহ্ হইতে পাক রাখিতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই মাওলায়ে পাক সে কলবে গোপন থাকিতে পারিবেন।

২। দ্বিতীয় মোরাকাবার ছবক ঃ কোরআন মজীদের প্রথম পারার সূরা বাকারার ১৪ রুকুতে রহিয়াছে فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ এই আয়াত শরীফের মানীর দিকে খেয়াল করতঃ এরূপ মোরাকাবা করিবেন, যেন আল্লাহ পাক আপনার সামনে থাকিয়া বলিতেছেন যে, হে আমার

বান্দা! তোমার মুখখানা যেদিকে ফিরাইবে, সেদিকেই আমার মুখখানা দেখিতে পাইবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বলেন, হে বান্দা! আমার কুদরাতী মুখ তোমার মুখের সঙ্গে সবসময়ই মিলিয়া থাকে, তাহা তুমি কেন খেয়াল কর না? তুমি যখনই আমার দিকে খেয়ালের নজর ফিরাইবে তখনই আমাকে তোমার সম্মুখে দেখিতে পাইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৩। তৃতীয় মোরাকাবার ছবক ঃ ২৭ পারায় ছুরায়ে হাদীদের প্রথম রুকুতে রহিয়াছে وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ হুশিয়ার! তেলাওয়াতের সময় গায়েবের লফ্জ দ্বারা অহুয়া মায়াকুম এরূপ পড়িবেন এবং মোরাকাবার সময় হাজেরের লফ্জ দ্বারা আনা মায়াকুম বলিবেন ও খেয়াল করিবেন যে, আল্লাহ্ বলেন–হে বান্দা! তুমি যেখানেই থাক না কেন, আমি তোমার সাথে মিলিত আছি। তোমার দেল এদিক ওদিক কেন ফিরাও?

৪। চতুর্থ ছবক নূরে পাছ আনাফাছ ঃ প্রথম দুনিয়ার সকল রকমের খেয়াল দেল থেকে একেবারে বাহির করতঃ দূরে ফেলিয়া দিবেন। তৎপর খেয়াল করিবেন যে, আমার সম্মুখে সব আল্লাহ্ পাকের নূর জমা আছে। এই খেয়ালের সাথে মাথা নীচের দিক দিয়া খুব জোরে নাকে শ্বাস টানিবেন ও সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠাইবেন এবং মনে করিবেন যে, আল্লাহ পাকের নূর উঠাইয়া আমার ছিনাকে পরিপূর্ণ করিতেছে। যখন মাথা সোজা হইবে এবং শ্বাস লওয়াও শেষ হইবে তখন মাথাকে ডানদিক হইতে ঘুরইবেন ও শ্বাস ছাড়িবেন। এই সময় মনে করিবেন যে, আমার চতুর্দিকে আল্লাহ্‌পাকের নূর ঘিরিয়া রহিয়াছে, আমি ঐ নূরের মধ্যে বসা আছি। এই সময় মাথাও পুনঃ ক্রমান্বয়ে নীচের দিকে ঝুঁকিতে থাকিবে এবং এইরূপ কিছু সময় মোরাকাবায় থাকিলে পরে যখন দেখিবেন যে, দুনিয়ার খেয়াল আসিতে চায়, তখন আবার ঐরূপ শ্বাস টানিয়া লইবেন ও ছাড়িবেন। এইরূপ যতক্ষণ পারেন মোরাকাবায় থাকিবেন।

৫। পঞ্চম মোরাকাবার ছবক ঃ ২৬ পারায় ছুরায়ে যারিয়াতের প্রথম রুকুতে রহিয়াছে وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ খেয়াল করিবেন যে, আল্লাহ বলিতেছেন, হে বান্দা! আমি তোমার ছিনার মধ্যে আছি তবে তুমি কেন দেখ না? এই হইল আখেরী মোরাকাবার ছবক। যিনি এই ছবক লইয়া যাইতে পারিবেন, তিনি হাশরের মাঠে আওলিয়াদের জমাতে দাখেল হইতে পারিবেন। কোন সন্দেহ নাই।

মোশাহাদার ছবক

১। প্রথম মোশাহাদার ছবক ঃ ২৪ পারায় ছুরায়ে ক্বাফের ২য় রুকুতে نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ খেয়াল রাখিবেন যে আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন, হে বান্দা! এই খেয়াল ঠিক হইয়া যাইবে যে, আল্লাহ পাক আমার গর্দানের রগের চেয়েও অতি নিকটে সেই বান্দা মাবুদের খেয়াল ছাড়া এক পলকও থাকিতে পারে না এবং জীবনে একটি গুনাহর কাজও করিতে পারে না। মাওলানা ছাহেব ফরমাইয়াছেন ঃ

نَحْنُ اَقْرَبُ گفت مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْد
تو فگند تیر افکارت را بعید

উচ্চারণ ঃ নাহনু আকরাবু গোফতে মিন হাবলুল ওয়ারিদ,
তু ফাগন্দ তীরে আফকারাত রা বাইদ।

আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন, ওগো বান্দা! আমি তোমার শাহ রগের চেয়ে নিকটে আছি, তুমি কেন ধ্যানকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছ? অর্থাৎ আমাকে দূরে খোঁজ করা দরকার নাই। খেয়াল ঠিক রাখিতে পারিলে নিকটেই পাইতে পার।

২। দ্বিতীয় মোশাহাদার ছবক ঃ ৯ম পারায় আরাফের ১৭ রুকুর মধ্যে رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ মুছা আলাইহেচ্ছালাম বলিয়াছিলেন, ওহে আমার মাবুদ! আপনি আমাকে দেখা দেন। আপনাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লই। বাবা! আপনিও মুছা (আঃ)-এর স্থানে বসিয়া ঐ আয়াত পাঠ করিবেন। আর ঐ মানী খেয়াল করিবেন।

৩। তৃতীয় মোশাহাদার ছবক ঃ উক্ত আয়াতের পরের আয়াত لَنْ تَرٰنِىْ وَلٰكِنْ اُنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ এখানেও পূর্ব আয়াতের মানী ওগো মাওলা! আপনি আমাকে দেখা দেন, আমি আপনাকে এক নজর দেখিয়া লই। এই খেয়াল করার সাথে সাথে এই আয়াতের মানী খেয়াল করিবেন যে, আল্লাহ পাক আপনাকে জওয়াব দিতেছেন যে, কখনও তুমি আমাকে দেখিতে পারিবে না। কিন্তু যদি তুমি একান্তই আমাকে দেখিতে চাও, তবে কোহে তুর পাহাড়ের দিকে (অর্থাৎ তোমার ছিনার দিকে) নজর কর, তা হলে তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে। আপনার ছিনাকে অর্থাৎ কলবকে

কোহে তুর মনে করিয়া পূর্ব ধ্যানের সাথে ক্বলবের দিকে তাকাইয়া থাকিবেন। যাহা কিছু মালুম হইবে তাহাই নূর মনে করিবেন। যদি কোন রং বা ছুরাত না দেখে খালি স্থান দেখেন, অথবা যদি দেলের মধ্যে কেবল জোশ মারিতে থাকে, চিক আসে, হাত-পা আছাড় খাইতে থাকে, তাকে ইয়াকীন করিবেন যে, ইহাই আসল নূর, আল্লাহ্ পাকের সাথে আপনার রূহের দীদার হইয়াছে। নচেৎ এরূপ হাল জয্বা হইবে কেন? আল্লাহ্ পাকের শুকুর করুন ও ইয়াকীন করুন যে, আল্লাহ পাক নিশ্চয়ই দেখা দিয়াছেন।

৪। চতুর্থ মোশাহাদার ছবকঃ উক্ত আয়াতের পরের আয়াত فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ আল্লাহ্ পাকের হুকুম অনুযায়ী মুছা আলাইহেচ্ছালাম কোহে তুর পাহাড়ের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। যখন আল্লাহ পাক তুর পাহাড়ের উপর আপন নূরের তাজাল্লী দিলেন তখন নূরের তাজাল্লী পাহাড়কে খান খান করিয়া দিল। এবং মুছা (আঃ) বেহুশ হইয়া জমিনের উপর পড়িয়া গেলেন। বাবা! আপনিও যখন মুছা (আঃ)-এর ন্যায়। আপনার ছিনারূপ তুর পাহাড়ের দিকে তাকাইয়া থাকিবেন, তখন ইয়াকীন করিবেন যে, আল্লাহ পাক আমার ছিনার উপরে নূরের তাজাল্লী ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং এই সময় দেলের জবান দ্বারা অর্থাৎ মনে মনে মাওলায়ে পাকের সাথে কালাম করিতে থাকিবেন যে, হে মাওলায়ে করীম! আপনি দয়া করিয়া আমাকে দেখা দেন এবং দেলের কান পাতিয়া রাখিবেন তাহলে ঐ দেলের কান দ্বারা শুনিতে পাইবেন যে, মাবুদ আপনাকে ডাকিয়া আমার নূরের তাজাল্লী ছাড়িয়া দিয়াছি। তখন দেলের চক্ষু দিয়া দেখিতে পাইবেন যে, আপনার ক্বলবের উপরে অতি বেগে নূরের খেলা খেলিতে থাকিবেন। আর মাওলার সাথে নিয়ম মত প্রেমের আলাপ করিতে থাকিবেন। যত বেশী সময় এই খেয়ালে মগ্ন থাকিবেন, ততই মাওলার সাথে এশকের মজা বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু খবরদার! এই সময় মাওলার সঙ্গে যত প্রকার কালাম হইবে এবং যাহা কিছু মালুম হইবে তাহা আপন মোর্শেদ ব্যতীত অপর কাহারও নিকট কিছুই ব্যক্ত করিবেন না। অন্যথায় নছীব মন্দ হইয়া যাইবে।

৫। পঞ্চম মোশাহাদার ছবক ঃ ২৯ পারায় সূরায়ে মোজাম্মেলের প্রথম রুকুতে وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا এই আয়াত শরীফের মানী এরূপ খেয়াল করিবেন যে, হে বান্দা! তুমি আমার সাথে মিলনের মত মিল। তুমি

আমার সঙ্গে মিলনের আশায় বহু দূর-দারাজের রাস্তা তৈয় করিয়া আসিয়াছ। তাই তোমাকে আমি কবুল করিয়া লইলাম এবং আমার সাথে মিলিবার জন্য এজাজত দিলাম। অর্থাৎ তোমার যে মাটির কায়া আছে, তাহা আজ হউক, কাল হউক একদিন ঐ মাটির সঙ্গেই মিলিয়া যাইবে। অতএব এখনই উহা মাটির সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে, এই মনে করিয়া তুমি তোমার রূহটিকে আমার সাথে মিলাইয়া দিবার চেষ্টা কর। তুমি যদি পুরাপুরি নাও মিলাইতে পার, তবে তোমার আগ্রহ দেখিয়া তোমাকে আমার সাথে মিলাইয়া লইব। তাফছীরে হোছায়েনীর মধ্যে লিখা আছে ঃ

اگر از جانب معشوق نباشد کششے
طالب عاشق بے چارہ بجائے نرشد ۔

উচ্চারণ ঃ আগার আজ জানেবে মাশুক না বাশদ কাশাশী
তালেবে আশেকে বেচারা বাজায়ে নারছদ।

মাশুকে হাকীকী আল্লাহ্ পাক যদি আপন আশেক বান্দাকে নিজ ইচ্ছায় মেহেরবানী করিয়া ডাকিয়া না নেন, অর্থাৎ কবুল না করেন, তবে আশেক বেচারা শত চেষ্টা করিলেও আপন মাকছুদে পৌছিতে পারিবে না। অর্থাৎ মাওলাকে দেখিতে পারিবে না। কিন্তু তবুও তাহার উপরে ফরজ এই যে, জীবনলীলা শেষ হওয়া পর্যন্ত মাওলাকে পাইবার জন্য প্রাণপণে কোশেশ করিতেই থাকিবে। তাহলে রহমান খোদা আপন রহমতে নিশ্চয়ই তাহাকে কবুল করিয়া লইবেন।

৬। ষষ্ঠ মোশাহাদার ছবক ঃ ১৮ পারায় সূরা নূরের ৫ম রুকুর শুরুতে اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ খেয়াল করিবেন যে, আসমান জমীন সমস্তই আল্লাহ্‌র নূরের মধ্যে ডুবিয়া আছে এবং নূরের মধ্যেই আমি চলাফেরা করিতেছি। অর্থাৎ ৭ তবক আসমান ও তাহার মধ্যে যে খোলা জায়গা আছে এবং আসমান জমিনের মধ্যে যে খালি জায়গা আছে আর জমিনে ৫ শত বৎসরের রাস্তা-মাশরেক, মাগরেব, শেমাল ও জুনুব সমস্ত জায়গায় আল্লাহ্ পাকের নূর ভরা। কোন একটি স্থান নূর ছাড়া নাই। আমি বসি নূরের মধ্যে, শয়ন করি নূরের মধ্যে, চলাফিরা নূরের মধ্যে, শরীরে যে বাতাস লাগিতেছে তাহাও নূর। এইরূপ এই আয়াতের মানীতে সবকিছুই আল্লাহ্ পাকের নূর খেয়াল করিবেন।

৭। সপ্তম মোশাহাদার ছবক ঃ সূরায়ে নূরের ঐ ৫, রুকুতে نُورٌ عَلٰى نُورٍ নূরের উপর নূর। এই আয়াত শরীফের মানীতে খেয়াল করিবেন যে, আমার ছিনা নূরে পরিপূর্ণ আছে। অর্থাৎ ছিনার ভিতরে নূর আবার নূরের উপরে নূর আবার নূর। তখন আল্লাহ্‌র ফজলে দেখিতে পাইবেন যে, আরশে মোয়াল্লা পর্যন্ত সমস্তই নূরে নূর, নূর দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ঐ নূরের মধ্যে খেয়ালকে ডুবাইয়া রাখিবেন।

৮। অষ্টম ছবক ঃ ৪ পারার সূরা আল ইমরানের ১৯ রুকুতে كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন— প্রত্যেক জানদারের মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতেই হইবে। আপনি খেয়াল করিবেন যে, আজরাঈল (আঃ) মওতের শরবৎ নিয়া আমার সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। এখনই আমার জান কবজ করিবেন। কিন্তু আমি আমার জানটিকে আজরাঈল (আঃ) কে নিতে দিব না, মাওলায়ে পাকের হাতে দিব। এইজন্য আপনার সম্মুখে যে আল্লাহ্ পাকের নূর আছে, সেই নূরের মধ্যে আপনার রূহ্‌কে মিলাইয়া দিয়া খালি করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া রাখিবেন। আপনি মাওলা পাকের নূরের সাথে খেলিতে খেলিতে অতি আনন্দের সাথে তাঁহার খাছ দরবারে চলিয়া যাইবেন।

৯। নবম ছবক ঃ ২৭ পারায় সূরায়ে আররহমানের ১ম রুকুতে خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ আল্লাহ বলেন, আমি মানুষ পয়দা করিয়া তাহাদিগকে বাকশক্তি বা কথা বলিবার ক্ষমতা দান করিয়াছি। এই আয়াতে আপনি খেয়াল করিবেন যে, আমার শরীরে হাজার হাজার গোস্তের টুকরা আছে। কিন্তু তাহার কোন অংশ দ্বারা আমি কথা বলিতে পারি না, আমার মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি না। মাবুদ আমার জিহ্বার মধ্যে তাঁহার অসীম কুদরতে কথা বলার শক্তি দান করিয়াছেন। এই শক্তি আমাকে কেন দান করিয়াছেন? দুনিয়ার কথা বলিতে, না তাঁহাকে ডাকিবার জন্য? তবে আমাকে এরূপ ডাকিবার ক্ষমতা দান করিয়া তিনি আমার থেকে লুকাইয়া থাকিবেন? আমি আমার ঐ জিহ্বা অর্থাৎ মুখ দ্বারা ডাকিয়া তাঁহাকে আমার নিকটে আনিব। যেমন শিশু সন্তানকে প্রথমে তিনি ক্রন্দনের শক্তি দিয়াছেন। সে আমাকে ডাকিতে পারে না। কিন্তু যখনই কোন দরকার হয় কান্না শুরু করিয়া দেয়। মা যখন তাহার কান্না শুনেন, যত দূরে থাকেন না কেন, শত কাজ ফেরিয়াও কাছে দৌড়িয়া আসেন। তেমনিভাবে আপনিও মাবুদের নিকটে শিশুর ন্যায় তাই তাঁহাকে ডাকিতে

না জানিলেও যদি কেবল কাঁদিতেই থাকেন তবে তিনি যথায় থাকুন না কেন নিশ্চয় আপনাকে জওয়াব দিবেন। কেননা আপন সন্তানের প্রতি মা-বাপের যত মায়া, তাহার চেয়ে একজন আদনা মুর্খ বান্দার প্রতি মাবুদের ৭০ গুণ বেশী মায়া (ছোবহানাল্লাহ)। অবান মাওলার জেকেরে মশগুল থাকিয়া মনে করিবেন যে, আমি মাওলায়ে পাকের কাছে নূরের মধ্যে বসিয়া আছি। যে বান্দা মাওলাকে ডাকে তাহার উত্তরে মাওলা বলেন, লাব্বায়েকা ইয়া আবদী - বান্দা আমি তোমার কাছে হাজির আছি।

হযরত আলী মোরতাজা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু ফরমাইয়াছেন–

إِذَا خَلَا فِي الظَّلَامِ مُبْتَهِلًا * اَجَابَهُ اللّٰهُ ثُمَّ لَبَّهٗ سَالَتْ
عَبْدِيْ وَاَنْتَ فِيْ كَنَفِيْ * وَكُلَّ مَا قُلْتُ قَدْ سَمِعْنَاهُ صَوْتَكَ
تَشْتَاقُهٗ مَلَائِكَتِيْ * فَذَنْبُكَ الْاٰنَ قَدْ غَفَرْنَاهُ فِيْ جَنَّةِ الْخُلْدِ مَا
تَمَنَّاهُ * طُوْبَاهُ ثُمَّ طُوْبَاهُ *

যখন কোন বান্দা একা অন্ধকারে রাত্রে আল্লাহ্ পাকের কাছে ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদে, তখন মাওলায়ে পাক আপন রহমতে তাহার সমস্ত দোয়া কবুল করেন এবং করেন যে, হে আমার বান্দা! আমি তোমার মকছুদ পুরা করার জন্য তোমার কাছেই হাজির আছি। তুমি যাহা কিছু আমার কাছে চাহিতেছ, আমি তোমার নিকটে থাকিয়াই সমস্ত শুনিতেছি। আমার ফেরেশতাগণ তোমার ঐ ক্রন্দনের আওয়াজ শুনিয়া খুব আনন্দ পায়। তোমার গুনাহ-খতা সবই মাফ করিয়া দিলাম। তুমি আমার কাছে যাহা কিছু পাইবার আরজু করিতেছ, তাহা সমস্তই তোমার জন্য বেহেশতের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছি। অতএব আপনি ডাকিতে জানেন না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিবেন না, শিশুর মত কেবল কাঁদিতে থাকুন। মাওলানা রুমী রহমাতুল্লাহি আলাইহে ফরমাইয়াছেনঃ

تو مگو مارا بداں شه بار نیست
باکریماں کارها دشوار نیست

উচ্চারণ ঃ তু মগো মারা বদা শাহ্ বারে নেস্ত
বা করিমাঁ কারেহা দেশওয়ারে নেস্ত।

তুমি একথা বলিও না যে অতবড় মাওলার দরবারে যাওয়ার আমার সাধ্য নাই। তোমার সাধ্য না থাকিলেও মাওলায়ে করীমের কাছে কোন কাজ অসাধ্য নাই। তোমার ডাকার কাজ তুমি ডাকিতে থাক, তবেই তিনি আপন রহম ও করমের দ্বারা তোমাকে কবুল করিয়া লইবেন।

১০। দশম ছবক ঃ ২৮ পারায় তাহরীমের ২য় রুকুতে –

نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ -

আপনি খেয়াল করিবেন যে, আমি এখন হাশরের মাঠে উঠিয়াছি, মানুষের মধ্যে কান্নাকাটির রোল পড়িয়াছে, এমন সময় আপনি মনে করিবেন আমার সামনে নূর এবং আমার ডানদিকে নূর। আমি নূরের মধ্যে নূরের তামাশা দেখিতেছি, নূরের খেলা খেলিতেছি।

১১। একাদশ ছবক ঃ ৪র্থ পারায় সূরায়ে আল - ইমরানে ২০ রুকুতে اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ নিশ্চয় আল্লাহ্ পাকের কুদরাতের দলীল আসমান ও জমিন বানানোর মধ্যে মওজুদ আছে। আসমান ও জমিনের দিকে নজর করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, উহা আল্লাহই পয়দা করিয়াছেন, অন্য কেহ নহে। এই সময় আপনি খেয়াল করিবেন যে, যিনি এই বিশাল আসমান ও বিরাট জমিন পয়দা করিয়াছেন, তিনি কত বড় মাওলা। তাঁহার কতবড় শক্তি। আরও খেয়াল করিবেন যে, আসমান ও জমিনের মাঝে খোলা জায়গাটি খালি নহে। উহা সমস্ত নূরে পরিপূর্ণ আছে। ইয়াকীনের চক্ষু সেই দিকে ঘুরাইবেন, সেইদিকেই আল্লাহ পাকের নূর, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

জরুরী নছীহত

আমার জানের পেয়ারা মোমেন ভাই-ভগ্নিগণ! আপনি শরীয়তের পুরোপুরি পাবন্দ থাকিয়া এই পর্যন্ত আসিতে পারিলে পরে যদি আপনি মাওলায়ে পাকের মোরাকাবা ও মোশাহাদার গাওর, ফেকের ও খেয়ালে মগ্ন থাকেন, তবে আপনার ইহার পর আর কোন কষ্ট থাকিবে না। আল্লাহ তায়ালার কাছে যাওয়ার পথ খুব তাড়াতাড়ি আয়ত্ব করিতে পারিবেন। যেমন হযরতমাওলানা শায়েখ সাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহে ফরমাইয়াছেন–

بپائے طلب راہ بدینجا بری
وزینجا ببال محبت پری

উচ্চারণ ঃ ব-পায়ে তলব রাহ্ বদিঁজা বরি,
ওয়াজিঁজা ববালে মোহাব্বত পরি।

এই পর্যন্ত এশক আপনাকে শরীয়তের রাস্তা দিয়া পায়দলে চালাইয়াছে। এখন যদি আপনি মাওলায়ে পাকের এশেকের খেয়াল কায়েম রাখেন, তবে আপনাকে মহব্বতের বাজু বা পর লাগাইয়া দেওয়া হইবে। আর আপনি শুধু ঐ মহব্বতের বাজু দ্বারা উড়িয়া খুব তাড়াতাড়ি মারেফতের রাস্তা অতিক্রম করতঃ মাওলায়ে পাকের কোরবাত বা নৈকট্য হাছেল করিতে থাকিবেন।

بدرد بقیس پردھائے خیال
نماند سرا پردہ الا جلال

উচ্চারণ ঃ বদ্‌দরাদ ইয়াকিঁ পরদাহায়ে খেয়াল,
নামানদ ছারা পর্দাই ইল্লা জালাল।

এমনকি আপনার এইসব ইয়াকীনে কামেল দ্বারা মাওলায়ে পাক ও আপনার মধ্যের সমস্ত পর্দা ফাড়িয়া ফেলিবেন তখন আর আল্লাহ পাকের জালাল ও বুজুর্গীর পর্দা ছাড়া অন্য কোন পর্দা বা আড় থাকিবে না। অতএব হুঁশিয়ার! যাহারা মোরাকাবা ও মোশাহাদার ছবক পাইয়াছেন কিম্বা পাইবেন, তাঁহারা সর্বদা খেয়াল রাখিবেন যে, আমার দ্বারা ছুন্নাতের খেলাপ কোন কাজ বা একচুল পরিমাণও শরীয়তের খেলাপ কোন কাজ না হয়। সে সমুদয় স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহ জায়েজ এবং দেখা দেওয়া হারাম, শত ক্ষতি হইলেও কোন সময়ই তাহাদের মোকাবেলা হইবে না। ইহা কবীরাহ গুনাহ। খবরদার! বিনা এজাজতে কখনই কেহ কেতাবে লেখা পাইয়া উপরের ছবক ও মশক আদায় করিবেন না, করিলে ফায়েজ পাইবেন না। আপনার পীর ছাহেবের খেদমতে হাজির হইয়া ছবক নিবেন, অথবা একান্ত ঠেকা বশতঃ দেখা করিতে না পারিলে এনভেলাপসহ পত্র পাঠাইয়া এজাজত নিবেন। মোকাবেলা ছবক নিতে পারিলেই বেশী ভাল হয়। মাওলানা রুমী ছাহেব বলিয়াছেন ঃ

یک زمانہ صحبتے با اولیا
بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

উচ্চারণ ঃ এক জমানা ছোহবতে বা আউলিয়া
বেহতর আজ ছদ্ ছালাহ্ তায়াত বেরিয়া

কতেক সময় পীরে কামেলের খেদমতে থাকা বে-রিয়া খালেছ নিয়তে একশত বৎসর ইবাদত করার চেয়েও উত্তম। এখন বুঝিয়া দেখুন, পত্রের দ্বারা লওয়া ও মোকাবেলা ছবক লওয়া কত বেশ-কম।

মুজাহেদগণের কর্তব্য ও নিয়মাবলী

আমার প্রাণের দোস্তগণ! শুনুন, কবরে যাইবেন, হাশরে উঠিবেন, পোলছেরাত পার হইবেন। বিনা অছিলায় ইহার কোন স্থান হইতে মুক্তি পাওয়ার সাধ্য নাই। আমার দেলে আসিল যে, মানুষের এইসব পথ ভয় করিতেই হইবে। সুতরাং কোন একটি অছিলা ধরাইয়া দিতে পারিলে তাহাদের ঐ সমুদয় সঙ্কটময় পথ চলিতে আর ভয় থাকিবে না। অতএব মুজাহিদ কমিটি নামক একটি দল বা জামাত গঠন করিলাম। আল্লাহ্ পাক আপন কালাম কোরআন মজীদের মধ্যে অনেক জায়গায় মুজাহিদগণ সম্বন্ধে উল্লেখ করতঃ তাহাদিগকে বেহেশতের খোশ-খবরী দিয়াছেন। আমার পীর কেবলার খেদমতে এক সময় আরজ করিলাম যে, হুজুর! আমাদের পশুরীকাঠি খোন্দকার বাড়ীতে অনেকগুলি ঘর আছে এবং বহুলোক একই বাড়ীতে বসবাস করি। আর আমার ভগ্নিপতি আমাদের ঘরের ভিতরে সব সময় আসা যাওয়া করেন। নিষেধ করিলে খুব বেশী বেজার হইবেন। এমতাবস্থায় আমি ঐ বাড়ী থাকিয়া কিরূপে খাছ পর্দা করিতে পারি? পীর সাহেব কেবলা ফরমাইলেন, বাবা! আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। কেননা আল্লাহ পাক নিজেই কোরআন মজীদের মধ্যে ওয়াদা করিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ـ

যাহারা আমাকে পাইবার জন্য কোশেশ করিবে, নিশ্চয়ই তাহাদিগকে আমি আমাকে পাইবার পথ বাতাইয়া দিব। দোস্তগণ! আমার পীর জনাব ক্বারী সাহেব রহ্মাতুল্লাহি আলাইহের দোয়ার বরকতে আল্লাহ্ পাক আমার সমস্ত কাজের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক যাহারা আখেরাতের শান্তি পাইবার আশায় নফছের সঙ্গে জেহাদ করিবার জন্য খালেছ নিয়ত করিবেন, তাহারা এই মুজাহিদ কমিটিতে নাম দিবেন। একখানা সাপ্তাহিক হাজিরা খাতা বানাইয়া লইবেন। যেদিন যেখানে সুযোগ পাইবেন, সপ্তাহে একদিন সকলে সেখানে গিয়া মাগরিবের নামায জামাতে পড়িবেন এবং মাগরিবের দুই রাকাত ছুন্নাতের বাদে নফল বা ছুন্নাতের নিয়তে ৬ রাকাত আওয়াবীন নামায পড়িবেন। নামায শেষ করিয়া সকলে জেকেরের কায়দায়

বসিয়া যাইবেন। ইমাম সাহেব জেকেরের মানী বুঝাইয়া দিবেন। অতঃপর সকলে একত্রে জেকের করিতে থাকিবেন। ইমাম সাহেব যখন মোনাজাত করিবেন, তখন আপনারাও সকলে দেল গলাইয়া রোনাজারীর সাথে দুইহাত উঠাইয়া আল্লাহুম্মা আমীন! আল্লাহুম্মা আমীন! বলিতে থাকিবেন।

মোনাজাত শেষ হইলে ইমাম সাহেব সকলকে নামাজের ছুরা-কেরাত মশখ করাইবেন এবং নামাজের মধ্যে পড়িবার দোয়া-কালাম শিক্ষা দিবেন। পরে সকলেই ইমামসাহেবকে শুনাইয়া ভালরূপে ছহীহ করিয়া নিবেন। এইরূপে অল্প অল্প করিয়া শিখিতে ও শিখাইতে থাকিলে অনেকদিন না যাইতেই সকলেই সূরা-কেরাত ও দোয়া- তাছবীহ্ ছহীহ করিয়া পড়িতে পারিবেন- ইনশা আল্লাহ্ ইমাম সাহেবের কাছে ঢিলা -কুলুখ, অজু গোছল ও তায়াম্মুম, পাক-নাপাকের মাছয়ালা এবং নামাজের ফরজ, ওয়াজিব ও ছুন্নত কি কি, তা অল্প অল্প শিখিতে থাকিবেন। অতঃপর এশার নামাজ পড়িয়া চলিয়া যাইবেন। দোস্তগণ! মানুষের মৃত্যুর পরে মস্তবড় একটি পরীক্ষা হইবে যে, এই ব্যক্তি কোন জামাত হতে বাহির হইয়া আসিয়াছে? যিনি জাকেরীনের জামাত থেকে বাহির হইবেন, তিনি বিনা হিসাবে বেহেশতে যাওয়ার লায়েক হইতে পারিবেন। আর যাহারা কোন পাপ কাজের দল থেকে বাহির হইয়া কবরে পৌঁছিবে, প্রমাণ হইবে যে, তাহারা জাহান্নামের জামাত থেকে বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাহারাও বিনা হিসাবে জাহান্নামী হইবে।

মুজাহিদ কমিটির মধ্যে একজন ইমাম, একজন প্রেসিডেন্ট, একজন সেক্রেটারী থাকিবেন এবং ৪৫ জন খাছ মেম্বার দায়ী ইলাল্লাহ অর্থাৎ আখেরাতের কাজের দিকে লোকদিগকে ডাকিবার জন্য থাকিবেন। বাকী লোক সকল সমস্তই আম মেম্বর পদে থাকিবেন। যদি কেহ এই কমিটি গঠন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে উক্ত নিয়মে নামসমূহ তালিকাভুক্ত করিয়া মুজাহিদ কমিটির অফিসে পাকা খাতায় উঠাইয়া রাখা হবে এবং ঐ কমিটির মারফতে ১২, ১৩ ও ১৪ই অগ্রহায়ণ এবং ১২, ১৩ ও ১৪ই ফাল্গুন চরমোনাইর বাৎসরিক মাহফিলের দাওয়াতপত্র পাঠান হইবে। এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত লোকদের মধ্য হইতে যদি কেহ এন্তেকাল করেন, তবে দুই মাহফিলের যে কোন মাহফিলের মুজাহিদ কমিটির অফিসের সম্মুখে মৃত তালিকার সাইনবোর্ডে তাহার নাম লিখিয়া দিবেন। শেষ মুনাজাতের সময় খতম পড়িয়া ইনশাআল্লাহ তাদের জন্য দোয়া করা হইবে। আশা করি

আল্লাহ পাকের হাজার হাজার প্রেমিক বান্দাগণ হাত উঠাইলে নিশ্চয়ই এ মুজাহিদের জন্য আল্লাহ পাক সুবন্দোবস্ত করিবেন, এতে কোন সন্দেহ নাই।

আপনাদের অসীম চেষ্টার ফলে আল্লাহ পাকের রহমতে চরমোনাই রশীদিয়া মদ্রাসাখানা চলিতেছে। এদিকেও মেহেরবাণীপূর্বক আপনারা সকলে সর্বদা খেয়াল রাখিবেন এবং দোয়া করিবেন যেন, আল্লাহ পাক আপনাদের চেষ্টা ও মাদ্রাসাখানা কবুল করেন। যাহারা আমার দুনিয়ার সন্তান, তাহারা যেরূপ আমার দুনিয়ার সম্পত্তি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবেন সেইরূপ আপনারা আমার আখেরাতের সন্তান, আপনারা আমার আখেরাতের সম্পত্তি রক্ষা করিবার চেষ্টায় থাকিবেন। আমি আশা করি, এই মাদ্রাসাখানা আখেরাতের ৩০ হাজার বৎসরের রাস্তা পোলছেরাত পার হইবার জন্য আমাদের সকলের একটি ছওয়ারী রেলগাড়ী স্বরূপ হইবে। আল্লাহ পাক যেন এই মাদ্রাসার অছিলায় আমাকে ও আমার সকল দোস্তদার মোমেন মুসলমান ভাই-বোনদিগকে পোলছেরাত পার করিয়া নেন। আমীন! ছুম্মা আমীন! খোদা না করুন, কোন বালা-মুছীবত আসিলে অথবা কোন নেকের কাজ করিবার নিয়ত করিলে এই মাদ্রাসার জন্য মান্নত করিবেন। আল্লাহ পাক আপনাদিগকে যত প্রকার ফসলাদি দান করেন, তাহা হইতে মণ প্রতি আধাসের আল্লাহর ওয়াস্তে এই মাদ্রাসার জন্য রাখিয়া দিবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের আয় হইতেও মাসে মাসে কিছু কিছু এই মাদ্রাসার জন্য রাখিবেন। মোটকথা, যে কোন উপায়ে আল্লাহ পাকের রহমতে আপনি যাহা কিছু উপার্জন করিতে থাকিবেন, উহা হইতে কিছু অংশ পরকালে পাইবার আশায় এই দ্বীনি মাদ্রাসায় দান করিবেন। আল্লাহ পাক আপনাদিগকে বরকত দিবেন, কোন সন্দেহ নাই। মাদ্রাসার লিল্লাহ বোডিংয়ে দেশী-বিদেশী তালেবুল এলেম থাকিয়া লিল্লাহ খোরাক খাইয়া দ্বীনি এলেম শিখিতেছে। সেইজন্য জাকাত, ফেতরা, মান্নত এবং কোরবাণীর চামড়া ইত্যাদি বোডিংয়ের জন্য দান করতঃ দুজাহানের অশেষ নেকী ও বরকত হাছেল করিবেন। এ মাদ্রাসা ও বোডিংকে আমার একার কিংবা শুধু এ দেশবাসীর বলিয়া কেহ মনে করিবেন না। বরং প্রত্যেকেই নিজের মাদ্রাসা মনে করিয়া প্রাণপণে সাহায্য করিবেন। ধান, চাউল ইত্যাদি বিক্রি করিয়া মাদ্রাসা ফ্রি বোডিং ফান্ড উল্লেখ করিয়া মানিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিবেন। অথবা ১২, ১৩ ও ১৪ই অগ্রহায়ণ এবং ১২, ১৩ ও ১৪ই ফাল্গুন মাদ্রাসার মাহফেলে হাজের হইয়া দিয়া যাইবেন।

তরীক্বাতের ভেদের বয়ান

তরীক্বার ভেদ সম্বন্ধে আমার পীর সাহেব কেবলার খেদমতে আমি ছুয়াল করিলাম যে, হুজুর! অন্যান্য কতেক পীর সাহেবগণ ৬ লতিফা, ২০ লতিফা ইত্যাদি বাতাইয়া থাকেন। যথা– কূলব, রূহ, নফছ, ছের, খফি, আখফা, আব, আতশ, খাক ও বাদ প্রভৃতি। আর আপনি শুধু কূলবের ছবকই বাতাইতেছেন, অন্যকিছু বাতান না, ইহার ভেদ কি? হুজুর কেবলা জওয়াবে বলিলেন, বাবা! কূলবের কথা কোরআন শরীফের মধ্যে উল্লেখ আছে। যেমন আল্লাহ বলিয়াছেন– اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

এবং হাদীস শরীফের মধ্যে আছে :

اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ
كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ ـ

কিন্তু কোরআন শরীফ বা হাদীস শরীফে লতিফার বিষয় সে রকম কোন বয়ান পাওয়া যায় না, তবে আওলিয়ায়ে কেরামের মধ্যে অনেকে লতীফার ছবক বাতাইয়াছেন এবং উহা জায়েযও আছে কিন্তু বড়ই কঠিন। কূলব হইল দরিয়ার মেছাল দুনিয়াতে যখন জোয়ার আসে তখন খাল বিল, পুকুর, ডোবা ইত্যাদি পানিতে ভরিয়া যায়। মানুষের শরীরের মধ্যে ২৬ কোটি লতীফা আছে। যাহারা কূলবের ছবক নিয়া খুব বেশী পরিমাণ কোশেশ করেন, তাহাদের কূলব জারী হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য সব লতীফাও খুলিয়া যায়। সেজন্য আর ভিন্ন কোশেশের দরকার হয় না। পুনঃ ছুয়াল করিলাম যে, হুজুর! কতেক পীর ছাহেবগণ ৪/৫ তরীকা বাতান আর আপনি শুধু এক তরীকা বাতান, ইহার ভেদ কি? তিনি বলিলেন, বাবা! তরীকা অর্থ রাস্তা বা মঞ্জিলে মাকছুদে যাইবার পথ। যদি এক রাস্তায় চলিয়াই মাকছুদে পৌছিতে পারা যায়, তবে আর অন্যান্য রাস্তা ধরার কি আবশ্যক? দেখুন বাবা! শেজরাতুৎ তাইয়্যেবা নামক কেতাবের ১৮ পৃষ্ঠায় হযরত মাওলানা আবদুল আওয়াল ছাহেব লিখিয়াছেন, আমাদের বাংলাদেশে ছুন্নত তরীকা মতে যে পীর মুরীদীর তিনটি ছেলছেলা বা তরীকা চলিয়া আসিতেছে, তাহার মুল বা আসল গোড়া এক বটে। অর্থাৎ হযরত মাওলানা আবদুর রব মরহুম ছাহেবের পীর হযরত মাওলানা হাফেজ আহাম্মদ ছাহেব (রহঃ) তাঁহার পীর হযরত মাওলানা সৈয়দ আহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহে। এদিকে আমার পীর ক্বারী সাহেব (র), তাঁহার পীর কুতুবে আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহী ছাহেব (রহঃ), তাঁহার পীর হযরত মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী সাহেব

(রহঃ), তাঁহার পীর হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মদ ঝান্‌ঝানবী ছাহেব (রহঃ) এবং তাঁহার পীর ঐ মাওলানা সৈয়দ আহামদ ছাহেব (র)।

✪ চিশ্‌তিয়া ছাবেরিয়া তরীকার শাজরানামায় হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রহঃ)-এর নাম দেখিয়া কতেক আলেম লিখিত এ'তেরাজ করিয়াছেন। তাঁহাদের এ'তেরাজ ভুল। কেননা, উল্লেখিত শাজারাতুত্তাইয়্যেবা ছাড়াও তাযকেরায়ে রশীদিয়া কিতাবের ২য় খণ্ডের ১০৮ পৃষ্ঠায় লিখা আছে ঃ

بایں طور کہ مولانا گنگوہی قدس سرہ از اعلی حضرت
حاجی امداد اللہ شاہ از میاں جی نور محمد از حضرت
سید احمد شہید از شاہ عبد العزیز ۔

অর্থাৎ, গঙ্গুহী ছাহেবের পীর হাজী ছাহেব হুজুর, তাহার পীর মিয়াজী নূর মুহাম্মদ ছাহেব, তাহার পীর সৈয়দ আহমদ শহীদ, তাঁহার পীর শাহ আবদুল আজীজ দেহলবী।

অন্যদিকে হযরত মাওলানা আবুবকর ফুরফুরী ছাহেব (রহঃ), তাঁহার পীর হযরত মাওলানা সুফী ফতেহ আলী সাহেব (রহঃ), তাঁহার পীর হযরত মাওলানা ছুফী নূর মুহাম্মদ সাহেব (রহঃ) এবং তাঁহার পীরও ঐ মাওলানা সৈয়দ আহমদ ছাহেব (রাঃ)। এখন স্মরণ রাখবেন যে, আসল পীর হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহে। মাওলানা কারামত আলী ছাহেবকে তিনি নক্সাবন্দিয়া তরীকা বাতাইবার এজাজত দিয়াছেন এবং তাঁহার আওলাদগণও ঐ এক তরীকাই বাতাইয়া আসিতেছেন। ফুরফুরার পীর ছাহেবকে মোজাদ্দেদিয়া তরীকার হুকুম দিয়াছেন। তাই তাঁহার ছেলছেলার হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) ও গাঙ্গুহী (রহঃ) উভয়ই ঐ চিশ্‌তিয়া তরীকা বাতাইয়া থাকেন এবং নূর মুহাম্মদ ঝান্‌ঝানবী ছাহেবকে চিশ্‌তিয়া তরীকা বাতাইয়া থাকেন এবং নূর মুহাম্মদ ঝান্‌ঝানবী ছাহেবকে চিশ্‌তিয়া তরীকার হুকুম দিয়াছেন। তাই তাঁহার ছেলছেলার হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ছাহেব (রহঃ) ও গঙ্গুহী (রহঃ) উভয়ই ঐ চিশ্তিয়া তরীকা বাতাইয়াছেন। এখন যদি কোন হক্কানী পীর সাহেব ৪/৫ তরীকা বাতাইবার নিয়ম জারী করিয়া থাকেন তাহার ভেদ আমি জানি না। হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!! যাহারা যে কোন হক্কানী পীরের মুরীদ হইয়া তরীকাভুক্ত আছেন, তারা একে অপরকে হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা করবেন না। পরস্পর একে অন্যের প্রতি ভক্তি রাখিবেন ও দোয়া লইবেন। আর একটি কথা স্মরণ রাখবেন— এজাজত পাইয়া উপরের ছবক আদায় করিবেন।

পুনঃ ছুয়াল করিলাম যে, হুজুর! এই তরীকাভুক্ত লোকগণই কেবল চিৎকার মারে, লাফ-ফাল দেয়, জমিনে পড়িয়া ছটফট্ করে। এরূপ হাল অন্য কোন তরীকাভুক্ত লোকদের মধ্যে দেখা যায় না, ইহার কারণ কি জানিতে বাসনা। ইহার জওয়াবে হুজুর কেবলা বলিলেন, বাবা! ইহার ভেদ কি তাহা আল্লাহ পাক জানেন। তবে সকলের কলবের অবস্থা এক প্রকার হয় না। কাহারও অন্তর ফাটিয়া যায়, জ্বলিয়া যায়; কিন্তু বাহিরে প্রকাশ পায় না, লোকেও টের পায় না। আবার কাহারো হাল সামলাইয়া রাখিতে পারে না, কলবের জোশ প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাই ঐরূপ অবস্থা দেখা যায়। তরীকাপন্থী লোকের ২১ প্রকার হাল হইতে পারে। যাহাকে আল্লাহ পাক যে হালত দান করেন তাহাই তাহার জন্য ভাল। কিন্তু ঐ ২১ প্রকার হালের মধ্যে কোন এক প্রকার হাল যাহার না হইবে, তাহার নছীব মন্দ। যদি কোন সময় একটু কান্নাও না আসে তবে সে একেবারে মাহরূম। বাবা! আমাদের এ চিশ্তিয়া ছাবেরিয়া তরীকা খুব বেশী গরম এবং অতি সহজ। অন্য তরীকায় ফয়েজ না পাইলে তাহার এই তরীকায় দাখেল হওয়া একান্ত দরকার। এই তরীকায় যাহার ফয়েজ হাছেল না হইবে তাহার জন্য দুনিয়াতে ইহার চেয়ে সহজ তরীকা আর কোথাও নাই। হিন্দুস্থানের বড় বড় ওলামাগণ প্রায়ই এই তরীকাভুক্ত। এই তরীকা আল্লাহর ফজলে একেবারে খালেছ তরীকা। এর ভিতর কোন প্রকার আমলিয়াদ নাই। রোজ হাশরে ইন্‌শা আল্লাহ্ দেখা যাইবে। আমি খালেছ দেলে দোয়া করি যাহারা এই তরীকায় দাখেল হইবেন, আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে এই তরীকাভুক্ত কুতুব ও আউলিয়ায়ে কেরামদের সাথে হাশর করেন। আমীন! ছুম্মা আমীন।

ছাহেবান! মানুষমাত্রেরই ভুল আছে। অতএব আমার লেখার মধ্যে কোন ভুল-চুক পাইলে মেহেরবানীপূর্বক জানাইয়া দিবেন। অথবা সংশোধন করিয়া লইবেন। পিছনে শেকায়েত করিয়া কেহ গুনাহগার হইবেন না, ইহা আমার অনুরোধ।

যাহারা আমাদের তরীকাভুক্ত আছেন, খাছ করিয়া তাহাদের উপর আমার এই হুকুম যে, আপনারা প্রত্যেকেই আমার নিম্নলিখিত প্রত্যেকটি কেতাব খরিদ করিয়া বারবার পড়িয়া খতম করিবেন এবং তদানুযায়ী আমল করিবেন। তাহা হইলে ইন্‌শা আল্লাহ পাহাড় টলিবে তবুও আপনাকে কেহ টলাইতে পারিবে না। ঈমান লইয়া কবরে যাইতে পারিবেন এবং হাশরের দিন আওলিয়ায়ে কেরামের সঙ্গী হইতে পারিবেন।

সমাপ্ত

চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকার প্রথম ছবক

আমার প্রিয় বন্ধুগণ, জানিয়া রাখিবেন, দোযখের আযাবের পথ বন্ধ করিয়া বেহেশতে যাইবার জন্য কিতাবে ১২৬ তরীকা বয়ান করা হইয়াছে। তন্মধ্যে চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকা একেবারে শটকাট। এই তরীকার প্রথম ছবকখানা লিখিয়া এজাযত দিলাম। মাগরিবের ফরজ ছুন্নত পড়িয়া ৬ রাকাআত আউয়াবিন নামায পড়িবেন। যে কোন সূরা দিয়া পড়েন ইচ্ছা। নফল বা ছুন্নত উভয় রকম নিয়ত করা দুরুস্ত আছে। প্রথম দিন একবার আলহামদু, তিনবার সূরা এখলাছ দিয়া দুই রাকাআত শুকরানা নামায আদায় করিবেন। স্ত্রীগণ নামাযের কায়দায়, পুরুষগণ আসন করিয়া বসিবেন। প্রথমে ৫ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া আস্তাগফিরুল্লাহ ১১ বার পড়িবেন। পরে ছোবাহানাল্লাহ ১০০ বার, আলহামদু লিল্লাহ ১০০ বার ও আল্লাহু আকবার ১০০ বার পড়িবেন। এই সময় খেয়াল রাখিবেন সামনের দিকে মা'বূদ আমার দিকে চাহিয়া আছেন। পরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ৫০০ বার, সময় না পাইলে কমপক্ষে ২০০ বার পড়িবেন। অর্থ খেয়াল করিবেন-আল্লাহ বাদে কেহ মা'বূদ নাই। চক্ষু মুদিয়া জিকির শুরু করিবেন। আবার (মোনাজাতের পূর্বে) ৫ বার দরূদ শরীফ পড়িয়া মোনাজাত দিবেন।

এই ছবক আদায় করিতে যদি মজা পান, তবে পত্র মারফত বা সাক্ষাতে পরের ছবক নিবেন। পুরুষগণ জোরে, স্ত্রীগণ আস্তে জিকির করিবেন। আমার ওয়ালেদ সাহেবের রচিত ২৭ খানা কিতাব পড়িবেন। শুধু আখেরাতের বয়ান, যে খরচই যাইবে আখেরাতে নেকের পাল্লায় উঠিবে।

সৈয়দ মোঃ ফজলুল করীম
(পীর সাহেব, চরমোনাই, বরিশাল)